



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
September 2021

“মিষ্টি বাচ্চারা - প্রাণেশ্বর বাবা এসেছেন প্রাণ বাঁচানোর জন্য, তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে তিনি জ্ঞানের মিষ্টি মুরলী শুনিয়ে প্রাণ বাঁচাচ্ছেন”

*প্রশ্নঃ - কোন বিষয়ে কেবল ভাগ্যবান বাচ্চারা নিশ্চিত হয় ?

*উত্তরঃ - এখন আমাদের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য স্বয়ং বাবা এসেছেন। বাবার কাছ থেকে আমরা ভক্তির ফল পাচ্ছি। যে ডানা মায়া কেটে দিয়েছিল, সেই ডানা আবার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং নিজের সঙ্গে ঘরে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য বাবা এসেছেন। কেবল ভাগ্যবান বাচ্চারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়।

*গীতঃ- কে এসেছে আজি প্রভাতে...

ওম্ শান্তি । কে এসে প্রতিদিন সকালে মুরলী শোনান ? দুনিয়ার মানুষ তো গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে। তোমরা এখন জ্ঞানের সাগর, পতিন-পাবন বাবার কাছ থেকে মুরলী শুনছ। তিনি ঈশ্বর, প্রাণ বাঁচান। মানুষ বলে - ঈশ্বর, এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো। ওরা সীমিত সাহায্য প্রার্থনা করে। এখন তোমরা বাচ্চারা সীমাহীন সাহায্য পাচ্ছ। কারণ তিনি সীমাহীন জগতের পিতা। তোমরা জানো যে আত্মা গুপ্ত এবং বাবাও গুপ্ত। যেমন বাচ্চাদের শরীরটা দেখতে পাওয়া যায়, সেইরকম বাবার শরীরও দেখতে পাওয়া যায়। আত্মা যেমন গুপ্ত, বাবাও সেইরকম গুপ্ত। তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন অসীম জগতের উত্তরাধিকার দিতে। তিনি শ্রীমৎ দিচ্ছেন। সকল শাস্ত্রের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো গীতা। গীতা খুব সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু তাতে নাম পাল্টে দেওয়া হয়েছে। এখন তোমরা জানো যে এই শ্রীমৎ আসলে ভগবানুবাচ। এটাও তোমরা জেনেছ যে কেবল ভগবানই দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষকে নীতিপরায়ন বানাতে পারেন। তিনিই নর থেকে নারায়ন বানিয়ে দেন। বলা হয় - সত্য নারায়নের কথা। অমর পুরীর মালিক হওয়ার জন্য বা নর থেকে নারায়ন হওয়ার জন্য অমর কথার উল্লেখ আছে। সেই একই বিষয়। এটা মৃত্যুপুরী। কিন্তু কেউই জানে না যে এই ভারতই অমরপুরী ছিল। এখানেও অমর বাবা এসে ভারতবাসীদেরকেই শোনান। একজন পার্বতী কিংবা একজন দ্রৌপদীর কথা নয়। এখানে অনেক বাচ্চা শুনছে। শিববাবা ব্রহ্মাবাবার দ্বারা শোনান। বাবা বলছেন - ব্রহ্মার দ্বারা আমি মিষ্টি মিষ্টি আত্মাদেরকে বোঝাই। বাবা বুঝিয়েছেন, বাচ্চাদেরকে অবশ্যই আত্ম-অভিমানী হতে হবে যা কেবল বাবা বানাতে পারেন। দুনিয়ায় তো একজন মানুষের মধ্যেও আত্মার জ্ঞান নেই। আত্মার জ্ঞান না থাকলে পরমপিতা পরমাত্মার জ্ঞান কিভাবে থাকবে। ওরা তো বলে দেয় আত্মা-ই পরমাত্মা। কত বড় ভুলের মধ্যে সমগ্র দুনিয়া আচ্ছন্ন আছে। এখন মানুষের বুদ্ধি কোনো কাজের নয়। নিজেকে বিনাশ করার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে। বাচ্চারা, তোমাদের কাছে এটা নতুন কিছু নয়। তোমরা জানো যে ওদের ড্রামাতে এইরকম ভূমিকা আছে। ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। আজকাল দুনিয়ায় অনেক ঝামেলা। বিনাশের সময়ে তোমাদের মতো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে প্রীত রয়েছে। যাদের বুদ্ধিতে বাবার প্রতি প্রীত নেই, তাদের বিনাশের গায়ন আছে। এখন এই দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে হবে। তোমরা জানো যে বরাবর এইরকম মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল, বাবা রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। শাস্ত্রগুলোতে টোটাল (সমগ্র জগতের) বিনাশের উল্লেখ আছে। কিন্তু টোটাল বিনাশ তো হবে না। তাহলে তো প্রলয় হয়ে যাবে। কোনো মানুষ থাকবে না, কেবল পাঁচ তত্ত্ব থাকবে, এইরকম কখনোই হবে না। প্রলয় হয়ে গেলে মানুষ আসবে কোথা থেকে ? দেখানো হয়, কৃষ্ণ অশ্বত্থ পাতায় চেপে আগুল চুষে চুষে সাগর থেকে ভেসে ভেসে এসেছে। কিন্তু এভাবে কোনো বালক কিভাবে আসবে ? শাস্ত্রে এমন সব কাহিনী লিখে দিয়েছে যে বলা কথা নয়। এখন তোমাদের মতো কুমারীদের দ্বারা এইসব ভীষণ পিতামহের মতো বিদ্বান ব্যক্তিরও তীরবিদ্ধ হবে। ভবিষ্যতে ওরাও আসবে। তোমরা যত বেশি সেবাতে জোর দেবে, সবাইকে বাবার পরিচয় দেবে, তত তোমাদের প্রভাব বাড়বে। কথিত আছে, এই যজ্ঞে অসুর সম্প্রদায়ের দ্বারা অনেক বিঘ্ন আসবে। তোমরা কাউকে শেখাতে পারবে না। বাবা-ই জ্ঞান যোগ শেখাচ্ছেন। কেবল বাবা হলেন সদগতি দাতা। তিনিই পতিতদের পবিত্র করে দেন। তাহলে নিশ্চয়ই পতিতদেরকেই জ্ঞান দেবেন। বাবাকে কি কখনো সর্বব্যাপী বলে মানা যায় ? তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ যে আমাদের বুদ্ধি পরশের মতো হয়ে যায়, তাই আমরাই পারশনাথ হই। মানুষ কত ঢের মন্দির বানিয়েছে। কিন্তু তারা কে ছিলেন, কি কাজ করেছিলেন, সেইসব জানে না। পারশনাথের মন্দিরও আছে। ভারত পারশপুরী ছিল। সোনা, হীরে, মানিকের মহল ছিল। গতকালের কথা। ওরা তো কেবল সত্যযুগের আয়ুকেই লক্ষ বছর বলে দেয়। আর বাবা বলেন, গোটা ড্রামাটা ৫০০০ বছরের। তাই বলা হয় - কাল ভারত কেমন ছিল আর আজকে কেমন হয়ে গেছে। লক্ষ বছরের হলে তো কারোর স্মৃতিতে কিছুই থাকত না। তোমরা বাচ্চারা এখন স্মৃতি পেয়েছ। জেনেছ যে এটা ৫০০০ বছরের কথা। বাবা বলেন, যোগ করতে বসো। নিজেকে আত্মা রূপে

অনুভব করে বাবাকে সময় স্মরণ করো। এটা তো জ্ঞান, তাই না ? ওরা হঠযোগী। পায়ের ওপর পা তুলে বসে। কত কিছুই করে। তোমরা মাতারা এইরকম করতে পারবে না। এইরকম ভাবে বসতেও পারবে না। ভক্তিমার্গের অনেক চিত্র রয়েছে। বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা তোমাদের এমন কিছু করার দরকার নেই। স্কুলে স্টুডেন্টরা সুস্থূল ভাবে বসে। বাবা তো এত কিছু করতে বলেন না, যেভাবে ইচ্ছা হয় বসো। বসে বসে যদি ক্লান্ত হয়ে যাও তাহলে শুয়ে পড়ো। বাবা কোনো কিছুতে মানা করেন না। এই বিষয়টা তো খুব সহজেই বোঝা যায়, এর মধ্যে কোনো কষ্টকর ব্যাপার নেই। যতই অসুস্থ হও, এমনও হতে পারে শুনতে শুনতে, শিববারার স্মরণে থাকতে থাকতে শরীর থেকে আত্মা বেরিয়ে গেল। কথিত আছে - মুখে গঙ্গাজল নিয়ে দেহত্যাগ করা অনেক ভাগ্যের ব্যাপার...। ওইসব হল ভক্তিমার্গের কথা। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ জ্ঞান অমৃত। তোমরা জানো যে, সত্যিই এইভাবে আত্মা শরীর ত্যাগ করবে। তোমরা বাচ্চারা যখন এখানে আসো, তখন আমাকে ছেড়ে চলে আসো। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। আমি এসেছি তোমাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমরা নিজেদের ঘরকেও জানো না, এমনকি আত্মাকেও জানো না। মায়া তোমাদের ডানাকে পুরোপুরি কেটে দিয়েছে। এইজন্য তমোপ্রধান হওয়ার কারণে আত্মারা উড়ে যেতে পারবে না। সতোপ্রধান না হলে শান্তিধামে ফিরে যাবে কিভাবে ? এটাও জানো যে - ডামার প্ল্যান অনুসারে সবাইকে তমোপ্রধান হতে হবে। এই সময়ে সমগ্র ঝাড় জর্জরিত হয়ে গেছে। এখানে কারও অবস্থা এখন সতোপ্রধান নেই। আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে আর এখানে থাকবে না, এখান থেকে একেবারে চলে যাবে। সবাই ভক্তি করে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কিন্তু কেউ ফিরে যেতে পারে না। এইরকম নিয়ম নেই। বাবা এই সব রহস্য বসে থেকে বোঝান - ধারণ করার জন্য। তবুও মুখ্য বিষয় হল বাবাকে স্মরণ করা এবং স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া। বীজকে স্মরণ করলে সম্পূর্ণ ঝাড় বুদ্ধিতে এসে যাবে। তোমরা এক সেকেন্ডে সবকিছু জেনে যাও। ওইসব বিষয় দুনিয়াতে কেউ জানে না - কেবল বাবা হলেন সমগ্র মনুষ্য সৃষ্টির বীজ। কৃষ্ণ ভগবান নয়। কৃষ্ণকেই শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। এমন নয় যে, কোনো বিষাক্ত সাপ কামড়ানোর ফলে কালো হয়ে গেছে ! কাম চিতায় বসার ফলে মানুষ কালো হয়ে যায়। এমনকি রামকেও কালো দেখায়, তাহলে তাকে কে কামড়েছে ? কিছুই বোঝে না। যাইহোক, যাদের ভাগ্যে আছে এবং নিশ্চয় আছে তারা অবশ্যই বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। নিশ্চয় না হলে কখনই বৃদ্ধিতে পারবে না। ভাগ্যে না থাকলে প্রচেষ্টা করে কি হবে! যখন তাদের ভাগ্যে থাকে না তারা এমনভাবে বসে থাকে যে, কিছুই বৃদ্ধিতে পারে না। এতটুকু নিশ্চয় নেই যে, বাবা এসেছেন অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। যেমন নতুন কেউ মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে বসলে কি বৃদ্ধিবে ! কিছুই বৃদ্ধিতে পারবে না। এখানেও এভাবে এসে বসে। এই অবিনাশী জ্ঞান কখনও বিনাশ হয় না। তাহলে তারা এসে কি করবে ? রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তাই দাস-দাসী, প্রজা, প্রজাদেরও দাস-দাসী সবকিছু প্রয়োজন। সময়ের সাথে সাথে আরও কিছু পড়ার চেষ্টা করবে কিন্তু তখন পড়াশুনা করা খুব কঠিন হয়ে যাবে কারণ সেই সময় অনেক উথালপাথাল হবে। দিনে-দিনে ঝড় বাড়তে থাকে। এত সেন্টার আছে, কেউ কেউ আসবে আর খুব ভালভাবে বৃদ্ধিতে পারবে। এটাও লেখা রয়েছে - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয়। বিনাশও সামনে রয়েছে। বিনাশ তো হবেই। তারা বলে যে, কম শিশু জন্ম হওয়া উচিত। কিন্তু বৃষ্টির বৃদ্ধি তো অবশ্যই হবে। যতক্ষণ বাবা এখানে আছেন, ততক্ষণ প্রত্যেক ধর্মের আত্মাদের এখানে আসতেই হবে। যখন ফিরে যাওয়ার সময় হবে তখন আর কোনো আত্মা ওপর থেকে আসবে না। এখন তো সবাইকে আসতেই হবে, কিন্তু এই বিষয়গুলি কেউ বৃদ্ধিতে পারে না। তারা বলেও যে, ভক্তদের রক্ষক হলেন ভগবান। সুতরাং, ভক্তদের ওপর নিশ্চয়ই দুর্যোগ আসে। রাবণরাজ্যে সবাই সম্পূর্ণ পাপ আত্মা হয়ে গেছে। কলিযুগের অন্তিমে রাবণরাজ্য এবং সত্যযুগের শুরুতে রামরাজ্য। এই সময়ে তো সবাই আসুরিক রাবণ সম্প্রদায়। ওরা বলে, অমুক ব্যক্তি স্বর্গবাসী হয়েছে। তাহলে এই দুনিয়া তো অবশ্যই নরক, তাই না! যদি স্বর্গবাসী হয় তাহলে খুব ভাল! তাহলে এখানে কি ছিল ? অবশ্যই নরকবাসী ছিল। এটাও বৃদ্ধিতে পারে না যে তারা এখন নরকবাসী। এখন তোমরা বৃদ্ধিতে পারো যে, একমাত্র বাবা এসে স্বর্গবাসী করে তোলেন। গায়নও আছে হেভেনলি গড ফাদার। তিনিই এসে স্বর্গের স্থাপন করেন। তারা গাইতে থাকে পতিত-পাবন সীতারাম; আমরা পতিত, আপনিই আমাদের পবিত্র করেন। এরা সবাই ভক্তিমার্গের সীতা। বাবা হলেন রাম। কাউকে সরাসরি বললে বিশ্বাস করে না। তারা রামকে আহ্বান করে। বাচ্চারা, এখন বাবা তোমাদেরকে তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন। এমন মনে হয় যেন তোমরা অন্য দুনিয়ার বাসিন্দা হয়ে গেছ।

বাবা বোঝান, সবাইকে অবশ্যই তমোপ্রধান হতে হবে তাহলেই তো বাবা এসে সতোপ্রধান বানাবেন। বাবা খুব সুন্দর ভাবে বসে থেকে বোঝান। বাবা বলেন, যদিও তোমরা বাচ্চারা নিজেদেরই সার্ভিস করো কেবল একটা কথা মনে রেখো - বাবাকে স্মরণ করো। অন্য কেউ সতোপ্রধান হওয়ার উপায় বলতে পারবে না। সকলের রুহানী সার্জেন কেবল একজন। তিনিই এসে আত্মাদের ইনজেকশন দেন কারণ আত্মারা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবাকে অবিনাশী সার্জেন বলা হয়। আত্মা অবিনাশী এবং পরামাত্মা বাবাও অবিনাশী। এখন আত্মারা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাই তাদের

ইনজেকশন দরকার। বাবা বলেন, বাচ্চারা নিজেকে আত্মারূপে অনুভব করে এবং নিজের বাবাকে স্মরণ করে। বুদ্ধির যোগ ওপরে যুক্ত করে তাহলে সুইট হোমে চলে যাবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, এখন আমাদের নিজদের সুইট সাইলেন্স হোমে যেতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান এবং যোগের দ্বারা বুদ্ধিকে স্বচ্ছ বানাতে হবে। যতই অসুস্থ থাকো কিংবা যতই কষ্ট হোক, সকল পরিস্থিতিতেই কেবল বাবাকে স্মরণ করবে।

২) নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানানোর জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চয়বুদ্ধি হতে হবে। বুদ্ধির যোগ নিজের সুইট সাইলেন্স হোমের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্বদা কন্সাইন্ড স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা জটিল কাজকে সহজ বানিয়ে ডবল লাইট ভব যে সন্তান নিরন্তর স্মরণ করে, সে সর্বদা বাবার সঙ্গে অনুভব করে। তার সামনে যেকোনো সমস্যা এলেই সে নিজেকে কন্সাইন্ড অনুভব করবে, ঘাবড়ে যাবে না। এই কন্সাইন্ড স্বরূপের স্মৃতি যেকোনো জটিল কাজকে সহজ বানিয়ে দেয়। কখনো কোনো বড় বাধার সম্মুখীন হলে, নিজের সকল বোঝা বাবার ওপর রেখে নিজে ডবল লাইট হয়ে যাও। তাহলেই ফরিস্তার মতো দিন-রাত খুশিতে মন থেকে নৃত্য করবে।

স্লোগানঃ:- যিনি যেকোনো কারণকে সমাপ্ত করে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং সন্তুষ্ট করেন, তিনিই সন্তুষ্টমণি।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য - “জ্ঞান এবং যোগের পার্থক্য”

দুটো কথা আছে - জ্ঞান আর যোগ। পরমাত্মাকে স্মরণ করাকে যোগ বলা হয়। অন্য কাউকে স্মরণ করলে তাকে যোগ বলা যাবে না। গুরুরা যেসব যোগ শেখায়, তারাও পরমাত্মার দিকেই যোগ লাগায়। কিন্তু তাদের কাছে পরমাত্মার সম্পূর্ণ পরিচয় না থাকার জন্য যোগের সম্পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি হয় না। যোগ এবং জ্ঞান - দুটোই শক্তি। এই দুই পুরুষার্থের দ্বারা শক্তি পাওয়া যায় এবং আমরা বিকর্মকে পরাজিত করে শ্রেষ্ঠ জীবন তৈরি করি। যোগ কথাটা অনেকেই ব্যবহার করে কিন্তু যার সঙ্গে যোগ লাগানো হয়, আগে তার পরিচয় জানা প্রয়োজন। এখন আমরা পরমাত্মার কাছ থেকেই পরমাত্মার পরিচয় পাচ্ছি। সেই পরিচয়কে জেনে যোগ লাগালে সম্পূর্ণ সাফল্য পাওয়া যায়। যোগের দ্বারা আমরা অতীতের বিকর্মের বোঝা ভস্মীভূত করি আর জ্ঞানের দ্বারা আমরা জানতে পারি যে ভবিষ্যতে আমাদেরকে কেমন কর্ম করতে হবে এবং কেন? জীবনের ভিত্তি হলো সংস্কার। আত্মাও অনাদি সংস্কার দিয়েই তৈরি। কিন্তু কর্ম অনুসারে সেই সংস্কার পরিবর্তিত হয়। যোগ এবং জ্ঞানের দ্বারা আত্মার মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব আসে আর জীবনে শক্তি আসে। কিন্তু এই দুটো জিনিসই পরমাত্মার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। কর্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার রাস্তাও আমরা পরমাত্মার কাছ থেকেই জানতে পারি। বিকর্মের দ্বারা আমরা যেসব কর্ম বন্ধন বানিয়েছি সেগুলো থেকে মুক্তি পাওয়া, এবং ভবিষ্যতে আমাদের কর্মগুলো বিকর্ম না হওয়া - এই দুই শক্তি পরমাত্মা ছাড়া অন্য কেউ দিতে পারে না। যোগ এবং জ্ঞান - এই দুটোই পরমাত্মাই নিয়ে আসেন। যোগের অগ্নির দ্বারা অতীতে করে থাকা বিকর্মকে ভস্মীভূত করান এবং জ্ঞানের দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখান যার দ্বারা কর্মগুলো অকর্ম হয়ে যায়। এইজন্যই পরমাত্মা বলেছেন - কর্ম, অকর্ম এবং বিকর্মের গতি খুব গভীর। এখন তো আমাদের আত্মাদের সরাসরি পরমাত্মার শক্তি প্রয়োজন। শাস্ত্র থেকে এই যোগ এবং জ্ঞানের শক্তি পাওয়া যাবে না। সেই সর্বশক্তিমানের কাছ থেকেই শক্তি পাওয়া যাবে। এখন আমাদের জীবনের ভিত্তি (সংস্কার) এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে জীবনে সুখ পাওয়া যায়। সুতরাং, পরমাত্মা এসে আমাদের জীবনে শুদ্ধ সংস্কারের বীজ বপন করেন, যে শুদ্ধ সংস্কারের ভিত্তিতে আমরা অর্ধেক কল্প মুক্ত জীবন পাব। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের ভাগ্য নতুন দুনিয়ার জন্য বানাচ্ছো, এই রাজযোগ হলই নতুন দুনিয়ার জন্য”

*প্রশ্নঃ - ভাগ্যবান বাচ্চাদের মুখ্য নিদর্শন গুলি কি হবে ?

*উত্তরঃ - ১. ভাগ্যবান বাচ্চারা নিয়ম অনুযায়ী শ্রীমৎ অনুসারে চলবে। কোনো নিয়ম বিরুদ্ধে কাজ করে নিজেকে অথবা বাবাকে ঠকাবে না। ২. তাদের খুব শখ থাকবে পড়াশোনার। বোঝাবারও শখ থাকবে। ৩. পাস উইথ অনার হয়ে স্কলারশিপ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করবে। ৪. কখনও কাউকে দুঃখ দেবে না। কখনও কোনো উল্টো কর্ম করবে না।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা অর্থাৎ আত্মা রূপী বাচ্চারা গীত শুনলো। নতুনরাও শুনলো পুরানো বাচ্চারাও শুনলো, কুমারীরাও শুনলো। এ হল পাঠশালা। পাঠশালায় অনেকে ভাগ্য নির্মাণ করতে যায়। সেখানে তো অনেক রকমের ভাগ্য আছে, কেউ সার্জন হতে যায়, কেউ ব্যারিস্টার হওয়ার ভাগ্য নির্মাণ করে। ভাগ্যকে মুখ্য উদ্দেশ্য বলা হয়। ভাগ্য নির্মাণ না থাকলে পাঠশালায় কেন পড়বে। এখন এখানে বাচ্চারা জানে যে, আমরাও ভাগ্য উদয় করে এসেছি- নতুন দুনিয়ার জন্য নিজের রাজ্য ভাগ্য নিতে। এটা হল নতুন দুনিয়ার জন্য রাজযোগ। তারা পুরানো দুনিয়ার জন্য ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, সার্জন ইত্যাদি হয়ে থাকে। সে'সব হতে হতে এখন পুরানো দুনিয়ার টাইম খুবই অল্প রয়েছে, সেটা তো সমাপ্ত হয়ে যাবে। সেই সবার ভাগ্য হল এই মৃত্যু লোকের জন্য, এই জন্মের জন্য। তোমাদের পঠন-পাঠন হল নতুন দুনিয়ার জন্য। তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য ভাগ্যকে বানিয়ে নিয়ে এসেছো। নতুন দুনিয়াতে তোমাদের রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করবে। কে পড়ান ? বেহদের বাবা, যার থেকেই অবিনাশী উত্তরাধিকার পেতে হবে। যেমন ডাক্তারদের ডাক্তারী করবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় নিজেদের পঠন-পাঠনের মাধ্যমে। আচ্ছা, যখন বয়স হয় তখন গুরুর কাছে যায়। কী চায় ? বলে আমাদের শান্তিধামে যাওয়ার শিক্ষা দিন, আমাদের সঙ্গতি প্রদান করুন। এখান থেকে নিয়ে গিয়ে শান্তিধামে নিয়ে চলুন। বাবার থেকেও বর্ষা প্রাপ্ত হয় - এই জন্মের জন্য। বাকি গুরুর থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। টিচারের থেকে কিছু না কিছু বর্ষা পাওয়া যায়, কারণ জীবিকা অর্জন তো করতে হবে। বাবার সম্পত্তি পাওয়ার পরেও পড়াশোনা করে যে আমিও (নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে) উপার্জন করি। গুরুর থেকে কামাই কিছুই হয় না। হ্যাঁ, কেউ কেউ গীতা ইত্যাদি খুব ভালো ভাবে পাঠ করে তার ওপরে খুব ভালো ভাষণ ইত্যাদি করতে থাকে। এই সবই হল অল্প কালের সুখের জন্য। এখন তো হল এই মৃত্যু কালের অন্ত। তোমরা জানো যে, আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য ভাগ্য তৈরী করতে এসেছি। এই পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যায় । বাবার কিস্তি নিজের সব সম্পদ ভস্ম হয়ে যাবে । হাত তো খালি হয়ে যাবে। এখন তো উপার্জন চাই নতুন দুনিয়ার জন্য। পুরানো দুনিয়ার মানুষ তো তা করতে পারবে না। নতুন দুনিয়ার জন্য উপার্জন একমাত্র করতে পারেন শিব বাবাই। এখানে তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য ভাগ্য তৈরী করতে এসেছো। সেই বাবা'ই হলেন তোমাদের বাবাও, টিচারও, গুরুও। আর তিনি আসেনই সঙ্গমযুগে, ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন করা শেখাতে। এখন এই পুরানো দুনিয়ার তো আর অল্প দিনই রয়েছে। এই দুনিয়াকে মানুষ জানে না। তোমরা বাচ্চারা জানে যে, নতুন দুনিয়ার জন্য ইনি হলেন আমাদের বাবা, টিচার আর সঙ্গুরু। বাবা আসেনই শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কেউই ভাগ্য বানায় না, আসলু তারা তো কিছুই বোঝে না। একই পরিবারে স্ত্রী ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে, পুরুষ পড়ে না, বাচ্চারা পড়ছে মা - বাবা পড়তে চায় না। এইরকম হতে থাকে। শুরুর দিকে পরিবারের পর পরিবার এসেছে। কিন্তু মায়ার ঝড় লাগার ফলে আশ্চর্যবৎ শুনন্তি, কথন্তি, বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে। গাওয়াও হয়েছে আশ্চর্যবৎ শুনন্তি কথন্তি বাবার বনন্তি, পাঠ পড়াবন্তি তারপরেও.... হয় প্রকৃতি, ড্রামার। ড্রামারই তো বিষয় হল তাই না ! বাবা নিজে বলেন অহো ড্রামা, অহো মায়ী ! কাকে দূরে সরিয়ে দিলে ! স্ত্রী - পুরুষ একে অপরকে ডিভোর্স দিয়ে দেয়। বাচ্চারা বাবাকে দূরে সরিয়ে দেয়। এখানে তো সেটা নেই। এখানে তো ডিভোর্স দিতে পারবে না। বাবা তো এসেছেন বাচ্চাদেরকে সত্যিকারের উপার্জন করতে। বাবা কী কখনো কাউকে গর্তে ফেলে দেবেন ! বাবা তো হলেনই পতিত-পাবন, রহমদিল। বাবা এসে দুঃখের থেকে লিবারেট করতে আর গাইড হয়ে সাথে নিয়ে যান। এমন কোনো লৌকিক গুরু নেই যে বলবে যে তোমাকে সাথে করে নিয়ে যাবো। শান্ত্রে রয়েছে ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের সবাইকে নিয়ে যাবো। মশার ঝাঁকের মতো সবাই যাবে। তোমরা বাচ্চারা খুব ভালো করে জানো যে, এখন আমাদেরকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। এই শরীর ছাড়তে হবে। আমি মরলে এই দুনিয়া আমার

কাছে মৃত। নিজেকে কেবল আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এটা তো পুরানো পরিধান, ছিঃ ছিঃ। এই দুনিয়াটাও হল পুরানো। যেমন পুরানো বাড়িতে বসে থাকে, নতুন বাড়ি সামনে তৈরী হতে থাকে, তো বাবাও মনে করবে আমার জন্য, বাচ্চারাও মনে করবে আমাদের জন্য তৈরী হচ্ছে। বুদ্ধি চলে যাবে নতুন বাড়ির দিকে। ওটাতে এটা বানাও, এটা করো। বুদ্ধি তাতেই লেগে থাকে। তারপর পুরানোটাকে ভেঙে ফেলে। ভালবাসা পুরানোটার থেকে সরে গিয়ে নতুনের সাথে জুড়ে যায়। আর এ হল বেহদের দুনিয়ার কথা। পুরানো দুনিয়ার থেকে ভালবাসাকে সরাতে হবে আর নতুন দুনিয়াতে লাগাতে হবে। জানে যে, এই পুরানো দুনিয়া সমাপ্ত হয়ে যাবে। নতুন দুনিয়া হল স্বর্গ। তাতে আমরা রাজত্বের পদ প্রাপ্ত করি। যত বেশি যোগে থাকবে, জ্ঞানের ধারণা করবে, অন্যদেরকে বোঝাবে, ততই খুশীর পারদ উর্ধ্বমুখী হবে। অনেক উঁচু পরীক্ষা। আমরা ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বিত্তশালী হওয়া তো ভালো, তাই না? দীর্ঘ আয়ু পাওয়া গেলে তো ভালো, তাই না! সৃষ্টিচক্রকে স্মরণ করলে, যত জনকে নিজ সমান বানাতে ততই লাভ। রাজা হতে হবে তো প্রজাও তো বানাতে হবে। প্রদর্শনীতে এত এত জন আসে, তারা সবাই প্রজা হতে থাকবে, কেননা এই অবিনাশী জ্ঞানের বিনাশ হয় না। বুদ্ধিতে আসবে - পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। রাম-রাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে, রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে যাবে। সত্যযুগে তো হবে দেবতার।

বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়েছেন - লক্ষ্মী-নারায়ণের যে চিত্র তোমরা বানাতে তাতে লিখতে হবে যে, এনারা তমোপ্রধান দুনিয়াতে ছিলেন, তারপর পুরুষার্থের দ্বারা তমোপ্রধান দুনিয়া থেকে সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক হবেন। মালিক তো রাজা - প্রজা সবাই হয়, তাই না! প্রজারও বলবে ভারত আমাদের সবথেকে উচ্চ মহান দেশ। বরাবর ভারতই সবথেকে মহান ছিল। এখন নেই, তবে অবশ্যই ছিল। এখন তো একেবারেই গরিব হয়ে গেছে। প্রাচীন ভারত সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ছিল। আমরা ভারতীয়রা সবচেয়ে উচ্চ দেবতা কুলের ছিলাম। অন্য কাউকেই আর দেবী-দেবতা বলা যায় না। এখন তোমরা কন্যারা পড়ছো, তারপর অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। বাবা তো ডায়রেকশন দিয়েছেন, তাই না? কীভাবে প্রদর্শনীর জন্য টেলিগ্রাম লিখে পাঠাতে হবে। তোমাদের কাছে চিত্রও আছে। তোমরা প্রমাণের সাথে বলতে পারবে যে, তারা এই পদ কীভাবে প্রাপ্ত করেছিলেন। এখন আবার এই পদ প্রাপ্ত করছেন শিব বাবার কাছ থেকে। তাঁর চিত্রও রয়েছে। শিব বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও চিত্র রয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করছেন। বিষ্ণু পুরী সামনে রয়েছে। বিষ্ণুর দ্বারা নতুন দুনিয়ার পালন। বিষ্ণু হল রাধা-কৃষ্ণের দুই রূপ। এখন তাহলে গীতার ভগবান কে দাঁড়াল? আগে তো এটা লেখো যে, গীতার ভগবান হলেন নিরাকার শিব, কৃষ্ণ নন। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু, বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কীভাবে হন। একটি চিত্রে বোঝাতেই কত সময় লেগে যায়, বিষয়টি বুদ্ধিতে যাতে বসে। সবার আগে তো এটা বুঝিয়ে তারপর লিখতে হবে - বাবা বলেন, ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা অবিনাশী উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। সবার আগে এনার আত্মা শোনে। আত্মাই ধারণ করে। মূল কথাই হল এটা। চিত্র তো শিব বাবার দেখানো হয়। ইনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, তারপর প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই চাই। এখানে তো ব্রহ্মার ব্রহ্মাকুমার-কুমারী অনেক অনেক রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্রহ্মার সন্তান না হচ্ছে, ব্রাহ্মণ না হচ্ছে, শিব বাবার কাছ থেকে বর্ষা কীভাবে নেবে? গর্ভজাত তো হতে পারবে না। এও গাওয়া হয়ে থাকে মুখ বংশাবলী। তোমরা বলবে আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। তারা হয় গুরুর চেলা হয় অথবা ফলোয়ার্স। এখানে তোমরা সেই এক কেই বাবা, টিচার, সঙ্কর বলে থাকো। সেও তাঁকেই বলা যিনি হলেন নিরাকার শিব বাবা, জ্ঞানের সাগর, নলেজফুল। সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তের জ্ঞান তিনি প্রদান করেন। তিনি টিচারও। নিরাকার, এসে সাকারে দ্বারা জ্ঞান শোনান। আত্মাই তো কথা বলে তাই না! আত্মা বলে আমার শরীরকে বিরক্ত ক'রো না। দুঃখী আত্মা হয়। এই সময় হল পতিত আত্মা। পতিতদেরকে পবিত্র বানান পরমপিতা পরমাত্মা শিব। আত্মা আহ্বান করে হে পতিত-পাবন, হে গড ফাদার। এখন ফাদার তো সেই একজনই, তাও কাকে স্মরণ করে? আত্মা বলে ইনি আমাদের আত্মাদের ফাদার। উনি হলেন শরীরের ফাদার হ এখন বোঝানো হয় এখন আত্মাদের বাবা যিনি হলেন নিরাকার, তিনি বড় নাকি শরীরের রচয়িতা সাকার বাবা, কে বড়? সাকার তো নিরাকারকে স্মরণ করে। এখন সবাইকে বোঝানো হয়, যখন কিনা বিনাশ সামনে উপস্থিত। পারলৌকিক পিতা আসেনই অন্তিম, সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। বাকি যা কিছু আছে সে সবই বিনাশ হয়ে যাবে। একে বলাই হয় মৃত্যুলোক। যখন কেউ মারা যায় বলা হয় 'অমুকে পরলোক গমন করেছেন, শান্তিধামে গেছেন। মানুষের জানা নেই যে, পরলোক সত্যযুগকে বলা হয় নাকি শান্তিধামকে? সত্যযুগ তো এখানেই হয়। পরলোক, শান্তিধামকে বলা হয়। বোঝানোর জন্য খুব ভালো যুক্তি চাই। মন্দির গুলিতে গিয়ে বোঝানো উচিত। এ হল শিব বাবার স্মরণিক, যে শিব বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। শিব বাস্তুবে হলেন বিন্দু। কিন্তু বিন্দুর পূজা কীভাবে করবে? ফুল, ফল ইত্যাদি কীভাবে চড়াবে, সেইজন্য বড় রূপরবানানো হয়েছে। এত বড় রূপ আসলে হয় না। গাওয়াও হয়ে থাকে ব্রহ্মকৃষ্ণের মাঝে ঝলমল করে আশ্চর্য নক্ষত্র.... বড় কিছু হলে তো সায়েন্টিস্টরা সাথে সাথে ধরে ফেলবে। বাবা বোঝান, ওঁনাকে পরমপিতা পরমাত্মার সম্পূর্ণ

পরিচয় প্রাপ্ত হয়নি যে, তাদের ভাগ্য খুলবে। এখনও পর্যন্ত তাদের ভাগ্য উন্মোচিত হয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাবাকে জানবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এটা বুঝবে না যে আমাদের আত্মা হল বিন্দুর মতো। শিব বাবাও হলেন বিন্দু। আমরা বিন্দুকে স্মরণ করি। এই রকম বুঝে তবে স্মরণ করলে তখন বিকর্ম বিনাশ হবে। বাকি এটা দেখা যাচ্ছে, সেটা দেখা যাচ্ছে... একে মায়ার বিদ্ব বলা হবে। এখন তোমাদের খুশী রয়েছে যে, আমরা পরমাত্মাকে পেয়েছি, কিন্তু জ্ঞানও তো চাই, তাই না? কারো কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হয়, তাতেই খুশী হয়ে যায়। বাবা বলেন - কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করে আনন্দে ডাম্প ইত্যাদি করতে থাকে, কিন্তু তাতে সন্ততি হয় না। এই সাক্ষাৎকার তো অনায়াসেই হয়ে যায়। কিন্তু ভালো ভাবে পঠন-পাঠন না করলে প্রজাতে চলে যাবে। এতটুকুও যদি শোনে তবে কৃষ্ণপূরীতে গিয়ে সাধারণ প্রজা ইত্যাদি হতে পারবে। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে, শিব বাবা আমাদেরকে এই নলেজ শোনাচ্ছেন। তিনি হলেনই নলেজফুল।

বাবার ফরমান হল পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু কেউই পবিত্র থাকতে পারে না। কখনো কখনো পতিতও এখানে লুকিয়ে এসে বসে। তারা নিজেরই ক্ষতি করে। নিজেকেই ঠকায়। বাবাকে ঠেকিয়ে টাকা পয়সা নেবে নাকি! শিব বাবার শ্রীমৎ অনুসরণ করে না চললে কী হাল হবে! অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে, দ্বিতীয়তঃ তারপর পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে। নিয়ম বিরুদ্ধ কোনো কাজ করা উচিত নয়। বাবা তো বোঝাবেনই, তাই না যে - তোমার চলন ঠিক নয়। বাবা তো উপার্জন করবার রাস্তা বলে দেন, তারপরেও কেউ যদি না করে তবে সেটা তার ভাগ্য। সাজা ভোগ করে তারপর শান্তিধামে তো যেতেই হবে। পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, কিছুই পাবে না। আসে তো অনেকেই, কিন্তু এখানে হল বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার ব্যাপার। বাচ্চারা বলে, বাবার থেকে তো আমরা স্বর্গের সূর্যবংশী রাজত্বের পদ পাবো। এটা হল রাজযোগ। স্টুডেন্ট তো স্কলারশিপও নিয়ে থাকে, তাই না! যারা পাশ করে তারা স্কলারশিপ পেয়ে থাকে। এই মালা তাদেরকে নিয়েই বানানো যারা স্কলারশিপ নিয়েছে। যেমন যেমন যতখানি পাশ হবে, তদনুরূপ স্কলারশিপ পাবে। বৃদ্ধি পেতে পেতে হাজার হাজার সংখ্যায় হয়ে যায়। রাজত্বের পদ হল স্কলারশিপ। যারা খুব ভালো ভাবে পড়াশোনা করে, তারা গুপ্ত থাকতে পারে না। অনেক নতুন নতুনরা পুরানোদের থেকে ও এগিয়ে যাবে। হীরে তুল্য জীবন গড়ে তুলবে। নিজের সত্যিকারের উপার্জন করে ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। কতখানি খুশীর কথা! তারা জানে যে, এই বর্ষা এখন না নিলে আর কখনোই নিতে পারব না। পড়ারও তো ইচ্ছা থাকতে হবে, তাই না! কারোর তো এতটুকুও শখ থাকে না কাউকে বোঝানোর। ড্রামা অনুসারে ভাগ্যে না থাকলে ভগবানও বা কী করবেন! আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনও কাজ শ্রীমতের বিরুদ্ধে করবে না। ভালো ভাবে পড়াশোনা করে উচ্চ ভাগ্য নির্মাণ করতে হবে। কাউকে দুঃখ দেবে না।

২) এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি মোহ দূর করতে হবে। বুদ্ধি যোগ নতুন দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। খুশীতে থাকার জন্য জ্ঞানকে ধারণ করে অন্যদের ধারণ করাতে হবে।

বরদানঃ:- লাইট হাউসের স্থিতির দ্বারা পাপ কর্ম গুলি সমাপ্তকারী পুণ্য আত্মা ভব
যেখানে লাইট থাকে সেখানে কোনও পাপ কর্ম হয় না। তাই সর্বদা লাইট হাউস স্থিতিতে স্থির হয়ে থাকলে মায়া কোনও পাপ কর্ম করাতে পারে না, সদা পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে। পুণ্য আত্মা সংকল্পেও কোনো পাপ কর্ম করাতে পারবে না। যেখানে পাপ থাকে সেখানে বাবার স্মরণ থাকে না। তাই দৃঢ় সংকল্প করো যে, আমি পুণ্য আত্মা, পাপ আমার সামনে আসতে পারে না। স্বপ্ন বা সংকল্পেও পাপকে আসতে দেবে না।

স্নোগানঃ:- যে প্রতিটি দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখে সে ই সদা প্রফুল্লিত থাকে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেদের মধ্যে একে অপরকে স্মরণে থাকার ইশারা করে, সাবধান করে উল্লিখিত লাভ করতে থাকে।"

*প্রশ্ন:- বাবার সমান নলেজফুল হয়ে উঠতে থাকা বাচ্চাদের জীবনের মুখ্য ধারণা কী হবে ?

*উত্তর:- তারা সদা হাসিখুশী থাকে, কখনোই কোনো বিষয়ে তাদের কান্না আসতে পারে না। যা কিছুই হয়ে যাক নাথিং নিউ। এইরূপ যারা এখন নলেজফুল অর্থাৎ কান্না ফ্রুফ্রু হতে থাকে, কখনো কোনও বিষয়ে অশান্ত হয় না, তাদেরই স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হয়। যে কাঁদে সে সব হারায়। রোদনশীল ব্যক্তি নিজের পদ হারিয়ে ফেলে।

*গীত:- তোমায় পেয়ে সারা জগৎ পেয়ে গেছি...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নিজেদেরই গাওয়া গান শুনল। বাচ্চারা জানে যে, আমরা অসীম জগতের (বেহদের) বাবার সামনে বসে আছি। তাই বাচ্চারা বলে, বাবা আমরা তোমার থেকে যে বিশ্বের বাদশাহী পেয়েছিলাম, তা এখন আবার পাচ্ছি। সত্যযুগে তো তোমরা এই রকম গাইবে। সঙ্গমযুগেই তোমরা গাইতে পারো। ঘরে যখন বসে রয়েছো কিম্বা যখন কর্মস্থলেও রয়েছো, তোমরা জানো যে, আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে পুনরায় বেহদের উত্তরাধিকার নিচ্ছি। সেন্টার গুলিতেও তোমরা সাবধান বাণী শুনে থাকো যে, বাবাকে স্মরণ করো আর আমরা বিশ্বের মালিক হচ্ছি, এ'কথা স্মরণে রাখো। কোনো নতুন কথা নয় এটা। আমরা প্রতি কল্পে বিশ্বের বাদশাহী নিয়ে থাকি। নতুন কেউ শুনলে ভাববে এ' সব কথা শিব বাবা ঐনাকে (ব্রহ্মা) বলেন ! তিনি তো হলেন নিরাকার আত্মাদের বাবা। আত্মা নিরাকার, আত্মার পিতারও হলেন নিরাকার। আত্মাকে নিরাকার ততক্ষণ পর্যন্ত বলা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সাকারী রূপ না নিচ্ছে। তাই বাচ্চারা জেনে গেছে যে, আমরা বেহদের বাবার কাছ থেকে এই নলেজ শুনছি। রুহানী টিচার পড়াচ্ছেন, একে অপরকে সাবধান বাণী শোনানোর জন্য। প্রথমে এই রুহানী সাবধান বাণী প্রাপ্ত হয়। বেহদের বাবার স্মরণেই সবাই থাকে এবং ইশারা করে থাকে - বাবার স্মরণে থাকো, আর অন্য কোথাও যেন বুদ্ধি না চলে যায়। সেইজন্যই বলা হয় - আত্মা - অভিমানী ভব এবং বাবাকে স্মরণ করো। তিনি হলেন পতিত পাবন বাবা, সম্মুখে বসে এখন তিনি বলছেন আমাকে স্মরণ করো। কতো সহজ যুক্তি - মন্বনাভব শব্দও রয়েছে, কিন্তু যদি কেউ বোঝে তবেই। স্মরণের যাত্রা শেখান একমাত্র বাবাই। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা রুহানী যাত্রাতে রয়েছি। ওটা হল দৈহিক যাত্রা, এখন আমরা আর দৈহিক যাত্রী নই। আমরা হলাম রুহানী যাত্রী। এই স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা বিকর্মাজিত হয়ে যাবে। আর কোনোই উপায় নেই যার দ্বারা তোমরা বিকর্মাজিত হতে পার। এক হল বিকর্মাজিত সম্বৎ, দ্বিতীয় হল বিক্রম সম্বৎ। এরপর থেকে বিকর্ম শুরু হয়। রাবণ রাজ্য শুরু হল আর বিকারের শুরু হল। এখন তোমরা বিকর্মাজিত হওয়ার পুরুষার্থ করছো। ওখানে কোনো বিকর্ম হয় না। সেখান তো রাবণই নেই। দুনিয়াতে এ'কথা কেউই জানে না। তোমরা বাবার দ্বারা সব কিছু জানতে পেরে গেছো। বাবাকেই নলেজফুল বলা হয়। তিনি তো বাচ্চাদেরকেই নলেজ দেবেন, তাই না ? গড ফাদারের নামও তো চাই। নাম রূপের থেকে পৃথক কি কখনো হতে পারেন নাকি ! মানুষ তাঁর পূজা করে। ওঁনার নাম হল শিব। তিনিই হলেন পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর। আত্মা স্মরণ করে, সেই পরমপিতা পরমাত্মা বাবাকে। আত্মা বাবার মহিমা করে। তিনি হলেন সুখ-শান্তির সাগর। বাবা তো নিশ্চয়ই উত্তরাধিকারই দেবেন বাচ্চাদেরকে। যারা এক সময় ছিলেন এবং চলে গেছেন, মানুষ তাদেরই স্মরণিক বানায়। একমাত্র শিব বাবাই যাঁর গায়নও হয় আর পূজাও হয়। নিশ্চয়ই তিনি শরীরের দ্বারা কর্তব্য করেন, তবেই তো তাঁর গায়ন হয়। তিনি হলেন এভার পিওর। বাবা কখনোই পূজারী হন না, তিনি সর্বদা পূজ্য। বাবা বলেন আমি কখনো পূজারী হই না। আমার পূজা করা হয়। পূজারী রা আমার পূজা করে। সত্যযুগে তোমরা আমার পূজা করো না। ভক্তি মার্গে তোমরা আমি পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করে থাকো। প্রথম প্রথম অব্যাভিচারী ভক্তি সেই এক এরই হয়, তারপর ব্যাভিচারী ভক্তি হয়ে যায়। ব্রহ্মা সরস্বতীকেও সেই শিব বাবাই বিশ্বের মালিক বানান। ভক্তির কতো বিস্তার রয়েছে। বীজের কোনো বিস্তার নেই।

বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো আর উত্তরাধিকারকেও স্মরণ করো। ব্যস্, যেমন বৃষ্টির বিস্তার হয়ে থাকে সেই রকমই ভক্তিরও অনেক বিস্তার রয়েছে। জ্ঞান হল বীজ। যখন তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন তোমরা সঙ্গতি পেয়ে থাকো। তোমাদের আর কোনো কিছুর জন্য মাথা ঘামাতে হবে না। জ্ঞান আর ভক্তি এই দুই আছে না ! সত্যযুগ ত্রেতাতে ভক্তির বৃক্ষ হয় না। অর্ধ কল্প ভক্তির বৃক্ষ চলতে থাকে। সব ধর্মের লোকের নিজের নিজের আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। ভক্তি

তো কতো বড় ! জ্ঞান তো সকলের জন্য একটিই - কেবল মন্বনাভব । অল্ফ বাবাকে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করলে, তখন অবশ্যই স্মরণে আসবে। সম্পদেরই তো বিস্তার হয়ে থাকে তাই না ! ওসব হল সীমিত সম্পত্তি। এখানে তোমাদের অসীম জগতের সম্পত্তির কথা স্মরণে আসে। বেহদের বাবা এসে বেহদের উত্তরাধিকার ভারতবাসীকে দেন। তাঁর জন্মও এখানেই এই রকমই গায়ন রয়েছে। এ'সব এই ড্রামাতে অনাদি থেকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

যেমন ভগবান হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ, তেমনি ভারত খন্ডও হল উচ্চ থেকে উচ্চ, যেখানে বাবা এসে সমগ্র দুনিয়ার সঙ্গতি করেন । তাহলে সবচেয়ে বড় তীর্থ হল, তাই না ? বলে থাকে, হে গড ফাদার আমাদেরকে আমাদের ঘরে নিয়ে চলো। ভারতের প্রতি সকলের লভ রয়েছে। বাবাও ভারতেই আসেন। এখন তোমরা পরিশ্রম করছো। গোপী বল্লভের গোপ গোপীরা হলে তোমরাই। সত্যযুগে গোপ গোপিকার কোনো ব্যাপারই থাকে না। সেখানে তো নিয়ম অনুসারে রাজস্ব চলে। ঈশ্বরীয় কর্তার-কর্ম (চরিত্র) কৃষ্ণের নয়, তা হল একমাত্র বাবার। ওঁনার ঈশ্বরীয় কর্তার-কর্ম (চরিত্র) কতো বিশাল ! সমগ্র পতিত সৃষ্টিকে তিনি পবিত্র বানান। কতখানি সুচতরার কাজ এটা। এই সময় সকল মানবই হল অজামিলের মতো পাপী। মানুষ মনে করে এই সাধু সন্ন্যাসীরা হল শ্রেষ্ঠাচারী। বাবা বলেন, এদের উদ্ধারও আমাকেই করতে হবে। যেমন তোমরা হলে অ্যাক্টর, বাবাও তো অ্যাক্ট, তাই না ? তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়ে পার্ট প্লে করছো। তিনিও হলেন ফ্রিয়েটার, ডায়রেক্টর প্রধান অ্যাক্টর, করন-করাবনহার তিনি যে। তিনি কী করেন ? পতিতদেরকে পবিত্র বানান। বাবা বলেন - তোমরা আমাকে আহ্বান করো এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। আমিও এই পার্টে আবদ্ধ। এই রকম আর কেউই বলতে পারে না। এই রকম কেন বানানো হয়েছে ? কবে হয়েছে ? এ হল অনাদি পূর্ব রচিত ড্রামা। এর আদি-মধ্য-অন্ত নেই, প্রলয় হয় না। আত্মা হল অবিনাশী, কখনো বিনাশ হতে পারে না। এঁনার পার্টও হল অবিনাশী । এ তো হল বেহদের ড্রামা । নাটশেলে (সংক্ষেপে) বাবা বসে বোঝাচ্ছেন এই ড্রামার পার্ট কীভাবে চলে। এছাড়া এমন নয় যে পরমাত্মা আছেন বলে তিনি মৃতকে জীবিত করে দিতে পারেন । এই সব অন্ধ বিশ্বাস, রিদ্ধি-সিদ্ধি এখানে হয় না। আমাকে তো আহ্বানও করে হে পতিত পাবন এসো। এসে আমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাও, তাই তো তিনি আসেন। গীতা হল সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি। ভগবানই গীতা শুনিয়েছেন। আত্মা সহজ রাজযোগ কখন শিখিয়েছেন ? এ'কথাও তোমরা জানো। বাবা আসেনই কল্পের সঙ্গমযুগে। তিনি এসে পবিত্র দুনিয়া নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। সত্যযুগে তো স্থাপন করবেন না, তাই না ! ওখানে তো হলই পবিত্র দুনিয়া। কল্পে সঙ্গমযুগেই কুস্তুর মেলা লাগে। সেই কুস্তুর মেলা ১২ বছর অন্তর লাগে। এই বড় কুস্তুর মেলা ৫ হাজার বছর পর পর লাগে। এ হল আত্মা আর পরমাত্মার মেলা। যখন পরমপিতা পরমাত্মা এসে সব আত্মাদেরকে পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যান। কল্পের আয়ু তারা লম্বা করে দেওয়ার কারণেই মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে গেছে। এখন তোমরা বুঝতে পারো। তোমাদের ম্যাগাজিনে যা কিছু বের হয় সে'সব তোমরাই বুঝতে পারো, আর কেউই বুঝতে পারবে না। বাবা বললেন লেখো, যা কিছু হয়েছে সবই ৫ হাজার বছরের মতো, নাথিং নিউ। যা কিছু ৫ হাজার বছর পূর্বে হয়েছিল সে'সবই এখন রিপিট হয়। কেউ বুঝতে চাইলে এসে বুঝতে পারো। এই এই রকম যুক্তি সব রাখা উচিত। আমরা খবরের কাগজে ছাপার জন্য কী লিখবো ? এও তোমরা লিখতে পারো - এই মহাভারতের যুদ্ধ কীভাবে পবিত্র দুনিয়ার গেট খুলবে। সত্যযুগের স্থাপনা কল্প পূর্বের মতো কীভাবে হয়, কীভাবে দেবী-দেবতাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, এসো বোঝো। গড ফাদারের থেকে বার্থ রাইট নিতে হলে এসে নাও। এইভাবে এইভাবে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে । তারা তো কতো কতো স্টোরি বানায়, সে'সবই ড্রামাতে রয়েছে, সেই অনুযায়ীই তারা তাদের ভূমিকা পালন করছে। ব্যসদেবও ড্রামার প্ল্যান অনুসারে শাস্ত্রাদি বানিয়েছে। সে এই পার্টটাই পেয়েছে । এখন তোমরা ড্রামাকে বুঝে গেছো, সেই ড্রামাই আবার রিপিট হবে। এখন তোমরা এসেছো পুনরায় জ্ঞান শুনছো। তোমরা জানো আবার এই লক্ষী-নারায়ণের রাজস্ব হবে। বাকি সব ধর্ম অবলুপ্ত হয়ে যাবে। এখন তোমরা নলেজফুল হয়ে উঠছো। বাবা তোমাদেরকে তাঁর মতো নলেজফুল বানান। তোমরা জানো যে, অর্ধ কল্প আমরা পীসফুল থাকবো। কোনো প্রকারের অশান্তি থাকবে না । সেখানে বাচ্চারা কখনোই কাঁদে না, সর্বদা হাসিখুশী থাকবে। এখানেও তোমরা কখনো কাঁদবে না। কথায়তেও আছে - আত্মা মরলে তখনও হালুয়া খাও.... সে কাঁদে সে হারায়। পদও ভ্রষ্ট হয়ে যায় । তোমরা পতিদেরও পতিতকে পেয়েছো, তিনি স্বর্গের বাদশাহী দেন। তিনি তো কখনো মরেনই না। তাহলে কাঁদার কি দরকার ? যে ক্রন্দন ফ্রফ হয়, সে'ই বাদশাহী নেয় । বাকিরা প্রজাতে চলে যাবে। বাবাকে কেউ যদি এই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করে আমরা কী হবো ? তাহলে বাবা বলে দেবেন। বাচ্চাদের পরে সব সাক্ষাৎকার হবে। স্কুলে সবাই যেমন জানতে পেরে যায় না ? রুদ্র মালা কোনটি হবে - সেটা তোমরা পরে জানতে পেরে যাবে। শেষের দিন যখন এগিয়ে আসে তখন খুব পুরুষার্থ করে। বুঝতে পারে অমুক সাবজেক্টে তো আমি পাশ করতে পারবো না। তোমরাও জানতে পেরে যাবে। অনেকে বলে আমার সন্তানের প্রতি খুব মোহ। সেটা তো দূর করতেই হবে। মোহ রখতে হবে এক'এর সাথে। বাকি ট্রাস্টি হয়ে সব সামলাতে হবে। বলে না - এই সব কিছুই বাবা দিয়েছেন, তো ট্রাস্টি হয়ে চলো। আসক্তি দূর করে দাও। বাবা স্বয়ং এসে বলেন, এদের থেকে আসক্তি সরিয়ে নাও। ভাবো এ' সব হল তাঁর,

ওঁনার মত অনুসারেই চলো। ওঁনার কার্যেই লেগে পড়ো। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দান করতে থাকো। এখানে কন্যাদের জন্য বাবার কাছে সব চেয়ে বেশী রিগার্ড রয়েছে। কন্যারা কর্মবন্ধন থেকে ফ্রি থাকে। বাচ্চাদের তো লৌকিক বাবার সম্পদের উত্তরাধিকারিহ পাওয়ার নেশা থাকে। কন্যা লৌকিক বলে বার উত্তরাধিকার পায় না। এখানে এই বাবার কাছে মেল-ফিমেল ভেদাভেদ নেই। বাবা আত্মাদেরকে বসে বোঝান। তোমরা জানো যে, আমরা সবাই হলাম ব্রাদার্স, আমরা বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিষি। আত্মা পাঠ পড়ে। বাবার কাছ থেকে সম্পদের উত্তরাধিকার নেয়। যত বেশী সম্পদের উত্তরাধিকার নেবে, তত উঁচু পদ পাবে। বাবা এসে সব কথা বোঝান। শিব বাবা হলেন নিরাকার, ওঁনার পূজাও করা হয়। সোমনাথের মন্দির বানিয়েছে। এখন তোমরা এটা জানো যে, শিব বাবা এসে কী করেছেন? কেন ওঁনাকে স্মরণ করে মন্দির বানিয়েছে? এও তোমরা এখন বুঝতে পারো। প্রতি কল্পে এই রকমই হবে। ড্রামাতে এই রকমই রয়েছে, সেটাই রিপটি হচ্ছে। বাবাকে আসতেই হবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে। এ কোনো আফশোসের কথা নয়। এ হল বিনা কারণে রক্তপাতের খেলা। বিনা কারণে সবার রক্ত ঝড়বে। নাহলে তো কেউ কারো খুন করলে তার তো ফাঁসির সাজা হয়। কিন্তু এখন কাকে ধরে সাজা দেবে! ন্যাচারাল ক্যালামিটিস আসবেই। বিনাশ তো হতেই হবে। অমরলোক, মৃত্যুলোকের অর্থ কে কেউই জানে না। তোমরা জানো আজ আমরা মৃত্যুলোকে রয়েছি, কাল আমরা অমরলোকেই থাকব, সেইজন্য আমরা পড়ি। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। তোমরা জ্ঞান পান করিয়ে থাকো। তারা হ্যাঁ হ্যাঁ বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। তারা শুনছেও যে বেহদের বাবা অবিনাশী উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, এ হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ, যার দ্বারা স্বর্গের গেট খোলে। লেখেও তারা - খুব ভালো জ্ঞানের কথা গুলো। আর কেউই এই জ্ঞান প্রদান করতে পারে না, আমরা মানি সেটা। ব্যস্ এই পর্যন্তই। নিজেরা এ'সব কিছুই গ্রহণ করে না, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এদেরকেই বলা হয় কুস্ককর্ণ। তোমরা বলতে পারো তোমরা এ'সব কথা লিখে তৈরি দিচ্ছে কিন্তু এমন যেন না হয় যে বাড়িতে গেলে আর আবার ঘুমিয়ে পড়লে। কুস্ককর্ণের চিত্রের সামনে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া উচিত, এর মতো যেন ঘুমিয়ে পড়ে না। বোঝানোর জন্যও খুব ভালো যুক্ত চাই।

বাবা বলেন হে বাচ্চারা, নিজেদের দোকানে প্রধান প্রধান চিত্র গুলিকে রাখো। যেই আসবে তাকে তার ওপরে বোঝাবেন। ওই সওদাও করো আবার এও হল সত্যিকারের সওদা। এর দ্বারা তোমরা অনেকের কল্যাণ করতে পারো। এতে লজ্জার কোনো ব্যাপারই নেই। কেউ যদি বলে বি. কে. হয়ে গেছ? বলা আরে প্রজাপিতা ব্রহ্মার কুমার - কুমারী তো তোমরাও। বাবা নতুন সৃষ্টির রচনা করছেন। পুরানোটিতে আগুন লাগছে। তোমরাও যতক্ষণ পর্যন্ত বি. কে. না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গে যেতে পারবে না। এই ভাবে এই ভাবে তোমার দোকানেই সার্ভিস করো, তাহলে কতখানি বেহদের সার্ভিস হয়ে যাবে! নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে করো। দোকান যদি ছোটো হয়, তবুও দেওয়ালে ছবি লাগিয়ে রাখতে পারো। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম। সবার আগে তাদের কল্যাণ করতে হবে। বাবা বলেন - এখন কোনো দেহধারীকে স্মরণ ক'রো না। শিব বাবাকে স্মরণ করো, যার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। মানুষ তো বেচারি বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তাদেরকে বলতে হবে - ডিটি ওয়ার্ল্ড সভারেন্টি (দৈবী রাজ্যের সার্বভৌমত্ব) পেতে হবে। নর থেকে নারায়ণ হতে চাইলে এসে হও।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) একমাত্র বাবার প্রতিই শুদ্ধ সত্যিকারের মোহ রাখতে হবে, তাকেই স্মরণ করতে হবে। দেহধারীদের প্রতি মমত্ব সরিয়ে নিতে হবে। ট্রাস্টি হয়ে সব সামলাতে হবে।

২) বিকর্মাজিত হতে হবে, তাই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো বিকর্ম যেন না হয় এদিকে বেশী করে খেয়াল রাখতে হবে।

বরদানঃ:- সাক্ষী ভাবের সীটের দ্বারা হয়রান শব্দকে সমাপ্তকারী মাস্টার ত্রিকালদর্শী ভব
এই ড্রামাতে যা কিছুই হচ্ছে তাতে কল্যাণই নিহিত রয়েছে। যে বোধ সম্পন্ন তার মনে কি, কেন'র প্রশ্নই উঠতে পারে না। ক্ষতির মধ্যেও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। বাবার সাথে আর হাত থাকলে অকল্যাণ হতেই পারে না। এইরূপ আত্ম মর্যাদার (শান) সীটে থাকো, তাহলে কখনোই হয়রান (পরেশান) হবে না। সাক্ষী ভাবের সীট হয়রানি শব্দকে সমাপ্ত করে দেয়। সেইজন্য ত্রিকালদর্শী হয়ে প্রতিজ্ঞা করো যে, না হয়রান হবো না কাউকে হয়রান করবো।

স্লোগান:- নিজের সকল কর্মে ন্দ্রিয়কে অর্ডার অনুসারে চালনা করাই হল স্বরাজ্য অধিকারী হওয়া।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন এই দুনিয়ার অবস্থা একদমই হোপলেস (আশাহীন) হয়ে গেছে, সবাই মরে যাবে সেইজন্য এর থেকে মমতা সরিয়ে নাও, মামেকম্ স্মরণ করো”

*প্রশ্ন:- সেবার উদ্যম না আসার কারণ কি ?

*উত্তর:- ১) যদি লক্ষণ ঠিক না থাকে, বাবাকে স্মরণ না করে, তাহলে সেবার প্রতি উদ্যম আসবে না। কোনো না কোনো ব্যর্থ কর্ম হতেই থাকবে, এইজন্য সেবা করতে পারবে না। ২) বাবার যে প্রথম নির্দেশ আছে - তুমি মরে গেলে সমগ্র দুনিয়াই তোমার কাছে মৃত হয়ে যাবে, এইটা ধারণ করে না। বুদ্ধি দেহ আর দেহের সম্বন্ধের মধ্যে ফেঁসে থাকে, তাই সেবা করতে পারে না।

*গীত:- ওম নমঃ শিবায় ...

ওম শান্তি । এখন এই ভক্তি মার্গের গান শুনেছো। শিবায় নমঃ বলা হয়েছে। শিবের নাম বারবার নিতে থাকে। প্রতিদিন শিবের মন্দিরে যায় আর যা কিছু পূজা-পার্বণ আছে সেগুলো প্রতি বছর পালন করে। পুরুষোত্তম মাসও হয়ে থাকে, পুরুষোত্তম বছরও হয়। শিবায় নমঃ তো প্রতিদিনই বলতে থাকে। শিবের পূজারী অনেক আছে। রচয়িতা হলেন শিব, উচ্চ থেকে উচ্চতম ভগবান। বলে যে - পতিত পাবন পরমপিতা পরমাত্মা হলেন শিব। প্রতিদিন পূজাও করে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এটা হল সঙ্গম যুগ - পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। যেরকম লৌকিক পড়াশোনা করে কোনো না কোনো উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়, তাই না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ এই পদ কিভাবে প্রাপ্ত করেছেন, বিশ্বের মালিক কিভাবে হয়েছেন। এটা কারোরই জানা নেই। শিবায় নমঃও বলে থাকে। তুমি মাতা-পিতা.... প্রতিদিন মহিমা গাইতে থাকে কিন্তু এটাই জানেই না যে তিনি কবে এসে মাতা-পিতা হয়ে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। তোমাদের এটা জানা আছে যে, দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানেনা। ভক্তি মার্গে অনেক ধাক্কা খেতে থাকে। অমরনাথে কতইনা দলে দলে মানুষ যায়। কতইনা ধাক্কা খায়। কাউকে এটা বলো তো সে বিগড়ে যাবে। তোমরা খুব অল্প সংখ্যক বাচ্চারা, যাদের মধ্যে এত খুশি থাকে। তোমরা লিখতেও থাকো যে বাবা যেদিন থেকে তোমাকে চিনেছি, ব্যস, এখন তো আমাদের খুশির সীমাই নেই। যদি কিছু পরিশ্রম করতেও হয় তবুও খুশিতে থাকতে হবে। আমরা বাবার হয়েছি, এটা কখনো ভুলে যেওনা। বাচ্চারা তোমরা যখন থেকে জেনেছ যে আমরা শিব বাবাকে পেয়েছি। তখন থেকে খুশির সীমানা থাকবে না। মায়া প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। যদিও লিখতে থাকো যে আমাদের নিশ্চয় আছে, বাবাকে আমরা জেনেছি, তবুও চলতে চলতে ঠান্ডা হয়ে যায়। ৬-৮ মাস, ২-৩ বছর আসে না, তখন বাবা বুঝে যায় যে সম্পূর্ণ নিশ্চয় বুদ্ধি ছিলোনা। সম্পূর্ণ নেশা চড়েনি। এইরকম অসীম জগতের বাবা, যার থেকে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। নিশ্চয় হয়ে গেলে তো খুশির নেশায় থাকতে হবে। যেরকম কারোর বাচ্চাকে যদি রাজা নিজের কোলে নিতে চায়। বাচ্চা জানতে পারে যে আমার জন্য এই রকম কথাবার্তা হচ্ছে যে রাজা চাইছেন - এই বাচ্চাকে আমি উত্তরাধিকারী বানাবো। তাহলে সেই বাচ্চার অনেক খুশি হবে, তাই না। আমি রাজার বাচ্চা হব বা গরিবের বাচ্চা ধনীর কোল নেয় তখন অনেক খুশি হয় তাই না। জেনে যায় যে আমাকে অমুক ব্যক্তি দত্তক করতে চান তখন গরিবের দুঃখের চিন্তা ভুলে যায়। সেটা তো হল এক জন্মের কথা। এখানে বাচ্চাদের খুশি থাকে ২১ জন্ম উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর অন্যদেরকেও রাস্তা বলে দিতে হবে। শিব বাবা পতিত-পাবন এসে গেছেন। বোঝাচ্ছেন যে, আমি হলাম তোমাদের বাবা। এরকম কোনও মানুষ বলতে পারেনা যে আমি তোমাদের অসীম জগতের পিতা। বাবা বোঝাচ্ছেন যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও আমি এসেছিলাম। তোমাদেরকে এই শব্দই বলেছিলাম যে মামেকম্ স্মরণ করো। আমাকে, পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পাবন হবে, আর অন্য কোন উপায় নেই - পতিত থেকে পাবন হওয়ার। পতিত-পাবন হলেনই এক বাবা। কৃষ্ণকে ভগবান বলা যায়না। গীতার ভগবান এক পতিত-পাবন পুনর্জন্ম-রহিত। সবার প্রথমে এই কথা লেখাও। বড় বড় ব্যক্তিদের লেখা দেখলে তো বুঝবে যে ঠিক আছে। কোনো সাধারণ ব্যক্তির লেখা দেখলে বলবে ব্রহ্মাকুমারীরা এদের উপর জাদু করেছে, তাই লিখেছে, বড়-বড় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এরকম বলবে না। তোমরা যদি কিছু বলো, তাহলে তারা বুঝবে যে ছোট মুখে বড় কথা তৈরি করছে যে ভগবান এসে গেছেন। বাচ্চারা এইভাবে তোমাদেরকে কেবল বললেই হবে না যে ভগবান এসে গেছেন, এর দ্বারা তো কেউ বুঝতেই পারবে না, পরিবর্তে হাসি মজা করবে। এটাই তো বোঝাতে হবে যে আমাদের দুটি বাবা আছেন। প্রথম থেকেই ঝট করে সোজা ভাবে বলা যাবে না যে ভগবান এসে গেছেন। কেননা আজকাল দুনিয়াতে নিজেকে ভগবান বলে পরিচয় দেওয়ার অনেকেই হয়ে গেছে। সবাই নিজেদেরকে ভগবানের অবতার মনে করে তাই যুক্তি

দিয়ে দুই বাবার রহস্য বোঝাতে হবে। এক হল লোকিকের পিতা, দ্বিতীয় হল অসীম জগতের পিতা। বাবার নাম হল শিব। তিনি সকল আত্মাদের বাবা। তাই অবশ্যই বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার দিতে আসবেন। শিব জন্মজয়ন্তীও পালন করে। তিনিই এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন, তাহলে অবশ্যই নরকের বিনাশ হতে হবে। তারই দৃষ্টান্ত হল এই মহাভারতের লড়াই। এছাড়া, কেবল ভগবান এসে গেছেন এটা বললে কেউ বুঝবে না। ঢাক পেটাতে থাকে। এইরকম এইরকম ত্রুটিপূর্ণ সেবা করার কারণে আরোই সেবার প্রতি অবহেলা এসে যাবে। একদিকে বলবে যে ভগবান এসে গেছেন, ভগবান পড়াচ্ছেন আর অন্যদিকে গিয়ে বিয়ে করে নেবে। তাহলে লোকেরা বলবে যে তোমাদের আবার কি হল। তোমরা তো বলেছিলে যে ভগবান পড়াচ্ছেন। বলে যে আমরা যা কিছু শুনেছিলাম সেটাই বলেছি। অনেক প্রকারের বিদ্বৎ আসে নিজের বাচ্চাদের থেকে, যেরকম হিন্দু ধর্মের আত্মারা নিজেরাই নিজেদের মাথায় চাঁটি মেরেছে তাই না। বাস্তবে হল দেবী-দেবতা ধর্মের কিন্তু বলে দেও যে আমরা হলাম হিন্দু। নিজের মাথায় নিজেরাই চাঁটি মেরেছে তাই না। এখন তোমরা জানো যে আমরাই পূজ্য ছিলাম তথা শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম ছিল। আসুরিক মতে চলে ধর্মভ্রষ্ট কর্মভ্রষ্ট হয়ে পড়েছি। আমরাই নিজেদের ধর্মের গ্লানি শুরু করে দিয়েছি আসুরিক মায়ার মতে চলে, এই জন্য বাবা নিজে বলছেন যে - তারা হলো আসুরিক সম্প্রদায়। আর এটা হল দৈবী সম্প্রদায়, যাদেরকে আমি রাজযোগ শেখাচ্ছি। এখন হলো কলিযুগ। যারা এই জ্ঞান এসে শুনবে, তার অসুর থেকে পরিবর্তিত হয়ে দেবতা হয়ে যাবে। এই জ্ঞানই হল দেবতা হওয়ার জন্য। ঐবিকারের উপর জয় প্রাপ্ত করে দেবতা হয়, এছাড়া অসুর আর দেবতাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়নি। এটাও ভুল করে দিয়েছে পুনরায় দেখায় যে যাদের দিকে সাক্ষাৎ ভগবান আছেন, তাদের বিজয় হয়েছে। সেখানে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে হল তোমাদের সাথে মায়ার যুদ্ধ। বাবা কতো কথা বসে বোঝাচ্ছেন কিন্তু তমোপ্রধান এইরকম হয়ে গেছে যে কিছুই বুঝতে পারে না। বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। তারা বুঝতে পারে যে আমাদের এমনই তমোপ্রধান বুদ্ধি যে স্মরণই স্থির থাকে না। এইজন্য ভুল কাজ করতে থাকি। ভালো ভালো বাচ্চারাও স্মরণ একদমই করে না। তাদের চালচলন শোধরায় না, এইজন্য সেবার উদ্যম আসে না। বাবা বলেন যে দেহের সাথে দেহের যা কিছু সম্বন্ধ আছে, তাদেরকে মেরে দাও অথবা ভুলে যাও। এখন মারো- এই শব্দটি বাস্তবে হয় না। বলা হয় যে তোমরা মরে গেলে সমগ্র দুনিয়া তোমার কাছে মরে যাবে। এটা বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বুদ্ধির দ্বারা ভুলে যেতে হবে, যখন তোমরা আমার হয়েছ তখন এই সবকিছু ভুলে যাও, এক বাবাকে স্মরণ করো। যে রকম কোনো রোগীর বেঁচে থাকার হোপলেস (আশাহীন) অবস্থা হয়ে যায় তখন তার থেকে মমতা সরে যায়। তখন তাকে বলা হয় রাম-রাম বলা, বাবাও বলেন যে এই দুনিয়ার কেস একদমই আশাহীন হয়ে গেছে। এই সব শেষ হয়েই যাবে, সবাই মরে যাবে, এই জন্য এর থেকে মমতা সরিয়ে নাও। তারা তো রাম-রাম এর ধুন লাগিয়ে দেয়। এখানে তো একজনের কথা নয়। সমগ্র দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে এই জন্য তোমাদেরকে একটাই মন্ত্র দিচ্ছি যে মামেকম স্মরণ করো। কতইনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দ্বারা বাবা বোঝাচ্ছেন। এখন পুরুষোত্তম মাস এসেছে, তো পুরুষোত্তম যুগেও বোঝাতে থাকবে। বোঝানোর জন্য অত্যন্ত হুশিয়ার থাকতে হবে। ধারণাও খুব ভালো চাই। কোনও পাপ কর্ম করো না। অনুমতি ছাড়া কোনও জিনিস নিজের করে নেওয়া বা থাওয়া, এটাও হল গুপ্ত পাপ। এখানে কায়দা-কানুন অত্যন্তই কড়া, পাপ করতে থাকে তথাপি বলেও না, ততই পাপ বৃদ্ধি হতে থাকে। এখানে তো বাচ্চারা তোমাদেরকে পুণ্যাত্মা হতে হবে। পুণ্যাত্মাদের প্রতি আমার স্নেহ থাকে আর পাপাত্মাদের প্রতি আমার বিরোধ আছে। ভক্তি মার্গেও জানে যে ভাল কর্ম করলে ভালো ফল প্রাপ্ত হবে এই জন্য দান পূর্ণ ইত্যাদি ভালো ভালো কর্ম করতে থাকে তাই না। এটাই হল ড্রামা, তথাপি বলে যে ভগবান ভাল কর্মের ফল ভালোই দেন। বাবা বলেন যে - আমি কেবল এই ধান্দা খোড়াই বসে করি। এটা তো ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত করা আছে। ড্রামা অনুসার বাবাকে অবশ্যই আসতে হয়।

বাবা বলেন যে - আমাকে এসে সবাইকে রাস্তা বলে দিতে হয়। এছাড়া এতে কৃপা ইত্যাদির কোনও কথাই নেই। কেউ কেউ লেখে যে বাবা আপনি কৃপা করলে তো আমরা আপনাকে কখনও ভুলব না। বাবা বলেন যে আমি কখনো কৃপা ইত্যাদি করি না, এসব তো হল ভক্তি মার্গের কথা। তোমাদেরকে নিজের ওপর নিজেকেই কৃপা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। ভক্তি মার্গের কথা জ্ঞান মার্গে হয়না। জ্ঞান মার্গ হলই পড়াশোনা। টিচার কারোর প্রতি খোড়াই কৃপা করবে। প্রত্যেককে পড়তে হবে। বাবা শ্রীমৎ দিচ্ছেন, তার উপর চলতে হবে তাইনা। কিন্তু নিজের মতে চলার কারণে কিছুই সেবা করতে পারেনা। বাচ্চাদেরকে সম্পূর্ণ পুণ্য আত্মা হতে হবে। অল্প একটুও যেন পাপ না হয়। কোনও কোনও বাচ্চা নিজের পাপ কর্মের কথা বলেও না। বাবাও বলেন যে সে উচ্চপদ কখনোই পাবে না। গাওয়া হয়ে থাকে যে - যে উন্নতি করবে সে বৈকুণ্ঠ রস চাখতে পারবে..... বাচ্চারা জানে যে এই লক্ষ্য হলো অনেক উচ্চ। যদি সেখান থেকে পড়ে যায় তাহলে কোনও কাজেরই থাকবে না। অশুদ্ধ অহংকার হল প্রথম নম্বর, তারপর কাম, ক্রোধ, লোভও কম নয়। লোভ, মোহও সত্যনাশ করে দেয়। বাচ্চা প্রভৃতির মধ্যে মোহ থাকলে তো তাদের কথাই স্মরণে আসতে থাকবে। আত্মা তো বলে যে আমার তো এক শিব বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। আর কারো কথা স্মরণে যাতে না আসে - এইরকম পুরুষার্থ

করতে হবে। এই সব তো শেষ হয়ে যাবে। বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে, উত্তরাধিকার তো নিতে পারবে না। এদের মধ্যে কেন মোহ রাখব। এইরকম এইরকম নিজের সাথে কথা বলতে হবে। সমগ্র দুনিয়াকে বুদ্ধি দিয়ে ভুলতে হবে। এই সব তো শেষ হয়েই যাবে। তুফান এমন আসবে যে একদম সব শেষ করে দেবে। আগুন কোথায় লেগে যাবে আর হাওয়া এত জোরে আসবে যে চারিদিকে সব পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। আধা ঘণ্টার মধ্যেই একশ থেকে দেড়শ ঝুপড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে এই জরাজীর্ণ বৃক্ষে আগুন লেগেই যাবে, না হলে তো এত সব মানুষ কিভাবে মরবে। যে বাচ্চারা ভালো হবে, তাদের লক্ষণও ভালো দেখা যাবে তো সেবাও খুব ভালো করবে। বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে নেশা থাকতে হবে। সম্পূর্ণ নেশা তো অন্তিম সময়ে থাকবে যখন কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে, তখনও পুরুষার্থ করতে থাকবে। বেনারসে শিবের মন্দিরে তো অনেকেই যায় কেননা তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবান। সেখানে শিবের ভক্তি অনেক হয়। বাবা তো বলেন যে সেখানে গিয়ে তাদেরকে বোঝাও। এই শিব ভগবান এই লক্ষ্মীনারায়ণ কে এই উত্তরাধিকার প্রদান করেছেন। সঙ্গম যুগেই এই উত্তরাধিকার তাঁর থেকে প্রাপ্ত হয়। এটা বোঝালে পুনরায় ব্রহ্মা-সরস্বতীরও বোঝানো হয়ে যাবে। চিত্রের উপর বোঝালে ক্রিয়ার ভাবে বুঝতে পারবে। এঁাদের এই রকম রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে। এই লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যে ভক্তিমার্গ ছিল না। বলে যে - ভক্ত হল অনাদি। এখন তোমাদের অনেক জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। তাই নেশাও উর্ধ্বমুখী থাকতে হবে। আমাদেরকে ভগবান পড়াচ্ছেন, ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য দেওয়ার জন্য। তোমরা হলে স্টুডেন্ট তাইনা। যার নিশ্চয় হবে - এই ব্রহ্মাকুমারীরা যার দ্বারা শুনে আমাদের মধ্যে নিশ্চয়তা স্থাপন করছে তিনি নিজে কি হবেন। এই রকম বাবার থেকে প্রথমে সাক্ষাৎকার করতে হবে। যতক্ষণ সম্পূর্ণ নিশ্চয়ই হবে না ততক্ষণ বৃদ্ধিও হবে না। যাদের যাদের মধ্যে নিশ্চয় থাকবে তারাই তাড়াতাড়ি ছুটে আসবে। এইরকম বাবার সাথে আমি গিয়ে সাক্ষাৎকার করব, ছাড়বো না। ব্যস্, বাবা আমি তো তোমার হয়ে গেছি। আমি আর তোমাকে ছেড়ে যাব না। গানও আছে যে - ভালোবাসো বা আঘাত করো... এই পাগল প্রেমী তোমার দোরগোড়া কখনো ছাড়বে না। তবুও তাদেরকে বসিয়ে তো রাখা যায় না। সেবাতে ছাড়তে হয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে কমলফুলের সমান হতে হবে। এইরকম লিখেও দেয়, তবুও বাইরে গিয়ে মায়ার চাকরিতে এসে যায়। মায়া এতই প্রবল। মায়ার অনেক বিঘ্ন পড়ে। ছোট প্রদীপের উপরও মায়ার অনেক তুফান আসে। এই গানেরও সার অংশ বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। তোমাদের পুরুষোত্তম যুগ চলছে। ভক্তদের পুরুষোত্তম মাস চলে গেছে। বাবা বলছেন যে - এই সঙ্গম যুগেই আমি আসি, পতিতদেরকে পাবন বানাতে। বোঝানো অত্যন্ত সুন্দর।

আচ্ছা - দিন দিন সেবার বৃদ্ধির জন্য নতুন নতুন যুক্তি বের হতে থাকবে। ভালো ভালো চিত্র তৈরি হতে থাকবে। বলা হয় যে - যে কাজ অনেক সময়ব্যাপী হয়, সেইকাজ অত্যন্ত রুচিসম্পন্ন হয়। তৈরি জিনিস প্রাপ্ত হচ্ছে, যার দ্বারা তাড়াতাড়ি কেউ বুঝতে পারবে। সিঁড়ির ছবি অত্যন্ত সুন্দর। এই সময় কেউ এইটা বলতে পারবে না যে আমি হলাম পবিত্র। পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকেই বলা যায়। পবিত্র দুনিয়ার মালিক হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঐনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এতটুকুও যেন বড় অথবা সূক্ষ্ম পাপ না হয়, তারজন্য অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। কখনো কোনো জিনিস লুকিয়ে নেবে না। লোভ, মোহ থেকেও সাবধান থাকতে হবে।

২) অশুদ্ধ অহংকার যা কিনা সর্বনাশ করে দেয়, তাকে ত্যাগ করতে হবে। এক বাবাকে ছাড়া দ্বিতীয় কেউ যেন স্মরণে না আসে, এই পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- সূক্ষ্ম সংকল্প গুলির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চ স্টেজের অনুভবকারী নিবন্ধন ভব
যে বাচ্চারা যতটা নিবন্ধন থাকে ততটাই উঁচু স্টেজের ওপর স্থিত থাকতে পারে। এইজন্যে চেক করো যে, মন - বচন এবং কর্মে কোনো সূক্ষ্ম সূতোও জুড়ে নেই তো ! এক বাবা ছাড়া আর কেউ যেন স্মরণে না আসে। নিজের দেহও যদি স্মরণে আসে তাহলে দেহের সাথে সাথে দেহের সম্বন্ধ, পদার্থ, দুনিয়ার সব পিছনে পিছনে এসে যাবে। আমি হলাম নিবন্ধন - এই বরদানকে স্মৃতিতে রেখে সমগ্র দুনিয়াকে মায়ার জাল থেকে মুক্ত করার সেবা করো।

স্লোগান:- দেহী অভিমাত্রী স্থিতির দ্বারা তন আর মনের দোলাচলকে সমাপ্তকারীই অচল থাকতে পারে।

"নতুন দুনিয়ার ছবির আধার বর্তমান শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জীবন"

আজ বিশ্ব রচয়িতা, বাপদাদা, যিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য তৈরি করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের সদৃশ- স্বরূপ তাঁর আপন বাচ্চাদের দেখছেন। তোমরা সব ব্রাহ্মণ আত্মা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের ছায়া-চিত্র। ব্রাহ্মণ জীবনের ছবি থেকে ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ব্রাহ্মণ জীবনের সব শ্রেষ্ঠ কর্ম ভবিষ্যৎ শ্রেষ্ঠ ফলের অনুভব করায়। ব্রাহ্মণ জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ সংস্কার স্পষ্টরূপে তৈরি করে। সুতরাং বর্তমান ব্রাহ্মণ জীবন ভবিষ্যৎ ভাগ্যবান দুনিয়ার ছায়া-চিত্র। বাপদাদা ভবিষ্যতের ছবি এমন বাচ্চাদের দেখে প্রসন্ন হন। ছবিও তোমরা, ভবিষ্যতের ভাগ্যের আধারমূর্তিও তোমরা। তোমরা শ্রেষ্ঠ তৈরি হলে, তখনই দুনিয়া শ্রেষ্ঠ হয়। যখন তোমাদের উড়তি কলার স্থিতি তখন বিশ্বেরও উড়তি কলা। তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা সময় সময়ে যেমন যেমন স্টেজের মাধ্যমে পাস কর তখন বিশ্বের স্টেজসও পরিবর্তন হতে থাকে। তোমাদের স্থিতি সতঃপ্রধান তো বিশ্বও সতঃপ্রধান, গোল্ডেন এজেড। তোমরা পরিবর্তন হলে দুনিয়াও পরিবর্তিত হয়ে যায়। তোমরা এমনই আধারমূর্তি।

বর্তমান সময়ে বাবার সঙ্গে কতো শ্রেষ্ঠ পার্ট প্লে করছ ! সারা কল্পের মধ্যে এই সময়ে সবচাইতে বড় বিশেষ ভূমিকা (পার্ট) পালন করছ ! বাবার সাথে সাথে সহযোগী হয়ে বিশ্বের সব আত্মার অনেক জন্মের আশা পূরণ করছ। বাবা দ্বারা প্রত্যেক আত্মাকে মুক্তি ও জীবনমুক্তির অধিকার প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত হয়েছ তোমরা। তোমরা 'কামধেনু', বাবা সমান তোমরা সকলের ইচ্ছা পূরণ কর, কামনা পূরণ কর। এইভাবে সব আত্মাকে ইচ্ছা-মাত্রম্-অবিদ্যা'র স্থিতির অনুভব করাও যাতে না ভক্তির আত্মাদের, না জীবনমুক্ত আত্মাদের কোনও ইচ্ছা থাকে। শুধু এক জন্মের ইচ্ছা তোমরা পূরণ কর না, বরং অনেক জন্ম ধরে ইচ্ছা-মাত্রম্-অবিদ্যা'র অনুভূতি করাও। ঠিক যেমন বাবার সর্ব ভান্ডার, সর্ব সম্পদে সদা পরিপূর্ণ, অপ্রাপ্তির লেশমাত্র নেই; তেমনই বাবা সমান তোমরা সদা সর্ব সম্পদে পরিপূর্ণ।

ব্রাহ্মণ আত্মা অর্থাৎ প্রাপ্তি স্বরূপ আত্মা, সম্পন্ন আত্মা। বাবা যেমন সদা লাইট-হাউস, মাইট হাউস; সে'রকমই তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাও বাবা সমান লাইট-হাউস। সেইজন্য সব আত্মাকে তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার নিমিত্ত তোমরা। যেমন, বাবা প্রতিটা সঙ্কল্প, প্রতিটা বোল, প্রতিটা কর্ম দ্বারা সবসময় দাতা, বরদাতা; সে'রকম তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারাও দাতা, মাস্টার বরদাতা। এ'রকম ব্রাহ্মণ জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়েছ ? যে কোনও ছবি তোমরা যখন বানাও তা'তে সবরকম বিশেষত্ব দেখাও, তাই না ! ঠিক সে'রকমই বর্তমান সময়ের ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব নিজের ছবিতে ভরে নিয়েছ ? সবচাইতে বড় চিত্রকর তোমরা যারা নিজেদের চিত্রও বানাচ্ছ। তোমাদের ছবি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে বিশ্বের ছবি তৈরি হতে থাকছে। এ'রকম অনুভব তো কর, তাই না !

অনেকে জিজ্ঞাসা করে-না নতুন দুনিয়া কেমন হবে ? তো নতুন দুনিয়ার প্রতিচ্ছবিই তোমরা। ভবিষ্যৎ স্পষ্ট হয় তোমাদের জীবনের মাধ্যমে। নিজেদের এই সময়ের ছবির দিকে দেখ, এ'রকম ছবি কী তৈরি হয়েছে, যে কেউই সেটা দেখে সদাসর্বদার জন্য প্রসন্নচিত্ত হয়ে যাবে ! কোনও সামান্যতম অশান্তির তরঙ্গের কেউ যদি থাকে, তোমাদের ছবি দেখে আশান্তিই ভুলে যাবে, শান্তির তরঙ্গে তরঙ্গিত হওয়ার অনুভব করবে ! অপ্রাপ্তি স্বরূপকে আপনা থেকেই প্রাপ্তির অনুভূতি হতে দাও। ভিখারি হয়ে আসলে যেন ভরপুর হয়ে যায় ! তোমাদের সুস্মিত মূর্তি দেখে মনের ও নয়নের কান্না ভুলে যেন হাসতে শিখে যায় ! তোমরাও তো বাবাকে বলো-না - হাসতে শিখিয়ে... সুতরাং তোমাদের কাজই হলো কান্না থেকে রেহাই দেওয়া আর হাসতে শেখানো। তাহলে ব্রাহ্মণ জীবন এমন প্রতিচ্ছবি হয়েছে ! সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ যে আমরা এমন আধারমূর্ত ফাউন্ডেশন। বৃক্ষের ছবিতে দেখেছ - ব্রাহ্মণ কোথায় বসে আছে ? ফাউন্ডেশনে বসে আছে, তাই না ! ব্রাহ্মণ ফাউন্ডেশন মজবুত, তবেই তো অর্ধেক কল্প অটল-অনড় থাক। সাধারণ আত্মা তোমরা নও, তোমরা আধারমূর্ত ফাউন্ডেশন।

এই সময়ে তোমাদের সম্পূর্ণ স্থিতি সত্যযুগের ১৬ কলা সম্পূর্ণ স্থিতির আধার। এখানের 'এক-মত' ওখানের এক রাজ্যের আধারমূর্তি। এখানের সর্ব ভান্ডারের সম্পন্নতা - গুণ, গুণ, শক্তি, সর্ব সম্পদ ওখানের সম্পন্নতার আধার। এখানের দেহ-আকর্ষণ থেকে স্বতন্ত্রভাবে, ওখানে তনের সুস্বাস্থ্যের প্রাপ্তির আধার। অশরীরী-ভাবের স্থিতি নিরোগী-ভাব আর দীর্ঘায়ু

হওয়ার আধার স্বরূপ। এখানে নিশ্চিন্ত-বাদশাহ হওয়া জীবনের স্থিতি, ওখানের প্রতি মুহূর্ত মনের সুখ-আনন্দের জীবন প্রাপ্তির আধার হয়ে যায়। এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় -

এখানের এই অখন্ড-অটল সাধনা ওখানে অখন্ড, অটল, নিখুঁত, নির্বিঘ্ন সাধনের প্রাপ্তির আধার হয়। এখানের ছোট সংসার অর্থাৎ বাপদাদার, মাতা-পিতার এবং ভাই-বোনের এই ছোট সংসার ওখানে ছোট দুনিয়ার আধার হয়। এখানে এক মাতা-পিতার সম্বন্ধের সংস্কার ওখানেও একই বিশ্বের বিশ্ব-মহারাজা বা বিশ্ব-মহারানীকে মাতাপিতা রূপে অনুভব করায়। এখানে পরিবারের স্নেহ-ভরা সম্বন্ধ, ওখানে যদিও বা কেউ রাজা হয় বা প্রজা, কিন্তু প্রজাও নিজেকে পরিবারের অংশ মনে করে। পরিবারের মধ্যে স্নেহের নৈকট্য থাকে। যদিও প্রত্যেকের আলাদা পদ থাকে, কিন্তু স্নেহের মান থাকে, সঙ্কোচ আর ভয়ের নয়। সুতরাং ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি তো তোমরা, তাই না !

এই সব বিষয় নিজের ছবিতে চেক কর - কতখানি শ্রেষ্ঠ ছবি হয়ে প্রস্তুত হয়েছে, নাকি এখনো রেখা টেনে যাচ্ছ ? তোমরা তো বুদ্ধদার আর্টিস্ট, তাই না !

বাপদাদা এটাই দেখতে থাকেন, প্রত্যেকে কতখানি ছবি তৈরি করেছে ! তোমরা অন্যকে অভিযোগ তো করতে পারবে না যে এ' ছবিটা ঠিক করেনি, সেইজন্য এ'রকম হয়েছে ! নিজের ছবি নিজেকেই বানাতে হবে। তাছাড়া, বাপদাদার থেকে তো সব জিনিস তোমরা পেয়ে যাচ্ছ, তা'তে তো কিছু কম নেই, তাই না ? এখানেও তোমরা জিনিসপত্র কেনার খেলা শেখাও আর তারপরে সেগুলো দিয়ে নির্মাণ কর। সবকিছু নির্ভর করে কে বানাচ্ছে তার উপরে, সে যতটা চায় নিতে পারে। শুধু যে নেওয়ার সে নিতে পারে। বাদবাকি এটা তো খোলা বাজার, বাপদাদা এই হিসেব রাখেন না তোমাদের দু'টো নেওয়ার আছে নাকি চারটে ! তাইতো তোমরা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছবি বানিয়ে থাক, তাই না। সদা এটাই ভাবো যে তোমরা ভবিষ্যৎ ভাগ্যের প্রতিরূপ। এ'রকম ভেবে প্রতিটা পদক্ষেপ কর। স্নেহী হওয়ার কারণে তোমরা সহযোগীও, আর সহযোগী হওয়ার কারণে প্রত্যেক আত্মা বাবার সহযোগ লাভ করেছে। এমন নয় যে কিছু আত্মার প্রতি বেশি সহযোগ আর কিছুর প্রতি কম। না। বাবার সহযোগ প্রত্যেক আত্মার প্রতি একের রিটার্ণে পদমগ্ন তো আছেই। যারাই তোমরা সহযোগী আত্মা, তাদের সকলের বাবার সহযোগ সদাই প্রাপ্ত হয় এবং যতক্ষণ তিনি এখানে আছেন, ততক্ষণ তোমরা প্রাপ্ত করবে। যখন বাবার সহযোগ আছে তখন সব কার্য তো হয়েই আছে। এ'রকম অনুভব তোমরা করেও থাক আর এই অনুভবে এগিয়ে চলো। এটা কোনো কঠিন নয়, কারণ তোমাদের ভাগ্যের প্রাপ্তির আধার ভাগ্যবিধাতার থেকে। যেখানে ভাগ্য এবং বরদান আছে, সেখানে কঠিন কিছু হয়ই না। বুঝেছ ?

যাদের ছবি খুব ভালো হয়, অবশ্যই তারা ফার্স্ট নম্বরে আসবে। তাহলে সবাই তোমরা ফার্স্ট ডিভিশনে যাচ্ছ, তাই তো ! ফার্স্ট নম্বরে তো আসবে মাত্র একজন, কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশন তো আছে, তাই না ! তাহলে কিসের মধ্যে আসতে চাও ? ফার্স্ট ডিভিশন সবার জন্য আছে। কিছু করে নেওয়াই ভালো। বাপদাদা তো সবাইকে চাম্প দিচ্ছেন - তা' ভারতবাসী হোক বা ডবল বিদেশি, কেননা এখন রেজাল্ট তো আউট হয়নি। কখনো কখনো ভালো-ভালো'রা রেজাল্ট আউট হওয়ার আগেই আউট হয়ে যায়, তখন সেই জায়গা তোমরা তো নিতে পার, পার না ? সেইজন্য যে নিতে চাও, এখন পর্যন্ত চাম্প আছে। এরপরে তো বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হবে যে এখন জায়গা নেই। এই সীট ফুল হয়ে যাবে। সেইজন্য অনেক উঁচুতে ওড়ো। দৌড় নয় বরং ওড়ো। যারা দৌড়াবে তারা তো নীচে থেকে যাবে, যারা উড়বে তারা উড়ে যাবে, উড়ে চলো আর অন্যদের উড়িয়ে নিয়ে চলো। আচ্ছা !

চারিদিকের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিরূপ-স্বরূপ মহান আত্মাদের, সদা নিজেকে বিশ্বের আধারমূর্ত অনুভব করে এমন আত্মাদের, সদা নিজেকে প্রাপ্তিস্বরূপ অনুভূতি দ্বারা অন্যদেরও প্রাপ্তিস্বরূপ অনুভব করায় এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সদা বাবার স্নেহ আর সহযোগের পদমগ্ন অধিকার প্রাপ্তকারী পূজ্য ব্রাহ্মণ তথা দেবাত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পাটিদের সাথে পার্সোনাল সাক্ষাৎ:-

বাবার হাত সদা মস্তকের উপরেই আছে - এ'রকম অনুভব কর ? শ্রেষ্ঠ মতই শ্রেষ্ঠ হাত। সুতরাং যেখানে প্রতি কদমে বাবার হাত অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত থাকে, সেখানে শ্রেষ্ঠ মত দ্বারা শ্রেষ্ঠ কার্য আপনা থেকেই হয়ে যায়। সদা হাতের স্মৃতি দ্বারা শক্তিশালী হয়ে সামনে এগিয়ে চলো। বাবার হাত সদাই অগ্রচালিত হওয়ার অনুভব সহজভাবে করিয়ে দেয়। সেইজন্য, এই

শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে সব কার্যে এগিয়ে চলো। সদা হাত, সদা জয়।

প্রশ্ন:- সদা সহজযোগী থাকার সহজ বিধি কী ?

উত্তর:- বাবাই সংসার - এটা যদি স্মৃতিতে থাকে তো সহজযোগী হয়ে যাবে, কেননা সারাদিন সংসারের দিকেই বুদ্ধি চলে যায়। যখন বাবাই সংসার তখন বুদ্ধি আর কোথায় যাবে ? সংসারেই তো যাবে- না, জঙ্গলে তো যাবে না। সুতরাং যখন বাবাই সংসার হয়ে গেছেন তো তোমরা সহজযোগী হয়ে যাবে। নয়তো, পরিশ্রম করতে হবে - এখান থেকে বুদ্ধি সরিয়ে, তাঁর সাথে জুড়ে দাও। সদা বাবার স্নেহে যদি সমাহিত থাক তাহলে তাঁকে ভুলতে পারবে না। আচ্ছা !

অব্যক্ত বাপদাদার সাথে ডবল বিদেশি ভাই-বোনের সাক্ষাৎ:-

ডবল বিদেশিদের মধ্যে সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা ভালো, সেইজন্য বুদ্ধিও ভালো করছে। বিদেশ-সেবায় ১৪ বছরে ভালো বুদ্ধি করেছে। লৌকিক আর অলৌকিক - ডবল কার্য করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে। ডবল কার্যে সময়ও লাগাও আর বুদ্ধি ও শরীরের শক্তিও লাগাও। এও বুদ্ধির নৈপুণ্য। লৌকিক কার্য করতে করতে সেবায় এগিয়ে যাওয়া - এও মনোবলের কাজ। এমন মনোবলযুক্ত বাচ্চাদের সর্বকার্যে বাপদাদা সদা সহায়। তোমাদের যতটা মনোবল, বাবার সহায়তা তার পদমণ্ডল আছেই। কিন্তু তোমরা উভয় ভূমিকা (পার্ট) পালন করে উল্লসিত দিকে এগিয়ে যাচ্ছে - তা' দেখে বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদা সদা উৎফুল্ল হন। মায়া থেকে তো মুক্ত হয়েছ- না ? যখন যোগযুক্ত থাক তখন আপনা থেকেই মায়া থেকে মুক্ত। যদি যোগযুক্ত নও তো মায়ার থেকে মুক্তও নও। মায়ারও ব্রাহ্মণ আত্মাদের প্রিয় লাগে। যে কুস্তিগীর সে কুস্তিগীরের সঙ্গেই মজা পায়। মায়াও শক্তিশালী আর তোমরাও সর্বশক্তিমান, সুতরাং মায়ার সর্বশক্তিমানের সঙ্গেই খেলতে ভালো লাগে। এখন তো তোমরা মায়াকে ভালো ক'রে জেনে গেছ যে কখনো কখনো সে নতুন রূপে হাজির হয়। নলেজফুলের অর্থই হলো বাবাকেও জানা, রচনাকেও জানা আর মায়াকেও জানা। যদি রচয়িতা আর রচনাকে জেনে নিয়েছ কিন্তু মায়াকে না জেনেছ তাহলে নলেজফুল হতে পারবে না।

কখনও কোনও বিষয়ে তন দুর্বল হোক অথবা কাজের ভার বেশি হোক, কিন্তু মনে কখনো ক্লান্ত হয়োনা। মনের খুশিতে তনের ক্লান্তির সমাপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু মনের ক্লান্তি শরীরের ক্লান্তিকে বাড়িয়েও দেয়। মনকে কখনও শ্রান্ত হতে দিও না। যখন ক্লান্ত হয়ে পড়' তখন সেকেন্ডে বতনে চলে এসো। যদি তোমাদের মন শ্রান্তিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তাহলে ব্রাহ্মণ জীবনের উৎসাহ-উদ্দীপনা যা তোমাদের অনুভব হওয়া উচিত তা' হবে না। চলছ তো বটেই কিন্তু চালানোর মালিক চালাচ্ছেন - এ'রকম অনুভব হবে না। পরিশ্রমের দ্বারা চলছ তো পরিশ্রম অনুভব হবে, তখন ক্লান্তিও আসবে। সেইজন্য সবসময় মনে কর - 'করণকরাবনহার করেছেন, চালানোর মালিক চালাচ্ছেন।'

সময় এবং শক্তি - এই দুইয়ের অনুসারে সেবা করতে থাক। সেবা কখনো অপেক্ষায় থাকে না, আজ নয়তো কাল হতেই হবে। যদি প্রকৃত হৃদয়ে, হৃদয়ের স্নেহ থেকে যতটা সেবা করতে পার ততটা কর' তাহলে বাপদাদা কখনো দোষ দেবেন না, এতটা কাজ করেছে আর এতটা করনি ! সাধুবাদ জানাবেন। সময় অনুসারে, শক্তি অনুসারে প্রকৃত হৃদয় দিয়ে যদি সেবা করে থাক, তবে প্রকৃত হৃদয়ের প্রতি প্রভু প্রসন্ন হন। তোমার যে কাজ বাকি থেকে যাবে, বাবা কোথাও না কোথাও থেকে সম্পূর্ণ করাবেন। যে সেবা যে সময়ে হওয়ার তা' অবশ্যই হবে, বাকি থাকতে পারে না। কোনো না কোনও আত্মাকে টাচ করে বাপদাদা আপন বাচ্চাদের সহযোগী বানাবেন। যোগী বাচ্চাদের সবরকম সহযোগ সময়মতো প্রাপ্ত হয়েই যায়। কিন্তু কার প্রাপ্ত হবে ? প্রকৃত হৃদয়বান প্রকৃত সেবাধারী। বাচ্চারা, তাহলে সবাই তোমরা প্রকৃত সেবাধারী বাচ্চা হয়েছ ? প্রভু প্রসন্ন আমাদের প্রতি - এ'রকম অনুভব তো কর' তাই না। আচ্ছা !

বরদান:- এক বাবার ভালোবাসায় (লাভ) নিমজ্জিত থেকে সদা উত্তরণ কলার অনুভব ক'রে সফলতামূর্ত ভব সেবাতে কিংবা নিজের উত্তরণ কলায় সফলতার মূখ্য আধার হলো - এক বাবার সাথে অটুট ভালোবাসা। বাবা ব্যতীত অন্য কিছু যেন দৃশ্যগোচর না হয় ! সঙ্কল্পেও বাবা, বোলেও বাবা, কর্মেও বাবার সঙ্গ। এ'রকম লাভলীন অর্থাৎ একরত আত্মা একটা শব্দও যদি বলে তো তার স্নেহ বোল অন্য আত্মাদেরও স্নেহে বেঁধে দেয়। এমন একরত আত্মার এক বাবা শব্দই জাদুর কাজ করে। সে অধ্যাত্ম জাদুকর হয়ে যায়।

স্নোগান:- 'যোগী তু আত্মা' সেই হয় যে অন্তর্মুখী হয়ে লাইট মাইট রূপে স্থিত থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- পতিত-পাবন বাবার শ্রীমতানুসারে তোমরা পবিত্র হও, সেইজন্য তোমরা পবিত্র দুনিয়ার রাজত্ব প্রাপ্ত করো, নিজের মতানুসারে পবিত্র যারা হয় তাদের কোনো প্রাপ্তি নেই"

*প্রশ্নঃ - সেবায় বাচ্চাদের বিশেষভাবে কোন্ কথার উপর ধ্যান রাখা উচিত ?

*উত্তরঃ - যখন সেবায় যাও তখন ছোট-খাটো কথা(বিষয়ে) একে-অপরের প্রতি অভিমান কোরো না অর্থাৎ অসন্তুষ্ট হয়ো না। যদি একে-অপরের বিরোধিতা করো, কথা না বলো তবে ডিস-সার্ভিসের নিমিত্ত হয়ে যাও। কোনো কোন বাচ্চা তো বাবার প্রতিও অসন্তুষ্ট হয়ে যায়। উল্টোপাল্টা কাজ করতে শুরু করে। তখন এ'সমস্ত বাচ্চাদের অ্যাডপশনই বাতিল হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । পতিত-পাবন বাবা, যে বাচ্চারা পবিত্র হয় তাদের বসে বোঝান। পতিত বাচ্চারাই পবিত্রকারী বাবাকে আহ্বান করে। ড্রামার প্ল্যানও বলা হয়, রাবণ-রাজ্য হওয়ার কারণে সকল মানুষই পতিত। পতিত তাকেই বলা হয় যে বিকারে যায়। এমন অনেকেই আছে যারা বিকারে যায় না। ব্রহ্মচারী থাকে। মনে করে, আমরা নির্বিকারী, যেমন পাদ্রীরা রয়েছে, মোল্লা-কাজীরা রয়েছে, বৌদ্ধীরাও রয়েছে যারা পবিত্র থাকে। তাদের কে পবিত্র বানিয়েছে ? তারা স্বয়ং হয়েছে। দুনিয়ায় এমন অনেক ধর্মই রয়েছে যে বিকারে না যাওয়া। কিন্তু তাদের পতিত-পাবন বাবা তো পবিত্র করেন না সেইজন্য তারা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারে না। পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারে না। সন্ন্যাসীরাও ৫ বিকারকে পরিত্যাগ করে। কিন্তু তাদের সন্ন্যাসগ্রহণ কে করিয়েছে ? পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা তো সন্ন্যাস গ্রহণ করায় নি, তাই না! পতিত-পাবন বাবা ব্যতীত সফলতা আসতে পারে না। পবিত্র দুনিয়া শান্তিধামে যেতে পারে না। এখান বাবা এসে তোমাদের পবিত্র হওয়ার শ্রীমৎ দেন। সত্যযুগকে বলা হয় নির্বিকারী দুনিয়া। এতেই প্রমাণ হয়, সত্যযুগে যারা আসবে তারা অবশ্যই পবিত্র হবে। সত্যযুগেও পবিত্র ছিল, শান্তিধামেও আত্মারা পবিত্র। এই রাবণ-রাজ্যে সকলেই হলো পতিত। পুনর্জন্ম তো নিতেই হবে। সত্যযুগেও পুনর্জন্ম নেয় কিন্তু বিকারের দ্বারা নয়। ও'টা হলোই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। যদিও ত্রেতা ২ কলা কম হয়ে যায় কিন্তু বিকারী বলা যাবে না। ভগবান শ্রীরাম, ভগবতী শ্রীসীতা বলা হয়, তাই না! ১৬ কলা তারপর ১৪ কলা বলা হয়। চন্দ্রমারও এরকমই হয়, তাই না! এতেই প্রমাণিত হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা এসে পবিত্র না করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ মুক্তি-জীবনমুক্তিতে যেতে পারবে না। বাবা-ই পথ-প্রদর্শক(গাইড)। এই দুনিয়ায় পবিত্র তো অনেকেই আছে। সন্ন্যাসীদেরও পবিত্রতার কারণেই মান্যতা রয়েছে। কিন্তু বাবার মাধ্যমে তারা পবিত্র হয় না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে, আমাদের পবিত্র করেন যিনি, তিনি হলেন নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি তো স্বয়ং নিজ মতানুসারে পবিত্র হয়ে যান। তোমরা বাবার দ্বারা পবিত্র হও। পতিত-পাবন বাবার দ্বারাই পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবা বলেন -- হে বৎসগণ, কাম তোমাদের মহাশত্রু, এর উপর বিজয়প্রাপ্ত করো, পতনও এতেই হয়। এরকম কখনো লেখে না যে, আমরা ক্রোধ করেছি, তাই মুখ কালো করে ফেলেছি। কামের উদ্দেশ্যেই লেখা হয়, আমরা মুখ কালো করে ফেলেছি। পড়ে গেছি। বাচ্চারা, এ'সমস্ত কথাগুলো তোমরাই জানো, দুনিয়া জানে না। ড্রামানুসারে যারা ব্রাহ্মণ হবে, তারা আসতেই থাকবে। অন্য সংসঙ্গে তো কোনো এইম অবজেক্ট থাকে না। শিবানন্দ ইত্যাদিদের শিষ্য তো বহু আছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কেউ-কেউ সন্ন্যাস নিয়ে থাকে। গৃহস্থীরা তো নেয়ই না। এছাড়া ঘর-পরিবারের পরিত্যাগী অনেক কমই বেরোয়। সন্ন্যাসী হলেও তবুও পুনর্জন্ম নিতে হয়। শিবানন্দের উদ্দেশ্যে বলা হবে কি যে জ্যোতি মহাজ্যোতিতে সমাযিত হয়ে গেছে, না তা বলা হবে না। তোমরা বোঝ যে সকলের সঙ্গতিদাতা বাবা-ই। তিনিই গাইড। গাইড ছাড়া কেউ যেতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমাদের বাবা যেমন পিতাও, নলেজফুলও। মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সমগ্র মনুষ্য-সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ তো বীজেরই থাকবে, তাই না! ফাদার তো সকলেই বলে, তাই না! বাচ্চারা তো জানে যে আমাদের গড ফাদার একজনই তাহলে সকলের উপর কৃপাও তো সেই বাবারই পড়বে, তাই না! কত অগণিত মানুষ, কত জীব-জন্তু। ওখানে মানুষও হয় অল্প, জীব-জন্তুও অল্প। সত্যযুগে এইরকম আবর্জনা হয় না। এখানে তো অনেক প্রকারের রোগ-ব্যধি ইত্যাদির জন্ম হতেই থাকে। যার জন্য আবার নতুন ওষুধপত্র বের হতে থাকে। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে অনেক প্রকারের কারিগরি (কৌশল) বের করতেই থাকে। ও'সব হলো মানুষের কারিগরি। পারলৌকিক পিতার গুণ কি ? বাবার উদ্দেশ্যে বলা হয় -- হে পতিত-পাবন এসে আমাদের আত্মাকে পবিত্র করো, শরীরও পবিত্র, বলাও হয় পতিত-পাবন, দুঃখ-হরণকারী, সুখ প্রদানকারী, একজনকেই আহ্বান করা হয়, তাই না! আপন-আপন ভাষায় অবশ্যই স্মরণ করে। মানুষ যখন মৃত্যুমুখে থাকে তখনও ভগবানকে স্মরণ করে। মনে করে, দ্বিতীয় কোনো

আশ্রয় দেবে না সেইজন্য বলে -- গড ফাদারকে স্মরণ করো। খ্রিস্টানরাও বলবে গড ফাদারকে স্মরণ করো, এভাবে বলবে না -- খ্রাইস্টকে স্মরণ করতে। তারা জানে -- খ্রাইস্টের উপর গড ফাদার আছে। ঈশ্বর তো সকলেরই এক হবে, তাই না! বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে মৃত্যুলোক কি, অমরলোক কি! দুনিয়ায় কেউ জানে না। ওরা বলে যে স্বর্গ, নরক সব এখানেই। কেউ-কেউ মনে করে সত্যযুগ ছিল, দেবতাদের রাজ্য ছিল। এখনো পর্যন্ত কত নতুন নতুন মন্দির নির্মাণ হতেই থাকে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে বাবা ব্যতীত আর কেউই আমাদের পবিত্র করে নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা নিজেদের সুইট হোমে যাচ্ছি। বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুযোগ্য করে তুলছেন। এ'কথা স্মৃতিতে থাকা উচিত। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা তোমরা এত-এত জন্ম নিয়েছো। এখন তোমরা এসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো। পুনরায় ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হতে হবে, স্বর্গে যেতে হবে। এখন হলো সঙ্গম। বিরাক্রপে ব্রাহ্মণদের টিকি(কেশ-শিখা) প্রসিদ্ধ। হিন্দুদের চিরুণ্ড কেশ-শিখা। মানুষ তো মানুষই। খালসা(শিখ), মুসলমান ইত্যাদি এমনভাবে হয়ে যায়, জানতেও পারা যায় না যে কে? বাকি চীনারা রয়েছে, আফ্রিকান রয়েছে, ওদের বোঝা যায়। ওদের চেহারাই আলাদা। খ্রিস্টানদের ভারতের সঙ্গে কানেকশন আছে তাই তারা শিখেছে। ধর্মের কত ভ্যারাইটি রয়েছে। ওদের রীতি-রেওয়াজ, আদব-কায়দা সব আলাদা। বাচ্চারা, তোমরা এখন জ্ঞান পেয়েছো, আমরা সত্যযুগের স্থাপনা করছি। ওখানে আর কোনো ধর্ম থাকে না। এখন তো বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা সকলেই হাজির। এখন শেষে আর কোন্ ধর্ম স্থাপন করবে। হ্যাঁ, নতুন আত্মারা পবিত্র হয় সেইজন্য যে নতুন আত্মা আসে তখন সেই আত্মার কিছু না কিছু মহিমা হতে থাকবে। বিবেক বলে যে, পরে যারা আসবে তারা প্রথমে অবশ্যই অনেক সুখ প্রাপ্ত করবে। মহিমাও হবে, দুঃখও হবে। রয়েছেই এক জন্ম যেমন তোমরা সুখধামে অনেকসময় ধরে থাকো। ওরা আবার শান্তিধামে অনেকসময় ধরে থাকে। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধি হতেই থাকে। বৃষ্ণ বড় তাই না! এইসময় মানুষের সংখ্যা কত বৃদ্ধি পেতে থাকে সেইজন্য তা রোধ করার উপায় বের করতে থাকে। কিন্তু এতে কিছুই হতে পারে না। তোমরা জানো, ড্রামা প্ল্যান অনুসারে বৃদ্ধি অবশ্যই হতে হবে। নতুন পাতা আসতে থাকবে আর শাখা-প্রশাখা ইত্যাদি বের হতেই থাকবে। কত ভ্যারাইটি। এখন বাচ্চারা জানে যে আমরা আর কোনো কানেকশনে নেই। বাবাই আমাদের পবিত্র করেন আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের চক্রের সমাচার শোনান। তোমরাও ওঁনাকেই ডাকো -- হে পতিত-পাবন এসে আমাদের পবিত্র করো তাহলে পতিত দুনিয়া অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হবে। এও তো হিসেব। সত্যযুগে অল্পসংখ্যক মানুষ থাকে, কলিযুগে কত অসংখ্য মানুষ। বাচ্চারা, তোমাদেরকে বোঝাতেও তো হবে। বাবা আমাদের পড়ান, এই পুরোনো দুনিয়ার এখন বিনাশ হবে। স্থাপনা বাবা-ই করবেন। ভগবানুবাচ, আমি স্থাপনা করিয়ে থাকি। বিনাশ তো ড্রামানুসারে হয়। ভারতেই চিত্রও রয়েছে। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা মুখ-বংশীয় দেখা কত রয়েছে। ওরা হলো গর্ভজাত ব্রাহ্মণ। ওরা তো বাবাকে জানেই না। তোমাদের এখন দৃঢ়তা এসেছে। তোমরা জানো এখন কলিযুগের বিনাশ হয়ে সত্যযুগ আসবে। এ হলোই 'রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ'। এতে আহুতি পড়বে -- পুরোনো দুনিয়ার। দ্বিতীয় কোনো আহুতি নেই। বাবা বলেন -- আমি সমগ্র সৃষ্টিতেই এই রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ রচনা করেছি। সমগ্র ধরায় রচিত হয়েছে। যজ্ঞ-কুন্ড তো হয়, তাই না! এতে সমগ্র দুনিয়া স্বাহা হয়ে যাবে। যজ্ঞ-কুন্ড তৈরী করা হয়। সমগ্র এই সৃষ্টিই যজ্ঞ-কুন্ড হয়ে রয়েছে। এই যজ্ঞ-কুন্ডে কি হবে? সব এতে শেষ হয়ে যাবে। এই কুন্ড পবিত্র নতুন হয়ে যাবে, এতে পুনরায় দেবতারা আসবে। চারিদিকে সমুদ্র তো রয়েছেই, সমগ্র জগৎ নতুন হয়ে যাবে। অনেক উত্থাল-পাথাল হবে। এমন কোনো স্থান নেই যা কারোর নয়। সকলেই বলে -- এ'টা আমার। এখন 'আমার-আমার' বলা মানুষেরা সব শেষ হয়ে যাবে। বাকি আমি যাদের পবিত্র করি, সেই অল্পসংখ্যকই সমগ্র দুনিয়ায় থাকবে। সর্বপ্রথমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম হবে। যমুনা নদীর উপকণ্ঠে তাঁদের রাজ্য হবে। এ'সমস্ত কথা তোমাদের বুদ্ধিতে বসা উচিত, খুশী থাকা উচিত। মানুষ একে-অপরের কাহিনী বসে শোনাতে থাকে, তাই না! এও সত্যনারায়ণের কথা, এ হলো অসীমের। তোমাদের বুদ্ধিতেই এ'কথা রয়েছে। তাদের মধ্যেও যারা ভাল-ভাল সার্ভিসেবেল, তাদের বুদ্ধিতে ধারণা হবে, ঝুলি ভরপুর হবে, দান করতে থাকবে সেইজন্য বলা হয় ধন দান করলে ধন কম হয়ে যায় না। মনে করে, দান করলে আরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। তোমাদের এ হলো অবিনাশী ধন। এখন ধন দান করলে ধন নিঃশেষ হয়ে যাবে না, যত দান করবে ততই খুশী হবে। শোনার সময় কারো-কারোর কাঁধ যেন ঝুলতে থাকে। কেউ আবার উত্তপ্ত হয়ে বসে থাকে। বাবা কত ভাল-ভাল পয়েন্টস্ শোনান। শোনার সময় তখন কাঁধ অটোমেটিক দুলবে। এখানে বাবার সম্মুখে বাচ্চারা আসেই রিফ্রেশ হতে। বাবা কিভাবে বসে যুক্তি সহকারে পয়েন্টস্ শোনান। তোমরা জানো যে, ভারতেই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। ভারতকে স্বর্গ বলা হয়। এখন তো নরক। নরক পরিবর্তিত হয়ে স্বর্গ হবে, আর বাকি সবার বিনাশ হয়ে যাবে। তোমাদের জন্য স্বর্গ তো যেন কালকের কথা। কাল রাজ্য করতে, অন্য কেউ এ'কথা বলতে পারবে না। কথিতও রয়েছে যে, খ্রাইস্টের এত বছর পূর্বে প্যারাডাইজ (স্বর্গ) ছিল, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। দ্বাপর থেকে সব ধর্ম আসে। অতি সহজ কথা। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি তো এ'দিকে নেই যাতে বুঝতে পারে। আহ্বানও করে -- পতিত-পাবন এসো, তাহলে এসে পতিত থেকে পবিত্র তো অবশ্যই বানাবে, তাই না! এখানে তো কেউ পবিত্র হতে পারবে না। সত্যযুগকে

নির্বিকারী দুনিয়া বলা হয়। এখন হলো বিকারী দুনিয়া। মুখ্য কথাই হলো পবিত্রতার। তারজন্য তোমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়। তোমরা জানো, আজ পর্যন্ত যাকিছু অতিবাহিত হয়েছে, বলবে যে তা ড্রামা অনুসারেই হয়েছে। এতে আমরা কাউকে খারাপ-ভাল বলতে পারি না। যাকিছু হয়, তা ড্রামায় নির্ধারিত। বাবা ভবিষ্যতের জন্য বোঝান যে সেবায় এমন-এমন কর্ম করো না। নাহলে ডিস-সার্ভিস হয়ে যাবে। বাবা-ই তো বলবেন, তাই না! তোমরা পরস্পরের বিরোধী হয়ে গেছো। মনে করে আমরা বিরোধী, একে-অপরের সঙ্গে মিলিত হলে কথা বলে না তখন কাউকে কিছু বললে বিরক্ত হয়ে যায়। শিববাবাকে ভুলে যায় সে'জন্য বোঝানো হয় যে সর্বদা শিববাবাকে স্মরণ করো। বাবা বাচ্চাদের সাবধান করেন। এমন-এমন কর্ম করলে দুর্গতি হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যে নেই সেইজন্য বোঝে না। শিববাবা যাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁর উপরেও রুষ্ট হয়ে যায়। ব্রাহ্মণীর উপরেও রুষ্ট হয়ে পড়ে, এঁনার উপরেও রুষ্ট হয়। তখন আর ক্লাসে আসে না। শিববাবার প্রতি কখনও রুষ্ট হওয়া উচিত নয়, তাই না। ওঁনার মুরলীই তো পড়তে হবে। স্মরণও তাঁকেই করতে হবে। বাবা তো বলেন, তাই না -- নিজেকে আত্মা মনে করে আমায় স্মরণ করো তবেই সন্নতি হবে। দেহ-অভিমাণে এলে দেহধারীদের উপর রুষ্ট হয়ে পড়ে। উত্তরাধিকার তো দাদুর থেকে প্রাপ্ত হবে। বাবার হবে তবেই দাদুর থেকে উত্তরাধিকার পাবে। বাবাকেই ত্যাগ করে দেয় তাহলে উত্তরাধিকার কিভাবে প্রাপ্ত করবে। ব্রাহ্মণ কুল থেকে বেরিয়ে শূদ্রকুলে চলে গেছো তাই উত্তরাধিকার (প্রাপ্তি) সমাপ্ত। অ্যাডপশন বাতিল হয়ে গেছে। তবুও বুঝতে পারে না। মায়া এমন যে অত্যন্ত উত্তপ্ত করে দেয়। বাবাকে কত প্রেম-পূর্বক স্মরণ করা উচিত কিন্তু স্মরণ করেই না। আমরা শিববাবার বাচ্চা যিনি আমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। অবশ্যই ভারতেই জন্ম নেন। শিব-জয়ন্তী তো পালিত হয়, তাই না! ওয়ার্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী রিপোর্ট হবে তখন শিববাবাই সর্বপ্রথমে এসে স্বর্গের রচনা করবেন। তোমরা জানো যে আমাদের স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত হতে চলেছে। বাবা-ই এসে স্বর্গবাসী বানান। নতুন দুনিয়ার জন্য রাজযোগ শেখান। তোমরা এসে নতুন দুনিয়ায় রাজ্য পরিচালনা করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বুদ্ধি-রূপী ঝুলিতে অবিনাশী জ্ঞান-রত্ন ভরপুর করে তারপর তা দান করতে হবে। দান করলেই খুশী বজায় থাকবে। জ্ঞান-ধন বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

২) কখনও পরস্পরের প্রতি বিরূপ হয়ে বিরোধিতা করবে না। অতি প্রেম-পূর্বক বাবাকে স্মরণ করা আর মুরলী শুনতে হবে। উত্তপ্ত হবে না।

বরদান:- সদা পুণ্যের খাতা জমা করা এবং করানো মাস্টার শিক্ষক ভব
আমরা মাস্টার শিক্ষক, মাস্টার বললে বাবা স্বততঃ-ই স্মরণে আসে। রচনাকার স্মরণে এলে, স্বয়ং নিমিত্ত -- এ'কথা স্বততঃ-ই স্মৃতিতে এসে যায়। বিশেষ স্মৃতি থাকে যে আমরা পুণ্য আত্মা, পুণ্যের খাতা জমা করা এবং করানো -- এ'টাই হলো বিশেষ সেবা। পুণ্য আত্মা কখনো সঙ্কল্পমাত্রেও শতভাগের একভাগও পাপ করতে পারে না। মাস্টার শিক্ষক অর্থাৎ সদা পুণ্যের খাতা জমা করা এবং করানো, বাবার সমান।

স্নোগান:- সংগঠনের মাহাত্ম্যের জ্ঞাতা সংগঠনেই নিজেকে সুরক্ষিত অনুভব করে।

"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমরা হচ্ছে ঈশ্বরীয় সন্তান, তোমাদের প্রকৃত অর্থে রূপ-বসন্ত (জ্ঞানী, যোগী) হয়ে সবসময় মুখ দিয়ে জ্ঞান রঞ্জই বের করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের সুরজিত করে তোলার জন্য কোন সঞ্জীবনী বুটি দিয়ে থাকেন ?

*উত্তরঃ - মন্মানাভব অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। এই নেশা যেন থাকে - পরমাত্মার দ্বারা আমরা দেবতা হওয়ার জন্য অথবা রাজ্য পদ পাওয়ার জন্য এই ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করছি। এই স্মৃতিই হলো সঞ্জীবনী বুটি, যা সুরজিত করে তোলে। তাদের অবস্থা কখনও মুষড়ে পড়ে না। তারা সবসময় নিজেকে যাচাই করে অন্যদেরও সতর্ক করে দেয়।

ওম্ শান্তি । এ'হলো কলেজ তাইনা। যেমন স্কুলে যখন স্টুডেন্ট বসে মনে করে আমি টিচারের সামনে বসব। কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য বসেছে, তাও বুদ্ধিতে থাকে। সতসঙ্গ ইত্যাদি যেখানে বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি শোনানো হয়, সেখানে কোনো লক্ষ্য থাকে না। সেইসব শাস্ত্রাদি তোমাদের বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে গেছে। তোমরা জান যে আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি, ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য। স্টুডেন্ট ঘরেই বসে থাকুক বা কোথাও যাক, বুদ্ধিতে থাকে যে আমি অমুক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব। বাচ্চারা তোমরাও ক্লাসে বসে জানো যে আমরা দেবতা তৈরি হচ্ছি। তোমরাও নিজেদের বিদ্যার্থী তো মনে কর তাইনা। আমরা আত্মা, এই শরীর দ্বারা অধ্যয়ন করছি। আত্মা জানে যে এই শরীর ত্যাগ করে ভবিষ্যতে নতুন শরীর ধারণ করব, যাকে দেবতা বলা হয়। এটাতো বিকারী পতিত শরীর, আবার নতুন শরীর ধারণ করব। এই বিষয়ে এখনই জানতে পেরেছ। আমি আত্মা পড়াশোনা করছি, জ্ঞানের সাগর আমাকে পড়াচ্ছেন। এখানে তোমাদের ঘর-পরিবারের জন্য চিন্তা থাকে না। বুদ্ধিতে এটাই থাকে আমরা ভবিষ্যতে মানুষ থেকে দেবতা হতে চলেছি। দেবতারা স্বর্গে বাস করে। এটাই প্রতি মূহুর্তে মনন করলে বাচ্চাদের খুশি বৃদ্ধি পাবে আর পুরুষার্থও করবে। মন্মা-বাচা-কর্মণাও পবিত্র থাকবে। সবাইকে খুশির সন্দেশ পৌঁছে দেবে। ব্রহ্মাকুমার তো অসংখ্য। সবার স্টুডেন্টস লাইফ। এমনটা নয় যে কাজ-কারবারের মধ্যে জীবনকে ভুলে যাবে। যেমন এই মিষ্টি বিক্রেতা, মনে করবে না যে আমি স্টুডেন্ট। স্টুডেন্টকে কি কখনও মিষ্টি তৈরি করতে হয়! এখানে তোমাদের বিষয় সম্পূর্ণ আলাদা। জীবন নির্বাহের জন্য কাজকর্ম তো করতেই হবে। সাথে-সাথে বুদ্ধিতেও স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মার কাছে পড়াশোনা করছি। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া নরকবাসী হয়ে গেছে। কিন্তু এটা কেউ-ই বোঝেনা যে আমরা ভারতবাসীরা নরকবাসী, আমরা ভারতবাসীরাই স্বর্গবাসী ছিলাম। বাচ্চারা তোমাদেরও সারাদিন এই নেশা থাকে না। প্রতি মূহুর্তে ভুলে যাও। যদিও তোমরা বি.কে টিচার, শিক্ষা দিয়ে থাকো, মানুষকে দেবতা, নরকবাসীকে স্বর্গবাসী করে তুলছো, তবুও ভুলে যাও। তোমরা জান এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া আসুরিক সম্প্রদায় হয়ে গেছে। আত্মা পতিত সুতরাং শরীরও পতিত। এখন বাচ্চারা তোমাদের এই বিকারের জন্য অনুশোচনা হয়। কাম, ক্রোধ ইত্যাদি সব হীনমন্যতার বস্তু। বিকার মানেই গ্লানি নিয়ে আসা। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও ক্রোধ থাকে কেননা যেমন অল্প তেমনই মানসিক গঠন গড়ে ওঠে, গৃহস্থদের থেকেই খেয়ে থাকে। কেউ হয়তো শাকসবজি খায়না কিন্তু পয়সা তো নিয়ে থাকে না! পতিতদের প্রভাব তো তার প্রতি (টাকাপয়সা) থাকেই, তাই না! পতিতের জন্য অল্প তো পতিতই বানিয়ে থাকে। তোমরা পবিত্রতার প্রতি বিশেষ জোর দিয়ে থাকো। তোমাদের এই প্রচার বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সবাই চাইবে পবিত্র হতে, এই বিষয় অন্তর্মনে গিয়ে প্রভাব ফেলবে কেননা পবিত্র হওয়া ছাড়া স্বর্গের মালিক হতে পারব না। ধীরে-ধীরে সবার বুদ্ধিতে আসবে যে স্বর্গবাসী হতে হবে। ওরা বলবে আমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক অবশ্যই হব। এটাই কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ যখন পতিত দুনিয়া পবিত্র হয়ে ওঠে, সেইজন্যই একে পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়। এই যুগ কল্যাণকারী। মনুষ্য সৃষ্টির কল্যাণ হয়। বাবা কল্যাণকারী যখন বাচ্চাদেরও তৈরি করবেন। বাবা এসে রাজযোগ শিখিয়ে মানুষ থেকে দেবতা করে তোলেন।

তোমরা জানো এ হলো আমাদের হেড স্কুল। এখানে জীবন জীবিকার চিন্তা থাকে না। বাইরে গেলে কাজ-কারবারে লেগে পড়ে তখন আর স্মরণে থাকে না যে আমরা স্টুডেন্ট। আমরা নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হচ্ছি। এই ভাবনা বুদ্ধিতে তখনই আসে যখন অবসর হয়, চেষ্টা করে সময় বের করতে হবে। কাজকর্মের মধ্যেও কিছু সময় ফ্রি পাওয়া যায়। বুদ্ধিতে স্মরণ করতে হবে যে আমরা ঈশ্বরীয় স্টুডেন্ট। জীবিকার জন্য এই কাজ করছি। ওটা হলো মায়াবী কাজকারবার, এটাও তোমাদের জীবিকা ভবিষ্যতের জন্য যা প্রকৃত অর্থেই উপার্জন, এরজন্য খুব ভালো বুদ্ধি থাকা চাই। নিজেকে আত্মা মনে

করে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করা। বোঝাতে হবে, এখন আমরা আত্মাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। সারাদিন বিচার সাগর মন্থন করা উচিত। গরু যেমন খাবার মুখে এনে চিবোতে থাকে, তেমনই চিবোতে (মন্থন) হবে। বাচ্চারা অবিনাশী সম্পদ প্রাপ্ত করে থাকে। এ'হলো আত্মাদের ভোজন (জ্ঞান মন্থন করা)। স্মরণে থাকা উচিত যে আমরা পরমপিতা পরমাত্মা দ্বারা ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করছি— দেবতা হওয়ার জন্য, বা রাজ্য পদ পাওয়ার জন্য, এটাই স্মরণ করা উচিত। প্রতি মুহূর্তে ভুলে গিয়ে খুশির পরিবর্তে অবস্থা বিষন্ন হয়ে পড়ে। এটাই হল সঞ্জীবনী বুটি, যা নিজেদের কাছে রাখতে হবে এবং অন্যদেরও দিতে হবে, সুরজিত করে তোলার জন্য। শাস্ত্রতে তো লম্বা চওড়া কাহিনী লিখেছে। বাবা এ'সবেরই রহস্য বসে ব্যাখ্যা করেন। মন্মানাভব অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে। নিজের অন্তর্মর্মনকে জিজ্ঞাসা করতে থাকো, যাচাই করতে থাকো, অন্যদেরও সতর্ক করতে থাকো। কোনো খিটমিট হলে বুদ্ধি সেইখানেই লেগে থাকার কারণে কারো কথা ভালো লাগে না। মায়ার দিকে বুদ্ধি যুক্ত হওয়ার কারণে সেখানে উদ্বিগ্ন থাকবে। তোমরা বাচ্চাদের তো খুশি থাকা উচিত। বাবাকে স্মরণ করো, কিন্তু ঝগাটে জড়িয়ে থাকলে ঐ ওষুধ কাজে লাগবে না, ধাক্কা খেতে থাকবে। এমন করা উচিত নয়। স্টুডেন্ট কি পড়াশোনা ছেড়ে চলে যায়! তোমরা বাচ্চারা জান এই পড়াশোনা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য, এতেই আমাদের কল্যাণ হবে। বৈশ্বিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলেও কোর্স করতে হবে। এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে। এই নলেজ বুদ্ধিতে রাখতে হবে। এ'হলো সঞ্জীবনী ওষুধ। অন্যদেরও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ একে অপরকে স্মরণ করতে থাকো। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা পড়াচ্ছেন। তোমরা শিববাবার রথকে সুসজ্জিত করে তুলছ। সুতরাং শিববাবাকে তো স্মরণে থাকা উচিত। সারাদিন স্মরণে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ে। সেই অবস্থা শেষে গিয়ে হবে। যতক্ষণ কর্মজীবিত অবস্থা না হবে ততক্ষণ বলবানের সাথে প্রবলভাবে মায়া যুদ্ধ করতে থাকবে। গাওয়াও হয়ে থাকে একে অপরকে সতর্ক করে উল্লিখিত লাভ করো। অফিসাররাও ভৃত্যকে বলে থাকে আমাকে এই কথা মনে করিয়ে দিও। তোমরাও একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকো। লক্ষ্য অনেক উচ্চ। বাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা নতুন কথা কিছু শোনান না। তোমরা লক্ষ-কোটি বার এই জ্ঞান শুনেছো, আবারও শুনবে। এমন কোনো সতসঙ্গে বলে না যে আমরা কল্পে-কল্পে শুনেছি। এখন শুনছ আবারও শুনবে। কল্পে-কল্পে শুনে আসছ, এমন কথা কেউ-ই বলতে পারবে না। বাবা বোঝান তোমরা অর্ধকল্প ধরে ভক্তি করে এসেছ। এখন আবারও তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ, যার দ্বারা সঙ্গতি হয়ে থাকে। বাবাকে স্মরণ করলে পাপ নাশ হবে। এটা তো বোঝার বিষয় না! পুরুষার্থ করতে হবে। বিচারক বা কোনো বিশিষ্ট মানুষের সন্তান মন্দ কাজ করলে নাম কলঙ্কিত হয়। এখানে তোমরাও বাবার সন্তান হয়েছ সুতরাং এমন কোনো কাজ করবে না, যাতে বাবার নিন্দা হয়। সঙ্গুর নিন্দুকেরা পার পায়না অর্থাৎ উচ্চ পদ পাবে না। ঈশ্বরের সন্তান হয়ে আসুরিক কর্ম করতে ভয় পাওয়া উচিত। শ্রীমতে চলা উচিত। নিজের মতে চললে ধোঁকা থাকে, পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করতে পার, তোমার মতে ঠিক চলছ! বাবার প্রথম মত বাবাকে স্মরণ করো। কোনো বিকর্ম করবে না। কেউ-কেউ বলে বাবা কি বিকর্ম করেছে, তোমার জানা থাকলে বল। বাবা বলেন জানলে বলে দেব। এই-এই ভুল তোমার দ্বারা হয়, একেই বিকর্ম বলে। সবচেয়ে বড় বিকর্ম কাম বাসনা, এরজন্যই বেশি ঝগড়া ঝামেলা হয়ে থাকে। বাচ্চাদের সাহস থাকা উচিত, বিচার বিবেচনা করা উচিত। কুমারীদের দলবদ্ধ হওয়া উচিত, যারা বলবে আমরা বিবাহ করব না। এখন হলো কল্পের সঙ্গম যুগ, যেখানে পুরুষোত্তম হতে হবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে পুরুষোত্তম বলা হয়। বিকারগ্রস্তদের পুরুষোত্তম কি বলা যায়! তোমরা এখান পুরুষোত্তম হচ্ছ। সবারই অধিকার আছে পুরুষোত্তম হওয়ার। পুরুষোত্তম মাসে তোমরা কত সার্ভিস করতে পার। ধুমধাম সহকারে হওয়া উচিত। এই পুরুষোত্তম যুগই উত্তম যুগ, যখন মানুষ নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হয়ে ওঠে। এটা সাধারণ ব্যাপার। বাচ্চারা তোমাদের ভালো করে বোঝাতে হবে। পুরুষোত্তম হয় সত্যযুগে। কলিযুগে কেউ উত্তম পুরুষ হয়না। এ'হল পতিত দুনিয়া। ওখানে তো শুধুই পবিত্র আর পবিত্র। এসবই বাবা বাচ্চাদের বোঝান, অন্যদের বোঝানোর জন্য। সুযোগ বুঝে বোঝান উচিত। তোমরা এখানে বসেছ, বুঝেছ নিরাকার বাবা পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন, আমরা হলাম স্টুডেন্ট। এই ঈশ্বরীয় জ্ঞান অর্জন করে দেবী-দেবতা হতে চলেছি। সব পরীক্ষার থেকে বড় পরীক্ষা এই রাজত্ব প্রাপ্ত করার পরীক্ষা, যা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ পড়াতে পারে না। বাবা স্বয়ং পরোপকারী, নিজে স্বর্গের মালিক হন না। স্বর্গের প্রিন্স শ্রী কৃষ্ণই হন। বাবা নিষ্কাম সেবা করে থাকেন। তিনি বলেন আমি রাজা হই না। তোমাদের রাজারও রাজা করে তুলি। এই বিষয়গুলো কারো বুদ্ধিতেই নেই। এমন অনেকেই আছে, যদিও এখানে বিত্তশালী, ওখানে গরিব হয়ে যাবে আর যে গরিব, সে ওখানে বিত্তবান হয়ে যাবে। বিশ্বের মালিক হওয়া-এ অসীম জগতের বিষয়। গাওয়াও হয়ে থাকে — আমি তোমাদের রাজারও রাজা করে তুলি। স্বর্গের মালিকই করে তুলবে। তোমরা জান আমরা স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি সুতরাং কতখানি গর্ব হওয়া উচিত। পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন। আমরা এখন নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী দেবতা হতে চলেছি, এটাও স্মরণে থাকলে খুশির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। স্টুডেন্ট লাইফ ইজ দ্য বেস্ট। পুরুষার্থ করে তোমাদের রাজা এবং রাণী হতে হবে। এমনটা কখনোই কাউকে বলা উচিত নয় যে আমরা রাজা হয়ে

তারপর দরিদ্র হয়ে পড়ব। একথা বলা উচিত নয়। জিজ্ঞাসা করতে হবে কি হতে চাও? সবাই বলবে বিশ্বের মালিক হতে চাই। ভগবান বাবাই এমনটা বানাতে পারেন। তিনি বলেন মামেকম স্মরণ করলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে পারবে, কত সহজ বিষয়। যে কেউ-ই হতে পারে। যতই গরিব হোক না কেন, এতে পয়সার কোনো ব্যাপার নেই সেইজন্যই বাবাকে বলা হয় — গরিবের বন্ধু।

বাবাকে স্মরণ করে পাপের ঘড়া খালি করতে হবে, যে যত পুরুষার্থ করবে ততটাই প্রাপ্তি হবে। সিঁড়ির চিত্রে দেখ কতটা উচ্ছে উঠতে পেরেছে। যারা উচ্ছে উঠতে পারে তারা রাজ্যের অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করে আর যারা নীচে নেমে যায় তারা সম্পূর্ণ রূপে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। বাবা বলেন বিকারগ্রস্ত হলে, বাবাকে ত্যাগ করলে সম্পূর্ণ রূপে নীচে নেমে যায়। সুপুত্র যারা তারা পুরুষার্থ করে নিজেদের জন্ম হীরেতুল্য করে তুলবে। বাচ্চাদের যথেষ্ট পুরুষার্থ করতে হবে। এখন যে করবে সেই তার পুরস্কার লাভ করবে। সবাইকে বলা হয় মাতা-পিতাকে ফলো করো, অন্যদেরও নিজেদের মতো করে তোলা। যতো ক্ষমাশীল হবে ততই তোমাদের লাভ হবে। সময় নষ্ট করা উচিত নয়, অন্যদেরও যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে। তা নাহলে উচ্চ পদ পাবে না। শেষে গিয়ে তোমাদের অনেক সাক্ষাত্কার হবে কিন্তু ঐ সময় তোমরা কিছুই করতে পারবে না। পরীক্ষায় একবার অকৃতকার্য হওয়া মানে অসফল হওয়া। এমনটা যেন না হয় যে শেষে গিয়ে অনুতপ্ত হতে হবে। তারপর তো পুরুষার্থ করতে পারবে না সেইজন্যই যতটা সম্ভব নিজের এবং অন্যদেরও কল্যাণ করতে হবে। অন্ধের লাঠি হয়ে ওঠো। কল্প-কল্পান্তর স্বর্গের স্থাপনা করে এসেছ, অবশ্যই করবে। ড্রামায় পূর্ব নির্ধারিত, এখন যে করবে সেই পাবে। বাবার প্রিয় বাচ্চারা লুকিয়ে থাকতে পারে না। রূপ-বসন্তের মতো তাদের মুখ থেকে সবসময় জ্ঞান রক্ত বের হবে। প্রভারক (ধূতিপনা) হবে না, অন্যদের ক্ষতি করবে না। তোমাদের কেউ উল্টো-পাল্টা কথা বললে সেই ব্যক্তিকে প্রভারক মনে করে, তার থেকে সতর্ক থাকা উচিত। বাবার কাছ থেকে নিজের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে সম্পূর্ণ রূপে তৎপর থাকো। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের এবং অন্যদের কল্যাণ করতে হবে। অন্ধের লাঠি হয়ে উঠতে হবে। কেউ উল্টো কথা শোনাতে তার থেকে সাবধান হতে হবে।

২) মন্সা-বাচা-কর্মণাতে পবিত্র হতে হবে। আমরা স্টুডেন্ট, ভগবান আমাদের দেবতা করে তোলার জন্য পড়াশোনা করাচ্ছেন, এই খুশিতে থাকতে হবে।

বরদানঃ-

পাওয়ারফুল দর্পণ দ্বারা সবাইকে নিজের সাক্ষাত্কার করাতে সক্ষম সাক্ষাত্কার মূর্তি ভব যেমন আয়নার সামনে দাঁড়ালে, নিজেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। কিন্তু আয়না যদি শক্তিশালী না হয় তবে প্রকৃত রূপের পরিবর্তে অন্য রূপ ধারণ করে। যদি হয় রোগা দেখাবে মোটা। সেইজন্য তোমরা এমনই শক্তিশালী দর্পণ হয়ে ওঠো, যে সবাইকে নিজের সাক্ষাত্কার করাতে সমর্থ হবে অর্থাৎ তোমাদের সামনে এলেই দেহকে ভুলে যেন দেহী রূপে স্থিত হয়ে যায় — প্রকৃতপক্ষে এটাই হল বাস্তবিক সার্ভিস, এর দ্বারাই জয়-জয়কার হবে।

স্নোগানঃ-

ঈশ্বরীয় শিক্ষাকে স্বরূপে নিয়ে আসে যারা তারাই জ্ঞান স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ আত্মা।

"মিষ্টি বাচ্চারা — নিজের থেকে বড়দের সম্মান করা, এও দৈবীগুণ, যে খুব সচেতন এবং ভালো বোঝায়, তাকে অনুসরণ করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - সত্যযুগে কোনো ভক্তির রীতিনীতি থাকে না -- কেন ?

*উত্তরঃ - কেননা, জ্ঞানের সাগর বাবা জ্ঞান দান করে সদগতি করিয়ে দেন । ভক্তির ফলও প্রাপ্ত হয় । জ্ঞান প্রাপ্ত হলে ভক্তির সঙ্গে যেন বিচ্ছেদ হয়ে যায় । এখন যখন জ্ঞানের প্রালঙ্কার সময়, তখন ভক্তি, তপ, দান - পুণ্য করার প্রয়োজন আছে কি ! ওখানে এই ধরনের কোনো রেওয়াজ থাকে না ।

ওম্ শান্তি । পতিত-পাবন শিব ভগবান উবাচঃ । বাবা এখন বসে বাচ্চাদের জ্ঞান শোনান । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, যখন আমি আসি, তখন পতিতকে পবিত্র করার জন্য জ্ঞান শোনাই, আর কেউই এই জ্ঞান শেখাতে পারে না । তারা ভক্তিই শেখায় । জ্ঞান তোমরাই শেখো, তাই তোমরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার - কুমারী মনে করো । দিলওয়াড়া মন্দির তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে । ওখানেও মূর্তি রাজযোগের তপস্যাতেই বসে আছে । জগদম্বাও আছেন, প্রজাপিতা ব্রহ্মাও আছেন । কুমারী কন্যা আর অধর কুমারীও আছে । বাবা তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । উপরে রাজস্বের চিত্রও আছে । বাবা কোনো ভক্তি শেখান না । ভক্তিও তাঁদের করা হয়, যাঁরা শিখিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা জানেনই না যে, কে রাজযোগ শিখিয়ে রাজস্ব স্থাপন করে গেছেন । বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে, ভক্তি আলাদা জিনিস আর জ্ঞান আলাদা জিনিস । জ্ঞান কেবলমাত্র একজনই শোনান, আর কেউই তা শোনাতে পারে না । জ্ঞানের সাগর একজনই । তিনি এসেই জ্ঞানের দ্বারা পতিতকে পবিত্র বানান । আর যে সব সৎসঙ্গ আছে, সেখানে কেউই জ্ঞান শেখাতে পারে না । যদিও নিজেদের তাঁরা শ্রী শ্রী ১০৮ জগৎগুরু, ভগবানও বলে থাকে, কিন্তু এমন কেউই বলবে না যে, আমি সকলের পরমপিতা, জ্ঞানের সাগর, ওদের তো কেউ পরমপিতা বলেই না । এ তো জানেই যে, পরমপিতা হলেন পতিত পাবন । এই পয়েন্টস বুদ্ধিতে খুব ভালোভাবে রাখতে হবে । মানুষ তো বলে, এই ব্রহ্মাকুমারীরা ভক্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ করে, কিন্তু যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তখন ভক্তির সঙ্গে বিচ্ছেদ করতেই হয় । আবার এমন নয় যে, যখন ভক্তি করে, তখন জানতে পারে যে, আমরা জ্ঞানকে ডিভোর্স দিই । তা নয়, রাবণ রাজ্যে এ তো স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় । তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো যে, বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । রাজযোগ হলো জ্ঞান, একে ভক্তি বলা হবে না । ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি কখনোই ভক্তি শেখাবেন না । ভক্তির ফলই হলো জ্ঞান । জ্ঞান থেকেই সদগতি হয় । কলিযুগের অন্তিমে সবাই দুঃখী, তাই এই পুরানো দুনিয়াকে দুঃখধাম বলা হয় । এই কথা তোমরা এখন বুঝতে পারো । বাবা এসেছেন ভক্তির ফল অর্থাৎ সদগতি দান করতে । তিনি রাজযোগ শেখাচ্ছেন । এ হলো পুরানো দুনিয়া, যার বিনাশ হয়ে যাবে । নতুন দুনিয়াতে আমাদের রাজস্ব চাই । এ হলো রাজযোগের জ্ঞান । এই জ্ঞান শেখান এক পরমপিতা, পরমাত্মা শিব । কৃষ্ণকে নয়, তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় । কৃষ্ণের মহিমাই আলাদা । অবশ্যই তিনি আগের জন্মে এমনকিছু কর্তব্য করেছিলেন, যে প্রিন্স হয়েছিলেন ।

তোমরা জানো যে, আমরা রাজযোগের জ্ঞান ধারণ করে নতুন দুনিয়াতে, স্বর্গের প্রিন্স - প্রিন্সেস হবো । স্বর্গকে সদগতি আর নরককে দুর্গতি বলা হয় । আমরা নিজেদের জন্য রাজ্য স্থাপন করছি । বাকি যারা এই জ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারবে না, পবিত্র হতে পারবে না, তারা রাজধানীতে আসতে পারবে না, কেননা সত্যযুগে অনেক অল্প মানুষ থাকবে । কলিযুগের অন্তিমে এতো যে অনেক মানুষ আছে, তারা অবশ্যই মুক্তিধামে থাকবে । কেউই হারিয়ে যায় না, সবাই ঘরে ফিরে যায় । বাচ্চাদের এখন ঘরের কথা স্মরণে থাকে যে, এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । নাটক সম্পূর্ণ হয়ে যায় তোমরা অনেকবার এই চক্র সম্পূর্ণ করেছো । তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা একথা জানো । ব্রাহ্মণ তো হতেই থাকে । ১৬ হাজার ১০৮ এর মালা আছে । সত্যযুগে তো অনেকে থাকবে না । সত্যযুগের মডেল রূপও দেখানো হয় । বড় জিনিসের মডেল ছোটো হয় যেমন সোনার দ্বারকা দেখানো হয় । বলা হয় --- দ্বারকাতে কৃষ্ণের রাজ্য ছিলো । এখন দ্বারকাতে বলা হবে, নাকি দিল্লীতে বলা হবে ? যমুনার উপকণ্ঠে তো এই দিল্লীতেই আছে । ওখানে তো সাগর । বাচ্চারা তো একথা বুঝতে পারে যে, যমুনার উপকণ্ঠেই রাজধানী ছিলো । দ্বারকা রাজধানী নয় । দিল্লী হলো বিখ্যাত । যমুনা নদীও তো চাই । যমুনার মহিমা আছে । পরীস্থান দিল্লীকেই বলা হয় । বড় গদি দিল্লীতেই হবে । বাচ্চারা তো এখন বুঝতে পারে যে, ভক্তিমার্গ শেষ হয়ে এখন জ্ঞান মার্গ হয় এ এখন দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । বাবা বলেন -- ভবিষ্যতে তোমরা সব জানতে পারবে । কে

- কে কতখানি পাস করে । স্কুলেও সবাই জানতে পারে যে - অমুকে - অমুকে এতো নম্বরে পাস হয়েছে । এখন অন্য ক্লাসে যাবে । পরের দিকে বেশী করে জানা যাবে । কে কে পাস করবে, যারা ট্রান্সফার হয়ে যাবে । ক্লাস তো অনেক বড়, তাই না । এ হলো অসীম জগতের ক্লাস । সেন্টার দিন দিন বাড়তে থাকবে । কেউ কেউ গিয়ে সাত দিনের কোর্স খুব ভালোভাবে করবে । এক - দুই দিনের কোর্সও কম নয় । দেখতে পায় যে, কলিযুগের বিনাশ সামনে উপস্থিত, এখন সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা বলেছেন - আমার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ যুক্ত করো, তাহলে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে । তোমরা পবিত্র দুনিয়াতে আসবে, তোমাদের তো অবশ্যই অভিনয় করতেই হবে । ড্রামাতে যেমন পূর্ব কল্পেও অভিনয় করেছিলে । ভারতবাসীরাই রাজত্ব করতো, তারপর বুদ্ধি পেয়েছে । সৃষ্টিকর্পী এই বৃক্ষ বৃদ্ধি পেতে থাকে । ভারতবাসীরাই হলো দেবী - দেবতা ধর্মের, কিন্তু তারা পবিত্র না হওয়ার কারণে পবিত্র দেবী - দেবতাদের পূজা করে । খ্রীস্টানরা যেমন ক্রাইস্টের পূজা করে । সত্যযুগে থাকে -- আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম । বাবা সত্যযুগের স্থাপনা করেন । বরাবর সত্যযুগে এই দেবী - দেবতাদের রাজত্ব ছিলো । তাহলে অবশ্যই তারা এক জন্ম পূর্বে পুরুষার্থ করেছিলো । তাহলে অবশ্যই তা সপ্তম যুগই হবে, যখন পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে নতুন দুনিয়া হয় । কলিযুগ পরিবর্তন হয়ে সত্যযুগ আসতে হবে, তাহলে কলিযুগে সবাই পতিত থাকবে । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা যে লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র তৈরী করো বা বই ছাপাও, সেখানে লিখে দেওয়া উচিত যে, এনারা এই সহজ রাজযোগের জ্ঞানের দ্বারা পূর্ব জন্মে এই পুরুষার্থ করেছিলেন । কেবল রাজা - রানী তো হবে না । প্রজাও তো তৈরী হয়, তাই না । অজ্ঞানকালে মানুষ তো কিছুই জানে না, কেবল পূজা করতে থাকে । তোমরা এখন বুঝতে পারো, ওরা যে পূজা করে, ওরা কেবল লক্ষ্মী - নারায়ণকেই দেখতে থাকে । জ্ঞান কিছুই নেই । মানুষ মনে করে, ভক্তি ছাড়া ভগবান লাভ সম্ভব নয় । তোমরা যদি কাউকে বলো যে, ভগবান এসেছেন, তখন মানুষ তোমাদের কথা শুনে হাসতে থাকে । তারা বলে - ভগবান তো আসবেন কলিযুগের অন্তিমে, এখন কোথা থেকে এলেন ! কলিযুগের অন্তিমেও কেন বলে, তাও বুঝতে পারে না । ওরা তো কৃষ্ণকে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে । মানুষের যা মনে হয়, না বুঝেই তাই বলে দেয়, তাই বাবা বলেন, তোমরা সম্পূর্ণ অবুঝ হয়ে গেছো । বাবাকে সর্বব্যাপী বলে দেয় । ভক্তি তো বাইরে থেকে খুব সুন্দর দেখা যায় । ভক্তির কতো চমক । তোমাদের কাছে তো কোনো চমক নেই । অন্য কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদিতে যাবে তো সেখানে অবশ্যই কতো আওয়াজ হবে । তারা গান গাইবে । এখানে তো বাবা রেকর্ডও পছন্দ করেন না । পরের দিকে সম্ভবত এও বন্ধ হয়ে যাবে ।

বাবা বলেন -- আমি এই গীতের সমস্ত সার তোমাদের বুঝিয়ে বলি । তোমরা অর্থ জানো । এ হলো পড়া । বাচ্চারা জানে যে, আমরা রাজযোগ শিখছি । তোমরা যদি কম পড়ো, তাহলে প্রজাতে চলে যাবে, তাই যারা খুব সচেতন, তাদের অনুসরণ করা উচিত, কেননা তাদের পড়ার প্রতি মনোযোগ বেশী, তাই এদের থেকে লাভ হবে । যারা ভালো বোঝায় তাদের থেকে শেখা উচিত । যারা ভালো বোঝায় সেন্টারে তাদের কথা মনে করা হয়, তাই না । ব্রহ্মাকুমারী তো বসেই থাকে, তবুও বলে অমুকে এসেছেন । মনে করে এ অনেক জ্ঞানী । এমন হলে তাকে অবশ্যই সম্মান, আদরও করতে হবে । এভাবেই বড়দের সম্মান করতে হয় । ইনি জ্ঞানে আমার থেকে তীক্ষ্ণ, অবশ্যই ইনি উঁচু পদ পাবেন, এতে অহংকার আসা উচিত নয় । বড়দের অনেক সম্মান হয় । প্রেসিডেন্টের সম্মান অবশ্যই বেশী হবে । প্রত্যেকেরই নম্বর অনুযায়ী সম্মান প্রাপ্ত হয় । একে অপরের প্রতি সম্মান তো করবে, তাই না । ব্যারিস্টারদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার থাকে । বড় কেসে অনেক হুঁশিয়ার উকিল নেওয়া হয় । কেউ কেউ তো লাখ টাকার কেসও করে থাকে । নম্বরের ক্রমানুসার অবশ্যই থাকে । এতে সচেতন থাকলে সম্মান করা উচিত । সেন্টারেরও দেখভাল করতে হবে । সব কাজও করতে হবে । বাবার তো সারাদিন এই খেয়াল থাকে, তাই না কিভাবে প্রদর্শনী করতে হবে, এতে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে । আমরা তমোপ্রধান থেকে কিভাবে সতোপ্রধান হবো । বাবা আমাদের সতোপ্রধান বানাতে এসেছেন । বাবাই হলেন পতিত পাবন । এখানে আবার বলা হয় পতিত পাবনী গঙ্গা, এতে মানুষ জন্ম - জন্মান্তর ধরে স্নান করে এসেছে । কেউই তো তাতে পবিত্র হয় নি । এ সব হলো ভক্তি । যখন বলে - পতিত পাবন এসো । তিনি তো অবশ্যই সঙ্গমে আসবেন, আর তিনি একবারই আসেন । প্রত্যেকেরই নিজের - নিজের রীতি - রেওয়াজ আছে । নেপালে যেমন অষ্টমীতে বলি দেওয়া হয় । ছোটো বাচ্চার হাতে বন্দুক দিয়ে চালাতে দেওয়া হয় । তারাও বলি দেবে । বড় হলে এক কোপে বাচ্চুর কেটে ফেলবে । কেউ কম কোপ লাগালো, এক কোপে না মরলে তাকে বলি বলা হবে না, তা দেবীর কাছে অর্পণ করা যাবে না । এ সব হলো ভক্তি মার্গ । প্রত্যেকের নিজের নিজের কল্পনা আছে । এই কল্পনা অনুযায়ী অনুসরণকারী তৈরী হয়ে যায় । এখানে এ হলো নতুন কথা । এ তো বাচ্চারাও জানতে পারে । এক বাবা বসেই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান শোনান । তোমাদের এই খুশী থাকে যে, আমরা স্বদর্শন চক্রধারী, আর কেউই তা বুঝতে পারবে না । তোমাদের সভাতে আমি বলবো - সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ, স্বদর্শন চক্রধারী, এর অর্থ তোমরা বুঝতে পারবে । নতুন কেউ এলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাবে যে, এ কি বললো ? স্বদর্শন

চক্রধারী তো বিষ্ণু । এ তো নতুন বিষয়, তাই না, তাই তোমাদের জন্য বলা হয়, বাইরে ময়দানে এলে জানতে পারবে ।

তোমাদের হলো জ্ঞান মার্গ । তোমরা পাঁচ বিকারকে জয় করো । এই বিকার রূপী অসুরদের সঙ্গে তোমাদের লড়াই । এরপর তোমরা দেবতা হও, তখন আর কোনো লড়াইয়ের বিষয় থাকে না । যেখানে অসুর থাকে সেখানে দেবতারা থাকে না । তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমরাই দেবতা হবে, যারা পুরুষার্থ করছে । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন । ব্রাহ্মণ ছাড়া যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয় না । রুদ্র হলেন শিব, তাহলে কৃষ্ণের নাম কোথা থেকে এলো । তোমরা এই দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । আর তোমরা হলে কতো অল্প । পাখি সাগরের জল গিলে ফেলেছে, শাস্ত্রতে এমন দন্ত কথা কতো আছে । বাবা বলেন - এখন সেইসব ভুলে আমাকে (মামেকম) স্মরণ করো । আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে । বাবা তো একজনই, তাই না । মানুষ 'হে পরমাত্মা প্রভু' বলে থাকে, কিন্তু সেই সময় লিঙ্গও স্মরণে আসে না । কেবল 'ঈশ্বর বা প্রভু' বলে দেয় । আত্মা বাবার থেকে অর্ধেক কল্পের জন্য সুখ পেয়েছে, তাই তারা ভক্তিমার্গে স্মরণ করে । এখন তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো যে -- আত্মা কি আর পরমাত্মা কি । আমরা সমস্ত আত্মারা মূল বতনে থাকি, সেখান থেকে নম্বর অনুসারে অভিনয় করতে আসি । প্রথমে আসে দেবী - দেবতারা । মানুষ বলে থাকে যে - ক্রাইস্টের পূর্বে দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । ওরা বলে দেয়, এ হলো পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরানো জিনিস, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরানো জিনিস কিছু হতে পারে না । এই ড্রামা হলো পাঁচ হাজার বছরের । মূল্য ধর্ম হলো এটাই । এই ধর্মের যাঁরা তাঁদেরই প্রাসাদাদি থাকবে । দ্বাপরের প্রথমদিকে তো রজোগুণী বুদ্ধি ছিলো । এখন তো আরো তমোগুণী বুদ্ধি সম্পন্নরা আছে । প্রদর্শনীতে কতো বুঝিয়ে বলা হয়কিন্তু কারোর বুদ্ধিতে তো আসেই না । ব্রাহ্মণদের চারাই লাগতে হবে । তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে -- জ্ঞান আলাদা জিনিস, আর ভক্তি আলাদা জিনিস । জ্ঞানের দ্বারা সদগতি হয়, তাই বলেও থাকে, হে পতিত পাবন, এসো, আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করো । তারপর তিনি গাইড হয়ে সাথে নিয়ে যাবেন । বাবা এসে আত্মাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান । শরীর তো ব্যস, শেষ হয়ে যাবে । বিনাশ হয়ে যাবে, তাই না । শাস্ত্রে একই মহাভারতের লড়াইয়ের গায়ন আছে । এমন বলাও হয়, এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই । এ তো হতেই হবে । তোমরা সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার উপায় তো একটাই । বাবা বলেন --- আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, আর আত্মারা আমার সঙ্গে চলে যাবে । সবাইকে সন্দেশ দিতে থাকো তাহলে অনেকের কল্যাণ হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মূল্য সার:-

১) যারা এই ঈশ্বরীয় পড়া সম্বন্ধে সচেতন, খুব ভালো বুঝতে পারে -- তাদের সঙ্গ করতে হবে, তাদের সম্মান করতে হবে । কখনোই যেন অহংকার না আসে ।

২) জ্ঞানের নতুন - নতুন কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে এবং বোঝাতে হবে । এই খুশীতে থাকতে হবে যে, আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী ।

বরদান:- এক বাবার স্মরণে সদা মগ্ন থেকে একরস অবস্থা বানিয়ে সাক্ষীদ্রষ্টা ভব
এখন এমন পেপার আসবে যা সঙ্কল্প, স্বপ্নও মনে আসে নি, কিন্তু তোমাদের অভ্যাস এমন হওয়া চাই, যেমন জাগতিক ড্রামা সাক্ষী হয়ে দেখা হয়, তখন তা দুঃখদায়ক হোক বা হাসিরই হোক, অন্তর হয় না । কারোর মনোরম পার্ট হোক বা কোনো স্নেহী আত্মার গম্ভীর পার্টই হোক -- প্রতিটি পার্ট সাক্ষীদ্রষ্টা হয়ে দেখো, একরস অবস্থা যেন থাকে, কিন্তু এমন অবস্থা তখনই থাকবে, যখন সদা এক বাবার স্মরণে মগ্ন থাকবে ।

স্লোগান:- দৃঢ় নিশ্চয়ের দ্বারা নিজের ভাগ্যকে নিশ্চিত করে দাও তাহলে সদা নিশ্চিত থাকবে ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সেন্সিবল হয়েছো তাই উপার্জন করার অনেক শখ থাকা উচিত। ব্যবসা ইত্যাদি থেকে সময় বের করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলে উপার্জন হতে থাকবে”

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমরা এখন কোন্ শ্রীমৎ প্রাপ্ত করো, যা আর কখনোই প্রাপ্ত হয় না ?

*উত্তর:- ১) তোমাদেরকে এই সময় বাবা শ্রীমৎ দেন - মিষ্টি বাচ্চারা, সকালে উঠে বাবার স্মরণে বসো তাহলে সম্পূর্ণ বর্ষা প্রাপ্ত হবে। ২) গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকো, এমন শ্রীমৎ অন্য সংসঙ্গে কখনও প্রাপ্ত হয় না। সেই সব সংসঙ্গে বাবা ও বর্ষার (স্বর্গের অধিকার) ব্যাপারই নেই।

*গীত:- তুমি মাতা, তুমি পিতা....

ওম্ শান্তি । এই ভারতে বিশেষভাবে এবং সমগ্র দুনিয়ায় সাধারণভাবে অনেক রকমের সংসঙ্গ হয়। এমন কোনও সংসঙ্গ বা চার্চ বা মন্দির নেই যেখানে মানুষের বুদ্ধিতে থাকবে যে আমরা এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এখানে তোমরা বাচ্চারা বসে আছো, সব সেন্টারে নিজের অসীম জগতের পিতার স্মরণে বসে আছো - এই সঙ্কল্প নিয়ে যে, আমরা আমাদের পিতার কাছে সুখধামের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। এমনভাবে অন্য কোনও সংসঙ্গ বা চার্চে বোঝানো হয় না। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা অসীম জগতের পিতার স্মরণে বসে আছি। নতুন দুনিয়া স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করছি। সব বাচ্চারা এক পিতার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছে। অসংখ্য বাচ্চারা বুদ্ধি পেতে থাকে। সবাই শ্রীমৎ প্রাপ্ত করে, সকালে উঠে বাবাকে স্মরণ করে। আমরা বাবার কাছে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। আমরা সেই পিতার সন্তান হয়েছি। আত্মা এখন পরিচয় প্রাপ্ত করে বাবার কাছে। বাবা নির্দেশ দেন আমাকে স্মরণ করো এবং গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতন পবিত্র থাকো। সবাইকে তো এখানে এসে বসতে হবে না। স্কুলে পড়াশোনা করে নিজের বাড়িতে ফিরে যায়। প্রত্যেকটি ছাত্র ছাত্রী নিজের টিচারের কাছে উত্তরাধিকার নিতে পারে। এখানেও সেইরকম। রোজ পড়া করে ঘরে গিয়ে ব্যবসা ইত্যাদি করো। তোমরা হলে গৃহস্থী এবং স্টুডেন্টও। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। এমন কথা কোনও সল্যাসী ইত্যাদিরা বলে না। এখানে তোমরা প্রাক্টিক্যালি বসে আছো। গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র হও। পবিত্র হয়ে পরম পিতা পরমাত্মাকে কেউ আর স্মরণ করে না। যদিও গীতা পাঠ করে, শোনে কিন্তু স্মরণ তো করে না তাইনা। বলা ও করায় তফাৎ থেকে যায়। তোমরা জানো আমাদের বাবা হলেন নলেজফুল, তাঁর সম্পূর্ণ ড্রামার, চক্রের নলেজ আছে। এখন আমরাও নলেজ প্রাপ্ত করছি। এই চক্র খুবই সুন্দর। এই যুগ পুরুষোত্তম যুগ হওয়ার দরুন তোমাদের এই জন্মও হল পুরুষোত্তম। এক্সট্রা মাস থাকে তাইনা।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে, আমরা যথাযথ ভাবে বাবার কাছে পুরুষোত্তম হচ্ছি। মর্যাদা পুরুষোত্তম, আমরা পুনরায় হতে চলছি। পুনরায় ৮৪-র চক্র পরিক্রমা করা হয়, এই জ্ঞান বুদ্ধিতে আছে। অন্য কোনো সংসঙ্গে এই জ্ঞান বোঝানো হয় না। তোমরা বুঝেছো আমাদেরকে দেবতায় পরিণত হতে হবে। একমাত্র বাবা দেবতায় পরিণত করেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র দ্বারা তোমরা ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। যথাযথভাবে ব্রহ্মার দ্বারা যোগবলের আধারে এনারা এই পদমর্যাদা প্রাপ্ত করেছেন। এইরূপ বুদ্ধিতে ইমার্জ করা উচিত। ব্রহ্মা-সরস্বতী, লক্ষ্মী-নারায়ণের দুই রূপ দেখানো হয়েছে। ব্রহ্মা-সরস্বতীর প্রজাও দেখাতে হবে। প্রত্যেকটি কথা খুব ভালো ভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো। ব্রহ্মাকেও বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে দেবতা হবে। অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ বংশী সবাইকেই বললেন আমাকে স্মরণ করো। কীভাবে স্মরণ করবে, সেই কথাও বুদ্ধিতে আছে। চিত্রও সামনে রাখা আছে। এই চিত্রের দ্বারা বোঝানো খুব সহজ। বাবার পরিচয় দিতে হবে। প্রদর্শনীতেও এই কথাটি বোঝাও। তোমাদের এই দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে, সঠিকভাবে শিববাবা হলেন সকলের অসীমের পিতা। সেই অনুযায়ী আমাদের অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হওয়া উচিত। আমরা নিরাকারী আত্মারা হলাম ভাই-ভাই। যখন সাকারে আসবে তখন ভাই-বোন হবে, তখন পড়াশোনা করতে পারবে। ভাই-বোন হবে ব্রহ্মার সন্তানরা। স্বর্গের অধিকার বাবার কাছে প্রাপ্ত হয়। এই কথাটি বুদ্ধিতে বসাতে হবে। যাকেই বোঝাবে প্রথমে তাকে বাবার পরিচয় দাও। আমাদের হল ব্রাদারহুড, সর্বব্যাপী বললে ফাদারহুড হয়ে যায়। ফাদারহুড হলে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে কীভাবে। ফাদার-ফাদার বলে পতন হয়েছে। অধিকার কিছু প্রাপ্ত হয়নি। এখন ব্রাদারহুড নিশ্চয় করলেই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। অতএব সেই বিষয়ে ভালো ভাবে বোঝালে বুদ্ধিতে যে অষ্ট দেবতাদের বাস আছে (ভক্তির), সেসব বেরিয়ে যাবে। তোমরা বলো দুই পিতা আছেন। রুহানী পিতা অর্থাৎ আত্মাদের

পিতার দ্বারা সর্বের সদগতি হবে, তিনিই সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সবাই সুখী হয়ে যায়। তাঁকে বলা হয় হেভেনলি গড ফাদার, স্বর্গের রচয়িতা। প্রথমে বাবার প্রভাব বুদ্ধিতে বসাতে হবে। শিবাবা হলেন আত্মাদের পিতা অসীমের পিতা। তাঁকেই পতিত-পাবন বলা হয়। তোমরা আত্মারা হলে পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। এই নিশ্চয়কে পাকা করো। এই মুখ্য কথাটি সর্ব প্রথমে বুদ্ধিতে বসাতে হবে। এই কথা বুঝলে খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে তবেই বলবে যে আমরা বাবাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করবো। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমরা বাবাকে স্মরণ করে বিশ্বের মালিক হবো। এই খুশী থাকবে অনেক। বুদ্ধিমান যদি হয় আর বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নিশ্চয় যদি থাকে তাহলে বলবে এমন অসীমের পিতা যিনি ব্রহ্মা বাবার মধ্যে আসেন, সবচেয়ে প্রথমে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। শিবাবা, ব্রহ্মার দ্বারাই আমাদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন। তোমরা আত্মারা তো তাঁর সঙ্গে দেখা করোনি তাহলে স্মরণ করবে কীভাবে। বাচ্চারা অ্যাডপ্ট হলে তো স্মরণ করতে পারবে। অ্যাডপ্ট না হলে স্মরণে আসবে কীভাবে। প্রথমে তাঁর আপন হও। এমন পিতার সঙ্গে তো শীঘ্রাতিশীঘ্র দেখা করা উচিত। বাবাও জিজ্ঞাসা করবেন তোমরা নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করো ? আত্মারা, আমি তোমাদের পিতা। শিবাবা তোমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি আত্মার পিতা, উনি হলেন তোমারও পিতা। উনি জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের কি নিশ্চয় আছে যে, সব আত্মাদের পিতা হলেন একজনই। তিনিই স্বর্গের অধিকার প্রদান করবেন। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। কেবল তাঁকে স্মরণে রেখে অন্য সবকিছু ভুলে যেতে হবে। তোমরা আত্মারা পরমধাম ঘর থেকে অশরীরী (শরীর হীন) এসেছিলে তাইনা ! কোনও দেহ, সম্বন্ধ ছিল না। আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে, বড় হলে তবে তাকে বোঝানো হয় যে, ইনি তোমার পিতা, ইনি অমুক। আত্মা তো সব সম্বন্ধ থেকে ডিটাচ বা পৃথক। আত্মা চলে গেলে বলা হয় - তুমি মরলে তোমার জন্য দুনিয়াটাও মৃত হয়ে যায়। বন্ধনহীন হয়ে যায়। যতক্ষণ না অন্য শরীর প্রাপ্ত হচ্ছে। মাতার গর্ভে গিয়ে জন্ম নিলে, বুদ্ধিমান হবে তারপরে আসে সম্বন্ধের কথা। সুতরাং এখানেও বাচ্চারা তোমাদের বোঝাতে হবে। জীবিত অবস্থায় থেকে সবকিছু ভুলে যেতে হবে। এক মাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে - এই হল অব্যভিচারী স্মরণ। একেই যোগ বলা হয়। এখানে তো মানুষ অনেককে স্মরণ করে। তোমাদের হল অব্যভিচারী স্মরণ। আত্মা জানে যে এইসব শরীরের সম্বন্ধ গুলি সমাপ্ত হয়ে যাবে। আমাদের সম্বন্ধ একমাত্র বাবার সঙ্গে, বাবাকে যত স্মরণ করবে, বিকর্ম বিনাশ হবে। এমনও নয় কোনও আত্মীয় স্বজনকে স্মরণ করলে বিকর্ম সৃষ্টি হবে। না, বিকর্ম তখন সৃষ্টি হবে যখন কোনও ভুল কর্ম করবে। বাকি অন্য কাউকে স্মরণ করলে বিকর্ম হবে না ঠিকই, সময় নষ্ট অবশ্যই হবে। এক বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হয়। এই যুক্তি হল পাপ বিনষ্ট করার। বাকি সম্বন্ধ ইত্যাদি তো স্মরণে থাকে। জীবিকা নির্বাহ করার জন্য ব্যবসা ইত্যাদি সব করো কিন্তু যত সময় পাও বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে খাদ বেরিয়ে যাবে। এই হল মুখ্য কথা। অন্তরে এই চিন্তন করো যে, পতিত থেকে পবিত্র কীভাবে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হয়। গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতে হবে। সন্ত্যাসীরা শরীর ত্যাগ করে গৃহস্থীদের কাছেই জন্ম নেয়। এমন তো হয় না যে, তারা জন্ম জন্মান্তরের জন্য পবিত্র হয়ে যায়। পবিত্র দুনিয়া তো এখন নেই। এ হল পতিত দুনিয়া। এর থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। পতিত দুনিয়ায় থাকার দরুন কিছু খামতি তো অবশ্যই আছে। যদিও দুনিয়া আছেই দুটি। পতিত দুনিয়া ও পবিত্র দুনিয়া, পবিত্র দুনিয়ায় দেবতারা ছিল তাই বোঝানো খুব সহজ হবে। এই পতিত দুনিয়ার এখন বিনাশ হবে। বিনাশের পূর্বে অসীমের পিতার কাছে উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবা বলেন - দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং বাবাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। বাবা বলেন - তোমরা আমাকে পতিত-পাবন বলো তাইনা। গঙ্গায় ডুব দেয় এমন অনেক মানুষ আছে। এমন করে কি পবিত্র হয়ে যাবে ? প্রদর্শনীতে খুব ভালোভাবে বোঝাতে হয়। প্রজাপিতা তো এখানেই চাই। নীচে এই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তপস্যা করছে। সুতরাং এই কথা ভালো ভাবে বোঝানো উচিত। যাকেই বোঝাবে সততার সাথে বোঝাবে। মিন মিন করলে নাম বদনাম করবে। যখন দেখবে কোথাও সংশয় আছে তখন বলবে একটু অপেক্ষা করুন আমি অন্য বোনকে ডেকে আনছি। একে অপরের চেয়ে তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে তাইনা। প্রদর্শনী বা মেলায় পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত যে, সঠিকভাবে বোঝাচ্ছি কিনা। কেউ তর্ক বিতর্ক করে না তো ? গেটের সামনে পরিচিত কেউ থাকা উচিত। অনেক রকমের মানুষ আসে তাইনা। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিশ্চয়ই রিগার্ড দেবে। তফাৎ তো নিশ্চয়ই থাকবে। এতে এইরকম ভাবনা যেন না আসে যে এর প্রতি ভালোবাসা আছে, তার প্রতি নেই। দুই রকমের দৃষ্টি আছে, না। একে দ্বৈত দৃষ্টি বলা হয় না। তারা ভাববে এখানে বড় বড় ব্যক্তিদেরকে আপ্যায়ন করা হয়। সার্ভিসেবল আত্মার আদর যত্ন তো করতেই হবে তাইনা। কেউ বাড়ি বানিয়ে দিয়েছে তো তাদের অবশ্যই যত্ন নেওয়া হবে তাইনা। তোমাদের জন্যই তো বাড়ি ইত্যাদি বানানো হয়েছে। যে পরিশ্রম করে রাজা হয় তার সেবা যত্ন তো প্রজারা অটোমেটিক্যালি করবেই, তাইনা। কম পদ মর্যাদার চেয়ে, উঁচু পদ মর্যাদাধারীদের অবশ্যই আপ্যায়ন করা হবে। অসীম দুনিয়ার পিতার সন্তান হল সমগ্র দুনিয়ার আত্মারা। কিন্তু জন্ম নিয়েছে ভারতে। ভারতবাসী যারা প্রথমে উঁচুতে ছিল, এখন নীচে নেমে এসেছে। তাই বাবা বলেন আমি এসেছি পড়াতে। আমি ভারতে আসি তখন সকলের কল্যাণ হয়। ইনপার্টিকুলার, ইনজেনারেল তো হয়, তাইনা। এখন ভারতই হল নরক, পুনরায় স্বর্গে পরিণত হবে। অতএব ভারতেই তো যাবে তাইনা ! অন্যত্র গিয়ে কি

করবে। ভারতেই ভক্তি মার্গে সর্ব প্রথমে সোমনাথের বিশাল মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। যেমন বিশাল চার্চ বিদেশে তৈরি হবে কারণ পোপের দ্বারা পরিচালিত রাজত্ব। সব চার্চ গুলি একরকমের নয়। নম্বর অনুসারে তো হবেই তাইনা। সোমনাথের মন্দির অসংখ্য হীরে জহরতে ভরপুর ছিল, মুসলমান ইত্যাদি এসে লুট করেছে। ভারত অনেক বিত্তবান ছিল। চার্চ লুট করে কি প্রাপ্ত হবে। মানুষ তো ধনের জন্য ছুটে বেড়ায় তাইনা। মুহম্মদ গজনী কতো লুট করে নিয়ে গেছে। তারপরে ইংরেজরা এল, তারাও ধন পাঠিয়েছে এখান থেকে। অনেক ধন নিয়ে গেছে। এখন সেইসব তোমরা ফিরে পাচ্ছে, কোটি কোটি টাকা দিচ্ছে তারা। এইসব সময় অনুযায়ী প্রাপ্ত হচ্ছে। হিসেব সঠিক না হলে সময় অনুসারে চলবে কীভাবে। বাবা বোঝান এই ড্রামা কীভাবে রচনা হয়েছে। এই দেওয়া নেওয়ার হিসাব কীভাবে তৈরি হয়েছে। তবুও বাচ্চারা তোমাদেরকে এখন স্বর্গের মালিক হতে হবে। ওয়ার্ডের হিস্ট্রি জিওগ্রাফির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয় সেইসব বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তাও বলেন বাচ্চারা, মন্মানাভব। এই সব পুনরায় রিপিট হবে। প্রত্যেকটি জিনিস সত্য থেকে তমোপ্রধান হয়ে যাবে। দিনের বেলায় চাকরী বা ব্যবসা ইত্যাদি করো, সেই সময়টা বাদে বাকি যতখানি সময় পাবে আমাকে স্মরণ করো। ব্যবসা ইত্যাদি করাকালীনও তো কিছু সময় পাও। অনেকের এমন সার্ভিস থাকে, শুধু সিগনেচার করে, ব্যস। অনেকেই ফ্রি থাকে। তবুও রাত তো নিজের হাতে থাকে। দিনের বেলায় শরীর নির্বাহের জন্য উপার্জন করো, রাতের বেলায় আত্মিক উপার্জন করো। এই উপার্জন হল ২১ জন্মের জন্য। বলা হয় এক সেকেন্ড, আধা সেকেন্ড - যতখানি সম্ভব বাবার স্মরণে থাকো তাহলে তোমাদের অনেক উপার্জন হবে। যে সেন্সিবল হবে সে বুঝবে যে সঠিকভাবে অনেক উপার্জন করা সম্ভব। কেউ কেউ চার্টও লেখে - আমরা এতখানি সময় স্মরণ করি। অজ্ঞান অবস্থায় বা জ্ঞানহীন অবস্থায় অনেকে নিজের দিনচর্যা লেখে। তোমরাও চার্ট লিখলে অ্যাটেনশন থাকবে। কোনো সময় নষ্ট হবে না। কোনো বিকর্ম হয়নি তো। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনও দেহধারীকে স্মরণ করে নিজের সময় নষ্ট করবে না। এমন কোনো ভুল কর্ম করবে না যাতে বিকর্ম হয় ।

২) জীবিত অবস্থায় সব কিছু ভুলে এক মাত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে। শরীর নির্বাহের জন্য কর্মও করতে হবে। তার সঙ্গে সেন্সিবল হয়ে রাতে এই অবিনাশী উপার্জন করতে হবে। স্মরণের চার্ট রাখতে হবে।

বরদানঃ:- অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ হয়ে অচল-অটল ভব
যে বাচ্চারা সদা অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তিতে থাকে তারা কখনও কোনও দৃশ্য দেখে ঘাবড়ে যায় না বা অস্থির হয়ে যায় না, সদা অচল- অনড় হয়ে থাকে । কারণ অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যায়। একটু কিছু দেখে অংশ মাত্রও যদি অস্থিরতা অনুভব হয় বা মোহ উৎপন্ন হয় তবে অঙ্গদের মতন অটল অনড় বলা হবে না। অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তিতে গম্ভীর ভাবের সাথে মনোমুগ্ধকর স্থিতিও সমায়িত থাকে।

শ্লোগানঃ:- রাজ্য অধিকারী হওয়ার সাথে সাথে অসীমের বৈরাগী হয়ে থাকা, এটাই হল রাজস্বষির নিদর্শন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা আত্মিক পিতার কাছ থেকে নতুন-নতুন আধ্যাত্মিক বিষয় শুনছ, তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা যেমন নিজেদের রূপ পরিবর্তন করে এসেছি, তেমনি বাবাও এসেছেন"

- *প্রশ্নঃ - ছোট-ছোট বাচ্চারা যদি বাবার বোঝানোর প্রতি ভালোভাবে মনোযোগ দেয়, তাহলে কোন্ টাইটেল প্রাপ্ত করতে পারে ?
- *উত্তরঃ - আধ্যাত্মিক নেতার। ছোট বাচ্চারা যদি কোনো সাহসিকতার কাজ করে দেখায়, বাবার থেকে যা শোনে তার প্রতি ভালোভাবে মনোযোগ দেয় এবং অন্যদেরও বোঝায়, তাহলে সবাই তাদের খুব ভালোবাসবে। বাবার নামও মহিমান্বিত হবে।
- *গীতঃ- আকাশ সিংহাসন ত্যাগ করে নীচে নেমে এসো....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা আহ্বান করলো এবং বাবা সাড়া দিলেন - প্রকৃতপক্ষে, বাচ্চারা কি বলে ? বাবা তুমি আবার রাবণ রাজ্যে এসো। কথিত আছে যে - আবার মায়ার ছায়া পড়েছে, তাই না! মায়ী বলা হয় রাবণকে। তাই তারা আহ্বান করে যে - রাবণের রাজ্যে পরিণত হয়েছে, তাই এখন আবার এসো। এখানে রাবণের রাজ্যে অনেক দুঃখ রয়েছে। আমরা এখন অনেক দুঃখী, পাপ আত্মা হয়ে গেছি। এখন স্বয়ং বাবা এখানে উপস্থিত আছেন। বাচ্চারা জানো যে এখন আবার একই মহাভারতের যুদ্ধ হবে। বাবা জ্ঞান এবং রাজযোগ শেখাচ্ছেন। মানুষ আহ্বান করে - হে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা, নিরাকার জগৎ থেকে এসে সাকার রূপ ধারণ করো! রূপ পরিবর্তন করো। বাবা বোঝাচ্ছেন তোমরাও ওখানেই থাকো - ব্রহ্ম মহাত্ম্য অর্থাৎ নিরাকার দুনিয়াতে। তোমরাও রূপ পরিবর্তন করেছ। এটা কেউই জানে না। নিরাকার আত্মারাই এসে সাকার শরীর ধারণ করে, ওটা হলো নিরাকারী দুনিয়া। এটা হলো সাকারী দুনিয়া এবং ওটা হলো আকারী দুনিয়া। ওটা আলাদা। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা শান্তিধাম বা নির্বাণধাম থেকে আসি। বাবাকে যখন প্রথমে নতুন সৃষ্টি রচনা করতে হয় তখন সূক্ষ্মবতনকেই রচনা করবেন। সূক্ষ্মবতনে তোমরা এখন যেতে পারো, আর কখনো যেতে হয় না। শুরুতে তোমরা সূক্ষ্মবতন থেকে আসো না, সরাসরি আসো। এখন তোমরা সূক্ষ্মবতনে যাওয়া-আসা করতে পারো। পায়ে হেটে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। বাচ্চারা, তোমরা এটা দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাও। মূলবতনকেও দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পারো কিন্তু যেতে পারবে না। বৈকুণ্ঠকেও দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে দেখতে পারো কিন্তু যেতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সম্পূর্ণ পবিত্র না হও। তোমরা এরকম বলতে পারো না যে, আমরা সূক্ষ্মবতনে যেতে পারি! তোমরা দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পারো যে শিববাবা, দাদা এবং তোমরা বাচ্চারা রয়েছে। তোমরা বাচ্চারা কিভাবে নতুন নতুন আধ্যাত্মিক বিষয় শুনছ। এই বিষয়গুলো দুনিয়াতে কেউ জানে না। যদিও বলে যে ইনকরপোরিয়াল ওয়ার্ল্ড কিন্তু জানে না সেটা কেমন দেখতে। প্রথমত, আত্মকেই জানে না, তাহলে নিরাকারী দুনিয়া সম্বন্ধে কিভাবে জানবে! বাবা প্রথমে এসে আত্মার অনুভব করান। তোমরা হলে আত্মা, তোমরা রূপ পরিবর্তন করেছ অর্থাৎ নিরাকার থেকে সাকার রূপ ধারণ করেছ। এখন তোমরা বোঝ যে, তোমরা আত্মারা কিভাবে ৮৪ জন্ম অতিক্রম করো। এই সম্পূর্ণ ভূমিকা আত্মার মধ্যে রেকর্ডের মতো ভরা আছে। শুরুতে এই কথা শোনাতে। বাবা বলেন - এখন তোমাদেরকে খুব সূক্ষ্ম এবং মনোমুগ্ধকর বিষয় শোনাচ্ছি। যা তোমরা আগে জানতে না, এখন জেনেছো। নতুন-নতুন পয়েন্ট বুদ্ধিতে আসা-যাওয়া করতে থাকে এইজন্য অন্যদেরও সহজে বোঝাতে পারো। দিনে দিনে ব্রাহ্মণদের এই বৃক্ষের বৃদ্ধি হচ্ছে। এটাই আবার দেবতাদের বৃক্ষ হবে, ব্রাহ্মণরাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত করবে। দেখে কত ছোটো মনে হয়! যেমন বিশ্বের মানচিত্রে ভারতকে দেখলে কত ছোটো দেখা যায়! বাস্তবে ভারত অনেক বড়ো। সেইরকম জ্ঞানের জন্য বলা হয় - মনমনাভব অর্থাৎ অন্ধকে (বাবাকে) স্মরণ করো। বীজ কত ছোট হয় কিন্তু অনেক বড় গাছ জন্মায়। সেইরকম এই ব্রাহ্মণকুলও ছোট, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত করতে থাকে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এই সময়ে আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি এবং এরপর আবার দেবতা হব। ৮৪ জন্মের সিঁড়ির ছবি তো খুবই ভালো। বাচ্চারা বোঝাতে পারো, যারা ৮৪ জন্ম নিয়েছে তারাই বুদ্ধিতে পারো। কেউ ৮৪ জন্ম নেয়, কেউ ৮০ জন্মও নেয়! অন্তত এটা তো বুদ্ধিতে পারো আমরা এই দেবতা কুলের। আমরা সূর্যবংশীয় পরিবারে জন্ম নেব। পাশ করতে না পারলে দেরিতে আসবে। সবাই তো একসঙ্গে আসবে না। যদিও অনেকেই এই জ্ঞান গ্রহণ করে কিন্তু একসঙ্গে তো সবাই আসবে না। একসঙ্গে ফিরে যাবে এবং কয়েকজন করে আসবে - এটা বোঝার বিষয় তাই না! সবাই কিভাবে একসঙ্গে ৮৪ জন্ম নেবে ? বাবাকে আহ্বান করতে - বাবা আবার এসে গীতাজ্ঞান শোনাও। তাই দেখানো হয়, যখন মহাভারতের যুদ্ধ হয়, তখনই এসে গীতাজ্ঞান শোনান। একেই রাজযোগ বলা হয়। এখন তোমরা রাজযোগ শিখছো। প্রতি কল্পে, পাঁচ হাজার বছর পর বাবা এসে

আমাদের জ্ঞান দান করেন। আমরা সত্য-নারায়ণের কথা শুনি, তাই না! কোথা থেকে এসেছে এবং কোথায় গেছে? এটা কেউই জানে না। বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা, তোমাদের উপর রাবণের ছায়া পড়েছে, এখন ডামা অনুসারে রাবণ রাজ্যের বিনাশ হবে। সত্যযুগে ছিল রাম রাজ্য আর এখন রাবণ রাজ্য। এখন তোমরা বুঝেছ যে আমাদের মধ্যে যে জ্ঞান আছে, তা এই দুনিয়ায় কারোর মধ্যে নেই। নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য আমাদের এই পড়াশোনা একেবারে নতুন ধরনের। গীতাতে কৃষ্ণের নাম লিখেছে কিন্তু সেটা তো পুরাতন কথা। তোমরা এখন নতুন কথা শুনছ। মানুষ বলে - আমরা তো কখনো শুনিনি যে এটা শিব ভগবানুবাচ, আমরা তো কৃষ্ণ ভগবানুবাচ শুনেছিলাম। তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য সবকিছু নতুন বিষয় শুনছ। সকলেই জানে যে ভারত অতি প্রাচীন। কিন্তু কতদিন আগে থেকে ছিল, কিভাবে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব চলেছিল, সেটা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না। কি এমন হলো যাতে এদের রাজত্ব শেষ হয়ে গেল, কারা তাদেরকে পরাজিত করলো - কিছুই বোঝে না। ওরা বলে, সত্যযুগ কয়েক লক্ষ বছর ধরে ছিল। কিন্তু এটা হতেই পারে না যে লক্ষ্মী-নারায়ণ কয়েক লক্ষ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল। তাহলে তো অনেকজন সূর্য বংশের রাজা ছিলেন। কিন্তু অন্য কারোর তো নামের উল্লেখ নেই। ১২৫০ বছরের কথাই কারোর মনে নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব কতদিন ছিল সেটাই কেউ জানে না। তাহলে কেউ কিভাবে লক্ষ বছরের কথা জানবে। কারোর বুদ্ধিই কাজ করছে না। এখন তোমরা ছোটরা এগুলো ওদেরকে বোঝাতে পারবে। এগুলো আসলে খুবই সহজ। ভারতেরই কাহিনী। সত্য এবং ত্রেতাযুগে ভারতবাসীরাই রাজা ছিল। আলাদা আলাদা ছবিও রয়েছে। ওরা তো হাজার হাজার বছরের কথা বলে, কিন্তু বাবা বলেন - এটা আসলে ৫ হাজার বছরের কাহিনী। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তারপর ক্রমাগত পুনর্জন্ম নিতে হয়েছে। ছোট ছোট কন্যারা যদি বসে থেকে সামান্য কিছুও বোঝায়, তাহলেও মানুষ বুঝবে যে এরা অতি উত্তম জ্ঞানের বিষয়ে পড়াশোনা করেছে। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান কেবল আধ্যাত্মিক পিতা ছাড়া আর কারোর কাছেই নেই। তোমরা বলো যে আমাদেরকে সেই আধ্যাত্মিক পিতা এসেই এই জ্ঞান শুনিয়েছেন। আস্তা তো শরীরের দ্বারা শোনে। আস্তা-ই বলে যে আমি অমুক হব। মানুষ নিজের চেতনাকে অনুভব করে না। আমাদেরকে বাবা এসে অনুভব করিয়েছেন। আমরা আস্তারা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছি। এইসব বিষয় যদি বসে থেকে বোঝাও তাহলে মানুষ বলবে, এনাদের কাছে তো খুব ভালো জ্ঞান আছে। ঈশ্বর তো নলেজফুল। বলা হয় - ঈশ্বর হলেন নলেজফুল, ব্রিশফুল, লিট্টের, গাইড। কিন্তু তিনি আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যান, সেটা কেউ জানে না। এটাই বাচ্চারা বোঝাতে পারবে। আধ্যাত্মিক পিতা হলেন নলেজফুল, তাকে ব্রিশফুলও বলা হয়। যখন মানুষ খুব দুঃখী হয়ে যায়, তখন তিনি এসে লিবারেট (মুক্ত) করেন। এটা হলো রাবণের রাজত্ব। বলা হয় হেভেনলী গড ফাদার। যদি কাউকে এই জ্ঞান শোনাও, তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে বলবে যে এই জ্ঞান অন্যদেরকেও শোনান। কিন্তু খুব ভালোভাবে ধারণ করতে হবে। প্রদর্শনীর ছবিগুলো নিয়ে পত্রিকাও আছে। আরো ভালো করে বুঝলে, অনেক সেবা করতে পারবে।

এই কন্যাও (জয়ন্তী বোন) লন্ডনে আমাদের টিচারকে বোঝাতে পারবে। ওখানে গিয়ে এইভাবে সেবা করতে পারবে। এই দুনিয়ায় অনেক ঠকবাজ রয়েছে। রাবণ সবাইকে ঠকবাজ বানিয়ে দিয়েছে। বাচ্চারা এখন সমগ্র জগতের হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি বোঝাতে পারবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব কত বছর চলেছিল, তারপর অমুক সাল থেকে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা আসে। বুদ্ধি হতে হতে এই বিভিন্ন ধর্মের বৃক্ষ কত বড় হয়ে গেছে। অর্ধেক কল্প পরে অন্য ধর্মগুলো আসে। এইসব কথা যদি এই কন্যা শোনায়, তাহলে মানুষ বলবে, ইনি তো আধ্যাত্মিক নেতা, এনার কাছে অনেক জ্ঞান আছে। তখন এই কন্যা বলবে, এই জ্ঞান তো ইন্ডিয়াতে পাওয়া যাচ্ছে, স্বয়ং স্পিরিচুয়াল গড ফাদার দিচ্ছেন। তিনি হলেন বীজ। এটা একটা উল্টো বৃক্ষ। বীজ হলেন নলেজফুল। বীজের মধ্যে তো বৃক্ষের জ্ঞান অবশ্যই থাকবে। এটা হলো বিভিন্ন ধর্মের বৃক্ষ। এনাদের রাজত্বকেই ভারতের দিব্য ধর্ম বলা হয়। আগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব, তারপর রাম-সীতার রাজত্ব। অর্ধেক কল্প এইভাবে চলে... তারপর ইসলামীরা আসে। বৃক্ষ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। এই কন্যা গিয়ে এইভাবে ভাষণ করুক যে বৃক্ষ কিভাবে সুস্পষ্ট হয়। কিভাবে এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয়, সেটাও বোঝাতে পারে। বিদেশে তো অন্য কেউ নেই। এই কন্যা সেখানে গিয়ে বোঝাক যে এখন এই লৌহযুগের অন্তিম সময় এবং স্বর্ণযুগ আসছে। তাহলে ওরা খুব খুশি হবে। বাবা বোঝানোর যুক্তি বলে দিচ্ছেন। এর ওপর মনোযোগ দিতে হবে। ছোটদের মানুষ সম্মান করে। ছোট বাচ্চা কোনো সাহসের কাজ করলে সবাই তাকে ভালোবাসে। বাবা চান যে এইরকম ছোট ছোট কন্যারা এই বিষয়ে মনোযোগ দিলে স্পিরিচুয়াল লিডার হয়ে যাবে। স্পিরিচুয়াল গড ফাদার নিজে বসে থেকে জ্ঞান শোনান। কৃষ্ণকে গড ফাদার বলা ঠিক নয়। গড তো নিরাকার। আমরা আস্তারা সবাই ভাই ভাই। সবাই যখন লৌহযুগে দুঃখী হয়ে যায়, তখন বাবা আসেন। যখন পুনরায় লৌহযুগ হয়ে যায়, তখন স্বর্ণযুগ স্থাপন করার জন্য বাবাকে আসতে হয়। ভারতেই সুপ্রাচীন সুখধাম বা হেভেন ছিল। খুব অল্প মানুষ ছিল। বাকি সকল আস্তা কোথায় ছিল? নিশ্চয়ই শান্তিধামে ছিল। এইভাবে বোঝাতে হবে। ভয় পেলে চলবে না। এটা তো গল্পের মতো। গল্প তো খুশি হয়ে বলা হয়। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি কিভাবে পুনরাবৃত্ত হয় - এটাকে গল্পও

বলতে পারো আবার জ্ঞানও বলতে পারো। তোমাদের এটা ভালোভাবে মনে রাখা উচিত। বাবা বলেন - আমার মধ্যে সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান রয়েছে, যা এখন আমি পুনরায় শোনাচ্ছি। নলেজফুল বাবা বাচ্চাদেরকে নলেজ দিচ্ছেন। বাচ্চারা গিয়ে জ্ঞান শোনাতে তারা বলে - আপনারা অন্যদেরকেও নিয়ে আসুন। বলো - হ্যাঁ, আনতে পারি। কারণ তারা ভারতের প্রাচীন রাজযোগের বিষয়ে জানতে চায়, যার মাধ্যমে ভারত স্বর্গ হয়ে গেল - এটা বোঝানো দরকার। সল্যাসীরা আর কি শোনাবে ? আধ্যাত্মিক জ্ঞান কেবল গীতাতে আছে। তাই তারা গিয়ে শুধু গীতা পাঠ করে শোনায়ে। অনেকে গীতা পড়ে এবং শিখতে চেষ্টা করে। এটা কি আধ্যাত্মিক জ্ঞান ? এটা তো মানুষের নামের ওপরে ভিত্তি করে বানানো হয়েছে। আধ্যাত্মিক জ্ঞান মানুষ দিতে পারবে না। তোমরা এখন পার্থক্য বুঝতে পারছো - ওই গীতা এবং বাবা যে জ্ঞান শোনাচ্ছেন তার মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য রয়েছে। বাবা জ্ঞান দিয়েছিলেন কিন্তু তারা কৃষ্ণের নাম রেখে দিয়েছে। সত্যযুগে কৃষ্ণের কাছে তো এই জ্ঞান নেই। কেবল বাবা হলেন নলেজফুল। এগুলি কত জটিল বিষয়! কৃষ্ণের আত্মা যখন সত্যযুগে ছিল তখন এই জ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না। ওরা সবকিছু জটিল করে দিয়েছে। বিদেশে গিয়ে সব কিছু বর্ণনা করে বাবার নাম মহিমান্বিত করতে পারো। বক্তৃতাও দিতে পারো। বলো যে, ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি, জিওগ্রাফির নলেজ আপনাদের দিতে পারি - ঈশ্বর কিভাবে স্বর্গ স্থাপন করেন, সেই স্বর্গ কিভাবে নরকে পরিণত হয় ইত্যাদি সবকিছু আমরা আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারি। বসে বসে এইসব লেখো এবং তারপর দেখো যে কোন্ পয়েন্টটা ভুলে গেছ। তারপর ভালো করে মনে করে লেখো। এরকমভাবে প্র্যাক্টিস করলে ভালোভাবে লিখতে পারবে, ভালোভাবে বোঝাতে পারলে নাম মহিমান্বিত হবে। বাবা এখান থেকে যে কাউকে পাঠাতে পারেন বাইরে সেবা করতে। যদি কেউ গিয়ে বোঝাতে পারো, তাহলে খুব ভালো। সাত দিনেও অনেক দক্ষ হয়ে যেতে পারবে। বুদ্ধিতে বীজ এবং বৃক্ষের জ্ঞানকে ধারণ করে বিস্তারিত ভাবে বোঝাও। চিত্রের মাধ্যমে ভালোভাবে বোঝাতে পারবে। সার্ভিসের শখ থাকা উচিত। অনেক উঁচু পদমর্যাদা পেয়ে যাবে। নলেজ খুব সহজ। এটা তো পুরানো পতিত দুনিয়া, স্বর্গের সাথে তুলনা করলে এই পুরানো পৃথিবী গোবরের মতো, এর থেকে দুর্গন্ধ বেরোয়। ওটা হলো সোনার দুনিয়া আর এটা হলো গোবরের দুনিয়া। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এখন আমরা এই শরীর ত্যাগ করে প্রিন্স-প্রিন্সেস হব। এভাবেই স্কুলে পড়াশোনা করতে আসবো। সেখানেও এইরকম বিমান থাকবে কিন্তু সেগুলো সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হবে। এই খুশি বাচ্চাদের মধ্যে থাকলে কখনো কোনো বিষয়ে কান্না আসবে না। তোমরা তো বুঝতে পারো যে আমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস হব, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেন খুশি থাকবে না! ভবিষ্যতে এইরকম স্কুলে যাব, এই এই করবো। কিন্তু বাচ্চারা যে কেন ভুলে যায়, কে জানে ! অনেক নেশা হওয়া উচিত। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই পুরানো ছিঃ ছিঃ গোবরের মত দুনিয়াকে বুদ্ধি থেকে ভুলে সত্যযুগের দুনিয়াকে স্মরণ করে অসীম খুশি এবং নেশা হওয়া উচিত। কখনো কান্নাকাটি করা উচিত নয়।

২) বাবা যে সূক্ষ্ম অথচ মনোমুগ্ধকর বিষয়গুলো শোনাচ্ছেন তা ধারণ করে সবাইকে বোঝাতে হবে। আধ্যাত্মিক নেতার টাইটেল প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদানঃ:- কর্ম করার সময়ে কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত থেকে সহজযোগী স্বতঃ যোগী ভব
যে বাচ্চারা মহাবীর তাদের সাকারী দুনিয়ার কোনো আকর্ষণ নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারবে না। তারা এক সেকেন্ডে নিজেদেরকে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বাবার কাছে প্রিয় করে তুলতে পারে। ডাইরেকশন প্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যারা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অশরীরী, আত্ম-অভিমানী, বন্ধনমুক্ত, যোগযুক্ত স্থিতির অনুভব করে তারাই সহজযোগী, স্বতঃযোগী, সর্বদা যোগী, কর্মযোগী এবং শ্রেষ্ঠ যোগী। তারা যখন ইচ্ছে, যতক্ষণ ইচ্ছে নিজের সংকল্প এবং শ্বাস এক বাবার স্মরণে স্থির করতে পারে।

স্নোগানঃ:- একরস স্থিতির শ্রেষ্ঠ আসনে বিরাজমান থাকা - এটাই শ্রেষ্ঠ আত্মার লক্ষণ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- সত্য বাবা সত্য খন্ড স্থাপন করেন, তোমরা বাবার কাছে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য সত্যিকারের নলেজ শুনতে"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চাদের নিজেদের গৃহস্থ ব্যবহারে অত্যন্ত বুঝে বুঝে চলতে হবে - কেন ?

*উত্তরঃ - কেননা তোমাদের গতি এবং মতি সবার থেকে আলাদা। তোমাদের হল গুপ্ত জ্ঞান, সেইজন্য বিশাল বুদ্ধি হয়ে সকলের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। মনে মনে বুঝতে হবে আমরা সবাই হলাম ভাই - ভাই বা ভাই - বোন। বাকি এমন নয় যে স্ত্রী তার স্বামীকে বলবে যে, তুমি হলে আমার ভাই। এই রকম শুনলে লোকে বলবে এর কী হয়েছে ! যুক্তির সাথে চলতে হবে।

ওম্ শান্তি । আধ্যাত্মিক বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। রুহানী (আধ্যাত্মিক) শব্দটি না বলে কেবল বাবা বললেও বুঝতে পারা যাবে যে, ইনি হলেন বাবা। বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝান। সবাই নিজেদেরকে ভাই ভাই তো বলে, তাই বাবা বসে বোঝান বাচ্চাদেরকে। সবাইকে নিশ্চয়ই বোঝান না। গীতাএও লেখা রয়েছে - ভগবানুবাচ। কার উদ্দেশ্যে ? সকলে হল ভগবানের সন্তান । তিনি হলেন ভগবান পিতা, অতএব ভগবানের বাচ্চারা সবাই হল ব্রাদার্স। ভগবানই নিশ্চয় বুঝিয়ে থাকবেন। রাজযোগ শিখিয়ে থাকবেন। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলেছে। তোমরা ছাড়া এই রকম চিন্তা ভাবনা আর কারোরই চলতে পারে না। যাদের যাদের কাছে বার্তা পৌঁছে যেতে থাকবে, তারা তারা স্কুলে আসতে থাকবে পড়তে থাকবে। ভাববে প্রদর্শনী তো দেখলাম এখন গিয়ে আআরো একটু শুন। সর্ব প্রথমে হল মুখ্য কথা যে, জ্ঞান সাগর পতিত-পাবন, গীতা জ্ঞানদাতা শিব ভগবানুবাচ । তারা যাতে বুঝতে পারে যে এদেরকে যিনি শেখাচ্ছেন, যিনি বোঝাচ্ছেন, তিনি কে ? তিনি সুপ্রীম সোল, জ্ঞানের সাগর, তিনি নিরাকার । তিনি হলেনই ঠুথ। তিনি তো সত্যই বলবেন, ওঁনার বিষয়ে তো কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তিনি হলেন পতিত পাবন। তিনি যখন এখানে আসেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর টাইম অনুযায়ীই আসবেন। তোমরা দেখছোও যে এ হল সেই মহাভারতের যুদ্ধ। বিনাশের পরে ভাইসলেস দুনিয়া হবে। এটা মানুষ জানে না যে, ভারতই ভাইসলেস ছিল। বুদ্ধি চলে না। গোদরেজের তালা লেগে রয়েছে। তার চাবী একমাত্র বাবার কাছেই আছে। সেইজন্য এটা কারও জানা নেই যে, তোমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন। দাদা বুঝে যান, তাই তো তিনি ব্যাখ্যা করে দেন (টিকা করেন)। কেউ কিছু বললে সবার আগে তাদেরকে এটা বোঝাও - এতে লেখা আছে শিব ভগবানুবাচ। সেটা তো হলই ঠুথ। বাবা হলেনই নলেজফুল। সৃষ্টির আদি - মধ্য - অন্তের রহস্য বোঝান। এই শিক্ষা এখন তোমাদের সেই বেহদের বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়। তিনিই হলেন সৃষ্টির রচয়িতা, পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র বানান তিনিই। তাই সবার আগে বাবার পরিচয় দিতে হবে। সেই পরমপিতা পরমাত্মার সাথে আপনার সম্পর্ক কী ? তিনি নর থেকে নারায়ণ হওয়ার সত্যিকারের নলেজ দেন। বাচ্চারা জানে বাবা হলেন সত্য, তিনিই সত্য খন্ড বানান। তোমরা এখানে এসেছোই নর থেকে নারায়ণ হতে। ব্যারিস্টারের কাছে গেলে মনে করে আমরা ব্যারিস্টার হতে এসেছি। এখন তোমাদের নিশ্চয় হয়েছে যে, আমাদেরকে ভগবান পড়ান। অনেকেই নিশ্চয় করেও সংশয় বৃদ্ধি হয়ে যায়। তখন সবাই তাদেরকে বলে তুমি তো বলতে - আমাদেরকে ভগবান পড়ান। তাহলে ভগবানকে কেন ছেড়ে এলে ? সংশয় আসার ফলেই ভাগিন্দি হয়ে যায়। কোনো না কোনো বিকর্ম করে ফেলে। ভগবানুবাচ - কাম হল মহা শত্রু। তার উপরে জয় লাভ করেই জগৎজিত হবে। যে পবিত্র হবে সেই পবিত্র দুনিয়াতে যাবে । এখানে হলই রাজযোগের বিষয়, তোমরা গিয়ে রাজস্ব করবে। বাকি যে আত্মারা রয়েছে তারা তাদের হিসাব-পত্র মিটিয়ে দিয়ে ফিরে যাবে। এটা হল কয়ামতের সময়। এখন এই বুদ্ধি বলে - সত্যযুগের স্থাপনা অবশ্যই হবে। পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে বলা হয়। বাকি সবাই মুক্তিধামে চলে যাবে। তাদেরকে আবার নিজেদের পার্ট রিপট করতে হবে। তোমরাও নিজেদের পুরুষার্থ করতে থাকে। পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য । মালিক তো নিজেকে মনে করবে তাই না ? প্রজারও হল মালিক । এখন প্রজারও বলে থাকে না যে - আমাদের ভারত ? তোমার এখন বুঝতে পারো যে, এখন সবাই হল নরকবাসী। এখন আমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য রাজযোগ শিখছি। সবাই তো স্বর্গবাসী হবে না। বাবা বলেন যখন ভক্তি মার্গ সম্পূর্ণ হবে তখন আমি আসবো। আমাকেই এসে সব ভক্তদেরকে ভক্তির ফল দিতে হবে। মেজরিটি তো ভক্তদের, তাই না ! সবাই আহ্বান করে হে গড ফাদার ! ভক্তদের মুখ থেকে ও গড ফাদার, হে ভগবান - এটা অবশ্যই নির্গত হবে। ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে। তোমাদের মুখ থেকে কখনোই হে ঈশ্বর, হে ভগবান নির্গত হবে না। মানুষের তো অর্ধ কল্পের প্র্যাক্টিস হয়ে রয়েছে । তোমরা জানো যে, তিনি হলেন আত্মাদের বাবা হে বাবা ! তোমাদের বলতে হবে নাকি কখনো ! বাবার কাছ থেকে তো

তোমাদের উত্তরাধিকার নিতে হবে। আগে তো এই নিশ্চয় হোক যে, বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাবা বাচ্চাদেরকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য অধিকারী বানান। ইনি তো সত্যিকারের পিতা, তাই না ! বাবা জানেন যে, আমি যে বাচ্চাদেরকে জ্ঞান অমৃত পান করিয়েছি, জ্ঞান চিতার উপরে বসিয়ে বিশ্বের মালিক দেবতা বানিয়েছিলাম, তারাই কাম চিতার উপরে বসে ভঞ্জীভূত হয়ে গেছে। এখন আমি পুনরায় জ্ঞান চিতাতে বসিয়ে ঘোর নিদ্রা থেকে জাগিয়ে স্বর্গে নিয়ে যাই।

বাবা বুঝিয়েছেন - তোমরা আত্মারা সেখানে শান্তিধাম আর সুখধামে থাকো। সুখধামকে বলা হয় ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড, সম্পূর্ণ নির্বিকারী। ওখানে দেবতারা থাকে। আর ওটা হল সুইট হোম, আত্মাদের ঘর। সব অ্যাক্টররা সেই শান্তিধাম থেকে আসে এখানে পার্ট প্লে করতে। আমরা আত্মারা এখানকার বাসিন্দা নই। লৌকিক অ্যাক্টররা হল এখানকার বাসিন্দা। কেবল বাড়ি থেকে এসে ড্রেস পাল্টে নিয়ে পার্ট প্লে করে। তোমরা তো বুঝতে পারো যে আমাদের গৃহ হল শান্তিধাম, যেখানে আমরা আবার ফিরে যাই। যখন সব অ্যাক্টররা স্টেজে চলে আসে, তখন বাবা এসে সবাইকে নিয়ে যান। সেইজন্য তাঁকে লিবারেটর, গাইডও বলা হয়। তিনি হলেন দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। এত এত মানুষ কোথায় যাবে ? একবার ভেবে দেখো - পতিত-পাবনকে আহ্বান করে কীসের জন্য ? নিজের মৃত্যুর জন্য। দুঃখের দুনিয়াতে থাকতে চায় না। সেইজন্য বলে ঘরে নিয়ে চলো। এরা সব মুক্তিকেই মানে। ভারতের প্রাচীন যোগ কতো বিখ্যাত। বিদেশে যায় প্রাচীন রাজযোগ শেখাতে। খ্রীষ্টানদের মধ্যেও অনেকে আছে যারা সন্ন্যাসীদেরকে খুব মানে। গেরুয়াধারীদের প্রতিপালন তা হল - হঠযোগের। তোমাদেরকে ঘর পরিবার ছাড়তে হবে না। না কোনো সাদা বস্ত্র এর বন্ধন আছে। যদিও সাদা ভালো। তোমরা ভাঙিতে ছিলে লে তোমাদের পোশাকও এই রকম হয়ে গেছে। আজকাল মানুষ সাদাটাকে পছন্দ করে। মানুষ মারা গেলে সাদা কাপড় ওপরে দেয়। তো কাউকে প্রথমেই বাবার পরিচয় দেবে। দু'জন পিতা তোমাদের, এই কথাটা বুঝতে তাদের সময় লাগে। প্রদর্শনীতে এত কিছু বোঝাতে পারবে না। সত্যযুগে একজন বাবা, এই সময় তোমাদের হল তিন জন পিতা। কেননা ভগবান আসেন প্রজাপিতা ব্রহ্মার তনে। তিনিও তো বাবা সকলের। আচ্ছা, এই তিনজন বাবার মধ্যে উচ্চ বর্ষা কার ? নিরাকার বাবা উত্তরাধিকার কীভাবে দেন ? তিনি দেন ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন এবং ব্রহ্মার দ্বারা বর্ষাও দেন। এই চিত্রের দ্বারা তোমরা খুব ভালো ভাবে বোঝাতে পারো। শিববাবা রয়েছেন, তারপরে হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা আদি দেব, আদি দেবী। ইনি হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। বাবা বলেন আমাকে অর্থাৎ শিবকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হবে না। আমি হলাম সবার বাবা। ইনি হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা হলে ভাই - বোন, নিজেদের মধ্যে ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট করতে পারো না। যদি উভয়ের মধ্যে বিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে, তাহলে হোচটে খেয়ে পড়ে, বাবাকে ভুলে যায়। বাবা বলেন, তুমি আমার সন্তান হয়ে নিজের মুখে কালি দিয়ে থাকো। বেহদের বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তোমাদের এই নেশা চড়ে রয়েছে। তোমরা জানো যে, গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। লৌকিক আত্মীয় পরিজনদের প্রতিও কর্তব্য পালন করতে হবে। লৌকিক বাবাকে তো তোমরা বাবাই বলবে, তাই না ! বুদ্ধিতে থাকে যে, ইনি আমার লৌকিক পিতা। এই জ্ঞান তৈরি হয়েছে। এই জ্ঞান বড়ই বিচিত্র। আজকাল তো আবার নামও নিয়ে থাকে। কিন্তু কোনো ভিসিটর বা বাইরের লোকের সামনে ভাই বলে ডাকে, তবে লোকে বলবে এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। যুক্তির সাথে চলতে হবে। তোমাদের হল গুপ্ত জ্ঞান, গুপ্ত সম্বন্ধ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্ত্রীরা স্বামীর নাম নেয় না। স্বামী, স্ত্রীর নাম নিতে পারে। এ বিষয়ে অত্যন্ত যুক্তির সাথে চলতে হবে। লৌকিকের সাথে কর্তব্যের জন্য সম্বন্ধ রেখে চলতে হবে। বুদ্ধি চলে যাওয়া উচিত উপরে। আমরা বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছি। বাকি কাকাকে কাকা, বাবাকে বাবা তো বলতেই হবে। যারা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী নয়, তারা ভাই - বোন বুঝবে না। যারা বি. কে. হয়েছে, তারাই এই বিষয়টিকে বুঝবে। বাইরের লোকেরা তো আগেই চমকে যাবে। এতে বোঝার জন্য খুব ভালো বুদ্ধি চাই। বাবা তো বাচ্চাদেরকে বিশালবুদ্ধির বানাচ্ছেন। তোমরা আগে অসীমের বুদ্ধির ছিলে। এখন বুদ্ধি চলে যায় অসীমের বাবার কাছে। তিনি হলেন আমাদের অসীমের বাবা। এরা সবাই হল আমার ভাই-বোন। কিন্তু বাড়িতে শাশুড়িকে শাশুড়িই বলবে, দিদি বা বোন বলবে নাকি ! বাড়িতে যারা থাকে তাদের অত্যন্ত যুক্তির সাথে চলতে হবে। নাহলে লোকে বলবে এরা তো স্বামীকে ভাই, শাশুড়িকে বোন বলে, এটা কী ! এই জ্ঞানের কথা গুলিকে তোমরাই জানো আর কেউই জানে না। বলে না - প্রভু তোমার গতি আর মতি তুমিই জানো। এখন তোমরা ঠান্ডা সন্তান হচ্ছে, সুতরাং তোমাদের গতি আর মতিও তোমরা জানো। খুবই সতর্কতার সাথে চলতে হয়। কেউ যেন কোনো ভাবেই হতাশ হয়ে পড়ে না। অতএব প্রদর্শনীতে তোমরা বাচ্চারা সবার আগে বোঝাতে হবে যে, আমাদেরকে পড়াচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এখন তোমরা বলো ভগবান কে ? নিরাকার শিব নাকি দেহধারী শ্রীকৃষ্ণ। গীতাতে যে ভগবানুবাচ রয়েছে, তা শিব পরমাত্মার উচ্চারিত মহাবাক্য নাকি শ্রীকৃষ্ণের ? কৃষ্ণ তো হলেন স্বর্গের প্রথম প্রিন্স। এমন বলতে পারবে না যে, কৃষ্ণ জয়ন্তীই শিব জয়ন্তী। শিব জয়ন্তীর পরে গীতা জয়ন্তী, তারপর সাথে সাথে কৃষ্ণ জয়ন্তী, কারণ বাবা রাজযোগ শেখান। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এসেছে না ! যতক্ষণ পর্যন্ত

না পরমাত্মা আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত শিব জয়ন্তী উদযাপন করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত শিব এসে কৃষ্ণপুরী স্থাপন করছেন তাহলে কৃষ্ণ জয়ন্তী কীকরে পালন করা যাবে ? কৃষ্ণের জন্ম তো পালন করে, কিন্তু কিছুই বোঝে না। কৃষ্ণ প্রিন্স ছিলেন, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা সত্যযুগই হবে, তাই না ! দেবী-দেবতাদের রাজধানী অবশ্যই হবে। শুধুমাত্র এক কৃষ্ণই তো বাদশাহী পাবে না ? বলেও থাকে কৃষ্ণপুরী...আর তারপর এটা হল কংস পুরী । কৃষ্ণপুরী হল নতুন দুনিয়া, কংস পুরী হল পুরানো দুনিয়া....। বলা হয় দেবতা আর অসুরদের যুদ্ধ হয়েছিল। দেবতারা জিতেছিল। কিন্তু এমন নয়। কংস পুরী শেষ হয়ে কৃষ্ণপুরী স্থাপন হয়েছিল। কংস পুরী পুরানো দুনিয়াতে হবে। নতুন দুনিয়াতে কি কখনো কংস দৈত্য ইত্যাদি হবে নাকি ! এখানে তো দেখা কতো কতো মানুষ। সত্যযুগে খুব অল্প থাকে। এও তোমরা এখন বুঝতে পারো। এখন তোমাদের বুদ্ধি চলে। দেবতারা তো কোনো যুদ্ধ করেনি, দৈবী সম্প্রদায় সত্যযুগেই হয়ে থাকে। আসুরিক সম্প্রদায় হল এখানে। বাকি না দেবতা আর অসুরদের যুদ্ধ হয়েছিল, না কৌরব আর পাণ্ডবদের হয়েছিল। তোমরা রাবণের ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করে থাকো। বাবা বলেন, এই বিকার গুলির ওপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে, তবেই জগৎজিত হয়ে যাবে । রাবণের ওপরে বিজয় লাভ করতে হবে, কিন্তু নন-ভায়োলেঞ্চ উপায়ে। কেবল বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত।

বাবা বলেন - আমার সাথে বুদ্ধির যোগ লাগাও, তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হবে । বাবা হলেন পতিত-পাবন, তাহলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাবে । এখন তোমরা প্র্যাক্টিক্যালি তাঁর সাথে যোগ যুক্ত হচ্ছে, এতে যুদ্ধের কোনো ব্যাপারই নেই। যারা খুব ভালো ভাবে পড়াশোনা করবে, বাবার সাথে যোগ যুক্ত থাকবে, তারাই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে - পূর্ব কল্পের মতোই । এই পুরানো দুনিয়ার বিনাশও হবে। সবাই তাদের হিসাব-পত্র মিটিয়েই যাবে । তারপর ক্লাস ট্রান্সফার হয়ে নম্বর অনুযায়ী বসবে, তাই না ? তোমরাও নম্বরানুসারে সেখানে রাজত্ব করবে। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই কয়ামতের সময় যখন কিনা সত্যযুগে স্থাপনা হচ্ছে, তাহলে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বাবা এবং বাবার কার্যে কখনোই সংশয় আনবে না।

২) জ্ঞান এবং সম্বন্ধ হল গুপ্ত, সেইজন্য লৌকিকে খুবই যুক্তির সাথে বিশালবুদ্ধি হয়ে চলতে হবে। এমন কোনো কথা বলবে না, যাতে যে শুনছে সে বিরূপ হয়ে যায়।

বরদানঃ:- মনমত, পরমতকে সমাপ্ত করে শ্রীমত অনুসারে পদ্ম গুণ উপার্জন সঞ্চয়কারী পদমাপদম ভাগ্যশালী ভব শ্রীমৎ অনুসারে যে চলবে, তার একটি সংকলণ মনমত অথবা পরমত অনুযায়ী করতে পারবে না। স্থিতির স্পীড যদি তীর না হয়, তবে অবশ্যই কিছু না কিছু শ্রীমতে মনমত অথবা পরমত মিশ্র রয়েছে। মনমত অর্থাৎ অল্পজ্ঞ আত্মার সংস্কার অনুসারে যে সংকল্প উৎপন্ন হয়, তা স্থিতিকে বিচলিত করে দেয়। সেইজন্য চেক করো আর করাও, একটি কদমও বিনা শ্রীমতে যাতে না হয়। তবেই পদমগুণ উপার্জন জমা করে পদমাপদম ভাগ্যশালী হতে পারবে।

স্নোগানঃ:- মনে সকলের জন্য কল্যাণের ভাবনা বজায় থাকবে - এটাই হল কল্যাণকারী আত্মার কর্তব্য ।

কয়ামত = ইসলামী মতে আল্লাহ প্রলয়ের সময় সবাইকে কবর থেকে পুনরুত্থিত করে বিচার করেন।

"স্মরণে রমণীয়তা আনয়নের যুক্তিগুলি"

আজ বিধাতা, বরদাতা বাপদাদা তাঁর মাস্টার বিধাতা, বরদাতা বাচ্চাদেরকে দেখছেন। এক একজন বাচ্চা বিধাতাও হয়েছে তো বরদাতাও হয়েছে। এর সাথে সাথে বাপদাদা দেখছিলেন যে, বাচ্চাদের পদমর্যাদা কতো মহান, এই সঙ্গমযুগের ব্রাহ্মণ জীবনের কতখানি মহত্ব ! বিধাতা, বরদাতার সাথে বিধি-বিধাতাও হলে তোমরা ব্রাহ্মণরা। তোমাদের প্রতিটি বিধি সত্যযুগে কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায় - সে'কথা তো আগেই বলেছি। এই সময়ের প্রতিটি কর্মের বিধি ভবিষ্যতে প্রচলিত হয়ে যায়, কিন্তু দ্বাপরের পরেও ভক্তি মার্গে এই সময়ের শ্রেষ্ঠ কর্মের বিধি ভক্তি মার্গের বিধি হয়ে যায়। অতএব পূজ্য রূপেও এই সময়ের বিধি জীবনের শ্রেষ্ঠ বিধাতার রূপে চলতে থাকে আর পূজারী মার্গ অর্থাৎ ভক্তি মার্গেও তোমাদের প্রতিটি বিধি এবং রীতিতে চলে আসছে। সুতরাং তোমরা হলে বিধাতা, বরদাতা আর বিধি-বিধাতাও।

তোমাদের মূল সিদ্ধান্ত (নীতি) সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ার সাধন হয়ে যায়। যেমন মূল সিদ্ধান্ত - "বাবা এক। ধর্ম-আত্মারা, মহান-আত্মারা অনেক, কিন্তু পরম-আত্মা হলেন এক।" এই মূল সিদ্ধান্তের দ্বারা অর্ধ কল্প তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের এক বাবার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া অবিনাশী সম্পদের উত্তরাধিকার সিদ্ধির রূপে প্রাপ্ত হয়। প্রালব্ধ লাভ করা অর্থাৎ সিদ্ধি স্বরূপ হওয়া। কারণ এক বাবা, বাকি মহান আত্মারা বা ধর্ম আত্মারা- বাবা নয়, তারা হল ভাই-ভাই। উত্তরাধিকার বাবার থেকে পাওয়া যায়, ভাই এর থেকে নয়। তো এই মূল সিদ্ধান্তের দ্বারা অর্ধ কল্প তোমাদের সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে আর ভক্তিতেও 'গড ইজ ওয়ান' - এই সিদ্ধান্ত সিদ্ধি প্রাপ্ত করবার আধার হয়ে যায়। ভক্তির আদি আধারও একমাত্র বাবার 'শিবলিঙ্গ' রূপেই আরম্ভ হয়, যাকে বলা হয় - 'অব্যভিচারী ভক্তি'। সুতরাং ভক্তিমার্গেও এই একটি সিদ্ধান্তের দ্বারাই সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় যে, 'বাবা হলেন এক'। ঠিক সেইরকমই তোমাদের যে যে মূল সিদ্ধান্ত, সেই এক একটি সিদ্ধান্তের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। যেমন এই জীবনের মূল সিদ্ধান্ত হল 'পবিত্রতা'। এই পবিত্রতার সিদ্ধান্তের দ্বারা তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ভবিষ্যতে সিদ্ধি স্বরূপের রূপে লাইটের মুকুট সদাই প্রাপ্ত হয়ে থাকে। যার স্মরণিক হিসাবে দ্বি-মুকুট দেখানো হয় আর ভক্তিতেও যখনই যথার্থ আর অন্তর থেকে ভক্তি করবে তখনও সিদ্ধান্ত বা নীতিকেই মূল আধার মনে করবে এবং তারা মনে করে যে, পবিত্রতা ছাড়া ভক্তির সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হতে পারে না। অল্প কালের জন্য হলেও, যত সময় ধরে ভক্তি করবে, তত সময়ই পবিত্রতাকে গ্রহণ করে চলবে। 'পবিত্রতাই হল সিদ্ধি লাভের উপায়' - এই সিদ্ধান্ত বা নীতিকে গ্রহণ অবশ্যই করে। এইভাবে প্রতিটি জ্ঞানের সিদ্ধান্ত বা ধারণার মূল সিদ্ধান্তকে বুদ্ধি দিয়ে ভাবো যে, প্রতিটি সিদ্ধান্ত সিদ্ধির উপায় কীভাবে হয়ে থাকে ? এই মনন করবার কাজ তোমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে। যেমন দৃষ্টান্ত গুলির কথা বলা হল, সেই ভাবে ভাববে।

সুতরাং তোমরা বিধি-বিধাতাও হয়ে থাকো, সিদ্ধি-দাতাও হয়ে থাকো। সেইজন্য আজ পর্যন্ত যে ভক্তের যে যে সিদ্ধি চাই, তারা নানান দেবতাদের দ্বারা নানান সিদ্ধি প্রাপ্ত করবার জন্য, সেই সেই দেবতাদের পূজা করে। তো সিদ্ধি-দাতা বাবার দ্বারা তোমরাও সিদ্ধি-দাতা হয়ে যাও - এই রকম নিজেদেরকে মনে করো তো না ? যার নিজের সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে গেছে, সে-ই অন্যদেরকেও সিদ্ধি প্রাপ্ত করানোর নিমিত্ত হতে পারে। সিদ্ধি খারাপ জিনিস নয়। কেননা তোমাদের তো রিদ্ধি-সিদ্ধি নয়। রিদ্ধি-সিদ্ধি স্বল্পকালীন সময়ের জন্য ক্রিয়াশীল (তার প্রভাব) থাকে। কিন্তু তোমাদের হল যথার্থ বিধির দ্বারা সিদ্ধি। ঈশ্বরীয় বিধির দ্বারা যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে, সেই সিদ্ধিও হল ঈশ্বরীয় সিদ্ধি। যেমন ঈশ্বর হলেন অবিনাশী, অতএব ঈশ্বরীয় বিধি আর সিদ্ধিও অবিনাশী। রিদ্ধি-সিদ্ধি যারা দেখায় তারা নিজেরাও হল অল্পজ্ঞ আত্মা, তাদের সিদ্ধিও হল অল্প কালের। কিন্তু তোমাদের সিদ্ধি, সিদ্ধান্তের বিধির দ্বারা সিদ্ধি। সেইজন্য অর্ধ কল্প তোমরা স্বয়ং সিদ্ধিস্বরূপ হয়ে যাও আর অর্ধ কল্প তোমাদের সিদ্ধান্তের দ্বারা ভক্ত আত্মারা যথা-শক্তি, তথা-ফলের প্রাপ্তি বা সিদ্ধির প্রাপ্তি করে আসতে থাকে। কেননা ভক্তির শক্তিও সময়ের সাথে সাথে কম হয়ে আসতে থাকে। সত্যোপধান ভক্তির শক্তি, ভক্ত আত্মাদেরকে সিদ্ধির অনুভূতি আজকালকার ভক্তদের থেকে অধিক করিয়ে থাকে। এই সময়ের ভক্তি তমোপ্রধান ভক্তি হওয়ার কারণে না যথার্থ সিদ্ধান্ত রয়েছে না সিদ্ধি রয়েছে।

সুতরাং এতখানি নেশা কি তোমাদের থাকে যে, আমরা কে ? সদা এই শ্রেষ্ঠ স্বমানের স্থিতির সীটে সেট থাকো ? কতখানি উঁচু সিট ! যখন এই স্থিতির সিটে সেট থাকো, তবে বার বার আপসেট (অস্থির) হবে না। এই পজিশন আছে তো ? কত

বড় পজিশন এটা - বিধি-বিধাতা, সিদ্ধি-দাতা ! তো যখন পজিশনে স্থিত হবে তো মায়া অপজিশন করবে না। সদাই সেফ থাকবে। আপসেট হওয়ার কারণই হল এটা যে, নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতির সিট থেকে সাধারণ স্থিতিতে এসে যাও। স্মরণে থাকা বা সেবা করা এক সাধারণ দিনচর্যা হয়ে যায়। কিন্তু স্মরণে বসলেও, নিজের কোনো না কোনো শ্রেষ্ঠ স্বপ্নের সিটে বসো। এমন নয় যে, সোজা বিছানা থেকে উঠেই যোগ করবার জন্য যোগের রুমে গিয়েই হোক বা বাবার রুমে, অথবা সারা দিনে গিয়ে বসে গেলে। শরীরকে যেমন যোগ্য স্থান দিয়ে থাকো, ঠিক তেমনই প্রথমে বুদ্ধিকে স্থিতির স্থান দাও। প্রথমে এটা চেক করো যে, বুদ্ধিকে সঠিক স্থান দিয়েছ ? ঈশ্বরীয় নেশা নিজের সিট থেকে স্বতঃতই আসতে থাকে। আজকাল তো মানুষের মধ্যে 'চেয়ারের নেশা' কথাটাও খুব প্রচলিত। আর তোমাদের তো হল শ্রেষ্ঠ স্থিতির আসন। কখনো 'মাস্টার বীজরূপের' স্থিতির স্থানে, সিটে সেট থাকো, কখনো 'অব্যক্ত ফরিস্তার' সিটে সেট থাকো, কখনও 'বিশ্ব কল্যাণকারী স্থিতি'র সিটে সেট থাকো - এই রকম রোজ ভিন্ন ভিন্ন স্থিতির আসনে বা সিটে সেট হয়ে বসো।

যদি কারো সিট সেট না হয়, তবে সে ছটফট করতে থাকে, তাই না ? কখনো এই রকম করবে, কখনো ওই রকম করবে ! সুতরাং এই বুদ্ধিও ছটফট তখনই হতে থাকে যখন সিটে সেট না থাকবে। জানে তো সবই যে আমরা এইরকম এইরকম। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কে ? তখন ভালোই একটা লম্বা লিস্ট বলে দেবে। কিন্তু সব সময় যেটা জানো, সেটা নিজেকে মানো। কেবল জানো না, মানো। কেননা জানলে সূক্ষ্ম খুশী তো হয় - হ্যাঁ, আমি হলাম এই। কিন্তু মানার ফলে তখন শক্তি আসে আর মেনে চললে তখন নেশা এসে যায়। যেমন জাগতিক উচ্চ পজিশনের কোনো ব্যক্তি যখন তার সিটে সেট থাকে, তখন তার মধ্যে খুশী থাকবে কিন্তু শক্তি থাকবে না। সুতরাং জানো যখন তখন সেটা মেনে চলো আর বার বার নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করো, চেক করো যে, আমি আমার সিটে সেট আছি নাকি নীচে সাধারণ স্থিতিতে নেমে এসেছি ? যারা অন্যদেরকে সিদ্ধি প্রদান করবে, সে নিজে প্রতিটি সংকল্পে, প্রতিটি কর্মে সিদ্ধি স্বরূপ অবশ্যই হবে, দাতা হবে। সিদ্ধি দাতা কখনোই এটা ভাবতে পারে না যে, যতখানি পুরুষার্থ করছি বা পরিশ্রম করছি ততখানি সিদ্ধি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কিম্বা যতখানি অভ্যাস করছি, ততটা সিদ্ধি অনুভব হচ্ছে না। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিটে সেট হওয়ার বিধি যথার্থ নয়।

এই জ্ঞান হল চিত্তাকর্ষক। চিত্তাকর্ষক অনুভব স্বতঃই আলস্যকে অপসারিত করে দেয়। এমন অনেকেই বলে থাকে না যে - এমনিতে ঘুম আসে না, কিন্তু যোগ করলে ঘুম আসবেই আসবে। কেন এমন হয় ? এমন নয় যে ক্লান্তির কারণে, না। তার কারণ হল চিত্তাকর্ষক ভাবে আর ন্যাচারাল ভাবে বুদ্ধিকে তারা সিটে সেট করে না। অতএব কেবল এক রূপে নয়, বরং ভ্যারাইটি রূপে সেট করো। সেই জিনিসই যদি ভ্যারাইটি রূপে পরিবর্তন করে ইউজ করতে থাকো, তবে মন আনন্দে ভরে যাবে। যত ভালো জিনিসই হোক না কেন, একই জিনিস যদি বার বার খেতে থাকো, দেখতে থাকো, তখন কি হয় ? সেই রকমই বীজ রূপ হও কিন্তু কখনো লাইট - হাউস রূপে, কখনো মাইট হাউস রূপে, কখনো কল্প বৃক্ষের উপরে বীজের রূপে, কখনো সৃষ্টি চক্রের উপরে টপে দাঁড়িয়ে সকলকে শক্তি দাও। নানান প্রকারের যে যে টাইটেল প্রাপ্ত করেছো, রোজ ভিন্ন ভিন্ন টাইটেলকে অনুভব করো। কখনো নূরে রত্ন (নয়নের মণি) হয়ে বাবার নয়নে সমাহিত রয়েছি - এই স্বরূপের অনুভূতি করো। ভ্যারাইটি করো তাহলে চিত্তাকর্ষক হবে। বাপদাদা রোজ মুরলীতে ভিন্ন ভিন্ন টাইটেল দেন, কেন দেন ? সেই সিটে সেট হয়ে যাও আর কেবল তার মাঝে মাঝে চেক করো। আগেও বলেছি না যে, ভুলে যাও তোমরা ! ৬ ঘন্টা, ৮ ঘন্টা পার হয়ে যায়, তখন মনে পড়ে তোমাদের। সেই কারণেই উদাস হয়ে যাও যে, অর্ধেক দিন তো চলে গেল ! ন্যাচারাল অভ্যাস হয়ে গেলে, তখনই বিধি-বিধাতা এবং সিদ্ধি-দাতা হয়ে বিশ্বের আত্মাদের কল্যাণ করতে পারবে। বুঝতে পেরেছো ? আচ্ছা !

আজ হল মধুবনবাসীদের দিন। ডবল বিদেশি নিজেদের সময় থেকে তোমাদেরকে চান্স দিয়েছে। কারণ তারা মধুবন নিবাসীদেরকে দেখে খুশী হয়। মধুবনবাসী বলে আমাদের মহিমা আর কোনো না, মহিমা অনেক শুনেছি। মহিমা শুনেই তো মহান হয়ে উঠছি আমরা, কেননা এই মহিমাই ঢাল হয়ে যায় আমাদের। যেমন যুদ্ধ ক্ষেত্রে সেফটির সাধন ঢাল হয় না ? তো এই মহিমা স্মৃতি এনে দেয় যে, আমরা কতখানি মহান ! মধুবন, কেবল মধুবন নয়, বরং মধুবন হল বিশ্বের স্টেজ। মধুবনে থাকা অর্থাৎ বিশ্বের স্টেজে থাকা। সুতরাং স্টেজে যে থাকে, তার নিজের ওপরে কতখানি অ্যাটেনশন থাকে ! সাধারণ ভাবে কেউ কোনো স্থানে থাকলে এতটা অ্যাটেনশন থাকে না। কিন্তু স্টেজে যখন আসবে, তখন প্রতিটি কর্মেই ততখানি অ্যাটেনশন থাকবে। তো মধুবন হল বিশ্বের স্টেজ। চতুর্দিকের নজর মধুবনের উপরেই রয়েছে। এমনিতেও সকলের অ্যাটেনশন স্টেজের দিকেই তো যায়, তাই না ! অতএব মধুবন নিবাসী সদা বিশ্বের স্টেজে স্থিত থাকো।

এর সাথে সাথে মধুবন হল এক বিচিত্র গম্বুজ। আর গম্বুজে কি হয়, তার এতটুকু আওয়াজও প্রতিধ্বনিত (ইকো) হতে

থাকে। কিন্তু মধুবন হল এমন বিচিত্র গম্বুজ যে, মধুবনের এতটুকু আওয়াজও বিশ্বে ছড়িয়ে যায়। আজকাল যেমন পুরানো আমলের কোনো কোনো জায়গায় সেখানকার দেওয়ালে এতটুকু হাত লাগালে বা শব্দ করলেই যেন দশ দেওয়ালের আওয়াজ ফিরে আসে আর মনে হয় যেন এই দেওয়ালটাকেই কেউ নাড়াচ্ছে কিম্বা আওয়াজ করছে। তো মধুবনও হল এই রকম বিচিত্র গম্বুজ, মধুবনের আওয়াজ কেবলমাত্র মধুবনেই সীমিত থাকে না, বরং চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এমন ছড়িয়ে পড়ে যে মধুবনে যারা থাকে তারাও বুঝতে পারে না। যেহেতু মধুবন হল বিচিত্র ভূমি, সেই কারণে বাইরে পৌঁছে যায়। সেইজন্য মনে কোনো না যে, এখানে করেছি, এখানে দেখেছি অথবা এখানে বলেছি... বরং বিশ্ব পর্যন্ত আওয়াজ বায়ুর গতিতে পৌঁছে যায়। কেননা সকলের নজরে, বুদ্ধিতে সদা মধুবন আর মধুবনের বাপদাদাই থাকে। তাই যখন মধুবনের বাবা দৃষ্টিতে থাকে, তবে তো মধুবনও দৃষ্টিতে চলে আসবে, তাই না ? মধুবনের বাবা রয়েছেন যখন তখন মধুবন তো আসবেই আর মধুবনে তো কেবল বাবা নয়, বাচ্চারাও রয়েছে। সুতরাং মধুবনবাসী স্বভাবতই সকলের দৃষ্টিতে চলে আসবে। যে কোনো ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করো, সে যত দূরেই থাকুক, তার কী স্মরণে আসে ? 'মধুবন' আর 'মধুবনের বাবা' ! সুতরাং এতখানি মহত্ব হল মধুবনবাসীদের। বুঝতে পেরেছো ? আচ্ছা !

চতুর্দিকের সর্ব প্রকারের সেবার উৎসাহ - উদ্দীপনায় থাকা, সদা একমাত্র বাবার স্নেহে সমায়িত হয়ে থাকা, সদা প্রতিটি কর্মে শ্রেষ্ঠ বিধির দ্বারা সিদ্ধিকে অনুভবকারী, সদা নিজেকে বিশ্বের কল্যাণকারী অনুভব করে সংকল্পের দ্বারা, বোল এর দ্বারা শ্রেষ্ঠ কল্যাণের ভাবনা আর শ্রেষ্ঠ কামনার দ্বারা সেবাতে বিজি থাকা, এমন বাবার সমান সদা অক্লান্ত সেবাধারী বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার ।

পার্সোনাল সাক্ষাৎকার :

১) নিজেকে কর্মযোগী শ্রেষ্ঠ আত্মা অনুভব করে থাকো ? কর্মযোগী আত্মা সদা কর্মের প্রত্যক্ষ ফল স্বতঃতই অনুভব করে। প্রত্যক্ষ ফল - 'খুশী' আর 'শক্তি', অতএব কর্মযোগী আত্মা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ফল 'খুশী' আর 'শক্তি' অনুভবকারী। বাবা সর্বদা বাচ্চাদেরকে প্রত্যক্ষফল প্রাপ্ত করান। এখনই কর্ম করলে, কর্ম করবার সময় খুশী আর শক্তির অনুভব করলে। তো এই রকম কর্মযোগী আত্মা আমি - এই স্মৃতির দ্বারা এগিয়ে যেতে থাকো।

২) বেহদের সেবা করলে বেহদের খুশীর স্বতঃতই অনুভব হতে থাকে। বেহদ বা অসীম জগতের পিতা বেহদের অধিকারী বানান। বেহদের সেবার ফল বেহদের রাজ্য ভাগ্য স্বতঃতই প্রাপ্ত করায়। সুতরাং যে আত্মাদের নিমিত্ত হচ্ছে তোমরা, তাদের আশীর্বাদ স্বতঃই আত্মার মধ্যে 'শক্তি' আর 'খুশী'র অনুভব করিয়ে থাকে। একটি স্থানে বসেও বেহদ সেবার ফল প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে - এই বেহদের নেশার দ্বারা বেহদের খাতা জমা করে এগিয়ে যেতে থাকো।

বরদান:- সেকেন্ডে দেহ রূপী বেশ থেকে পৃথক হয়ে কর্মভোগের ওপরে বিজয় প্রাপ্তকারী সর্ব শক্তি সম্পন্ন ভব যখন কর্মভোগের জোর চলতে থাকে, কর্মেন্দ্রিয় গুলি কর্মভোগের বশবর্তী হয়ে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকে অর্থাৎ যে সময় অসম্ভব পীড়া অনুভব হচ্ছে, সেই সময়ে কর্মভোগকে কর্মযোগে পরিবর্তনকারী, সাক্ষী হয়ে কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই ভোগ হয়ে যেতে দিতে যে পারে, তাকেই বলা হয় অষ্ট রত্ন বিজয়ী। এর জন্য অনেক সময় ধরে দেহ রূপী বেশের থেকে পৃথক থাকার অভ্যাস থাকতে হবে। এই বস্ত্র, দুনিয়ার বা মায়ার আকর্ষণে টাইট অর্থাৎ টানতে যাতে না পারে, তবেই সহজে বেরিয়ে আসা যাবে।

স্লোগান:- সকলের মান প্রাপ্ত করবার জন্য নির্মানচিত্ত (নিরভিমাত্রী) হও - নির্মান ভাব হল মহানতার লক্ষণ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তত্ত্ব-সহ সকল মানুষমাত্রকেই পরিবর্তন করার বিশ্ব-বিদ্যালয় কেবল একটিই রয়েছে, এখান থেকেই সকলের সঙ্গতি হয়"

*প্রশ্নঃ - বাবার প্রতি নিশ্চয় হলেই কোন্‌ রায়ে তৎক্ষণাৎ গুরুত্ব দেওয়া উচিত ?

*উত্তরঃ - যখন নিশ্চয় হয়েছে যে বাবা এসেছেন তখন বাবার সর্বপ্রথম রায় হলো, এ চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছে সে'সব ভুলে যাও। একমাত্র আমার মতেই চলো। এই রায়কে তৎক্ষণাৎ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ২) যখন তোমরা অসীম জগতের বাবার হয়েছে তখন পতিতদের সঙ্গে তোমাদের লেন-দেন করা উচিত নয়। নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চাদের কখনও কোনো কথায় সংশয় আসতে পারে না।

ওম্ শান্তি । এই ঘর (তোমাদের) ঘরও আবার ইউনিভার্সিটিও। এ'কেই গড ফাদারলী ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বলা হয়, কারণ সমগ্র জগতের সকল মানুষমাত্রেরই এখানে সঙ্গতি হয়। প্রকৃত ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি হলো এ'টাই। ঘরের ঘরও হলো, মাতা-পিতার সম্মুখে বসে রয়েছে আবার ইউনিভার্সিটিও, স্পীরিচুয়াল ফাদার বসে রয়েছেন। এ হলো আধ্যাত্মিক নলেজ যা আধ্যাত্মিক পিতার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। স্পীরিচুয়াল নলেজ স্পীরিচুয়াল ফাদার ব্যতীত আর কোনো মানুষ দিতে পারে না। ওঁ'নাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় আর জ্ঞানের দ্বারাই সঙ্গতি হয়, সেইজন্য জ্ঞানের সাগর, সকলের সঙ্গতিদাতা একমাত্র বাবা-ই। বাবার দ্বারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মানুষই শুধু নয়, প্রতিটি বস্তু ৫ তত্ত্বও সতোপ্রধান হয়ে যায়। সকলের সঙ্গতি হয়ে যায়। এ অতি বুঝবার মতন বিষয়। এখন সকলের সঙ্গতি হতে হবে। পুরোনো দুনিয়া আর দুনিয়ায় বসবাসকারী সকলেই বদলে যাবে। এখানে যাকিছু দেখে সে'সব বদলে নতুন হয়ে যাবে। গাওয়াও হয় -- এখানে মায়া মিথ্যা, কায়া মিথ্যা.... এ অসত্য খন্ড হয়ে যায়। ভারত সত্যখন্ড ছিল, এখন অসত্য খন্ড(স্থান) হয়ে গেছে। রচয়িতা আর রচনার বিষয়ে মানুষ যা বলবে তা মিথ্যা। এখন তোমরা বাবার দ্বারা জেনেছো -- ভগবানুবাচ। ভগবান তো একমাত্র বাবা-ই, তাই না ! তিনি হলেন নিরাকার, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত আত্মাই নিরাকার, পরে এখানে সাকার রূপ ধারণ করে। ওখানে আকার থাকে না। আত্মারা মূলবতন বা ব্রহ্ম মহাতত্ত্বে নিবাস করে। ও'টা হলো আমাদের আত্মাদের ঘর, ব্রহ্ম মহাতত্ত্ব। এ হলো আকাশ তত্ত্ব, এখানে সাকারে ভূমিকা পালিত(পার্ট) হয়। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী রিপীট হয়। এর অর্থও বোঝে না, বলে রিপীট হয়। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ.... তারপর কি ? পুনরায় গোল্ডেন এজ(স্বর্ণযুগ) অবশ্যই আসবে। সঙ্গমযুগ একটিই হয়ে থাকে। সত্যযুগ-ত্রেতা অথবা ত্রেতা আর দ্বাপরের সঙ্গম বলা হয় না, সে'টা বলা ভুল হয়ে যায়। বাবা বলেন -- আমি প্রতি কল্পে, কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। আমায় আবাহনও করে তখনই যখন অপবিত্র হয়ে যায়। বলে যে -- তুমি পবিত্র করতে এসো। পবিত্র হয়ই সত্যযুগে। এখন হলো সঙ্গম, একে কল্যাণকারী সঙ্গমযুগও বলা হয়ে থাকে। আত্মা ও পরমাত্মার মিলনের সঙ্গম, একে কুন্ডলও বলা হয়। ওরা আবার দেখায় নদীর মিলন। বলে যে, দুই নদীর মিলন, তৃতীয়টি আবার গুপ্ত নদী। এও মিথ্যে। গুপ্ত নদী কখনো হতে পারে কি? বিজ্ঞানীরাও মানবে না যে কোনো গুপ্ত নদী হতে পারে। তীর নিষ্ক্ষেপ করায় গঙ্গা বেরিয়ে এসেছে, এ'সব মিথ্যে। গায়ন রয়েছে -- জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য। এই শব্দগুলি গ্রহণ করেছে, কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। সর্বপ্রথমে হলো জ্ঞান-দিন সুখ, পরে হলো ভক্তি-রাত দুঃখ। ব্রহ্মার দিন, ব্রহ্মার রাত। এখন তা একজনের তো হবে না, অনেকেরই হবে, তাই না! দিন হলো অর্ধকল্পের, পুনরায় রাতও হয় অর্ধকল্পের। তারপর হয় সমগ্র পুরোনো দুনিয়ার থেকে বৈরাগ্য। বাবা বলেন -- দেহ-সহ যাকিছু তোমরা এই চোখ দিয়ে দেখে সেইসব এই জ্ঞানে ভুলতে হবে। ব্যবসাদি সব কিছুই করতে হবে। বাচ্চাদের দেখভাল করতে হবে। কিন্তু বুদ্ধির যোগসূত্র একের সঙ্গেই স্থাপন করতে হবে। অর্ধেককল্প তোমরা রাবণের মতে চলেছো। এখন বাবার হয়েছে তাই যাকিছু করো তা বাবার রায় অনুসারে করো। তোমাদের লেন-দেন এত সময় ধরে পতিতদের সঙ্গে হয়েছে, তার ফল কি হয়েছে। দিনে-দিনে অপবিত্র হয়েই এসেছো কারণ ভক্তিমার্গ হলোই অবরোহণ কলার পথ। সতোপ্রধান, সতো, রজো, তমো-তে আসতেই হয়। অবরোহণ করতেই হবে। এর থেকে কেউ মুক্ত করতে পারবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও ৮৪ জন্ম বলা হয়, তাই না! ইংরেজীর অক্ষর অতি ভাল। গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ..... এ'ভাবে খাদ পড়তেই থাকে। এইসময়ে এসে আয়রন এজের হয়েছে। গোল্ডেন এ'জে নতুন দুনিয়া ছিল, নবভারত ছিল। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। কালকেরই কথা। শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে লক্ষ-লক্ষ বছর। এখন বাবা বলেন -- এখন তোমাদের শাস্ত্র সঠিক নাকি আমি সঠিক? বাবাকে বলা হয় -- বিশ্বের সর্বময়কর্তা(ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি)। যারা বেদ-শাস্ত্র প্রচুর পড়ে তাদের অথরিটি বলা হয়। বাবা বলেন -- এ'সকল হলো ভক্তিমার্গের অথরিটি। জ্ঞানের জন্য তো আমার গায়ন করে -- তুমি জ্ঞানের সাগর, আমরা নই।

সমস্ত মানুষ ভক্তির সাগরে ডুবে রয়েছে। সত্যযুগে কেউ বিকারে যায় না। কলিযুগে তো মানুষ আদি-মধ্য-অন্ত পর্যন্ত দুঃখী হতেই থাকে। বাবা কল্প-পূর্বেও এরকমভাবেই বুঝিয়েছিলেন, পুনরায় এখন বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা বোঝে যে কল্প-পূর্বেও অসীম জগতের পিতার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলাম পুনরায় এখন পড়ে তা প্রাপ্ত করছি। সময় অতি অল্প। এর তো বিনাশ হয়ে যাবে সেইজন্য অসীম জগতের পিতার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নেওয়া উচিত। তিনি বাবা, শিক্ষক, গুরুও। সুপ্রীম ফাদার, সুপ্রীম টিচারও। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী কিভাবে পুনরাবৃত্ত হয়, সমগ্র নলেজ দেন। এ'সকল আর কেউ বোঝাতে পারে না। এখন বাচ্চারা জানে যে ৫ হাজার বছর পূর্বের মতন এ হলো সেই গীতার ভগবান, শ্রীকৃষ্ণ নয়। মানুষকে ভগবান বলা হয় না। ভগবান তো সবার হলেনই পুনর্জন্ম-রহিত। একে দিব্যজন্ম বলা হয়। তা নাহলে আমি নিরাকার বলবো কিভাবে! আমায় তো অবশ্যই এসে পবিত্র বানাতে হবে তাই যুক্তিও তৈরী করতে হবে। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা হলাম অমর। রাবণ রাজ্যে তোমরা সকলেই দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছো। এছাড়া পরমাত্মা রচয়িতা এবং তাঁর রচনাকে ওখানেও কেউ জানে না। যদি ওখানে জেনে যেতো যে পুনরায় আমাদের এইভাবে পতন হবে তখন তাদের রাজত্বের খুশিই হারিয়ে যেতো সেইজন্য বাবা বলেন -- এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। যখন তোমাদের সঙ্গতি হয়ে যায় তখন জ্ঞানের আর প্রয়োজন পড়ে না। জ্ঞানের প্রয়োজনই হয় দুর্গতিতে। এইসময় সকলেই দুর্গতিতে রয়েছে, সকলেই কাম-চিতায় বসে ঝলসে মারা গেছে। বাবা বলেন -- আমার বাচ্চারা, আত্মারা যে শরীরে এসে ভূমিকা পালন করে, তারা কাম-চিতায় বসে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আবাহনও করে যে আমরা অপবিত্র হয়ে গেছি। অপবিত্র হয় কাম-চিতার থেকে। ক্রোধ বা লোভ থেকে অপবিত্রতা হয় না। সাধু-সন্তাদিরা পবিত্র, দেবতারা পবিত্র তাই অপবিত্র মানুষ গিয়ে মাথা নত করে। গায়নও করে -- তুমি নির্বিকারী, আমরা বিকারী। নির্বিকারী দুনিয়া, বিকারী দুনিয়ার গায়নও করাআ হয়, তাই না! ভারতই নির্বিকারী দুনিয়া ছিল। এখন বিকারী। ভারতের সঙ্গে সমগ্র দুনিয়াই বিকারী হয়েছে। নির্বিকারী দুনিয়ায় আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে একটিই ধর্ম ছিল, পবিত্রতা ছিল তাই শান্তি, সমৃদ্ধি তিনটিই বিদ্যমান ছিল। পবিত্রতা হলো প্রথম। এখন পবিত্রতাও নেই তাই শান্তি-সমৃদ্ধিও নেই। জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, প্রেমের সাগর একমাত্র বাবা-ই। তোমাদেরও এমন প্রিয় বানিয়ে দেয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানীতে সকলেই প্রিয়। বাঘে-গরুতে একসাথে জল পান করে। এ হলো একটি দৃষ্টান্ত। ওখানে এরকম দুর্গন্ধময় বস্তু থাকে না। অসুখ, মশা ইত্যাদি এখানে অসংখ্য। ওখানে এসব জিনিস থাকে না। বিত্তশালীদের কাছে ফার্নিচারও ফার্স্টক্লাস থাকে। দরিদ্রদের ফার্নিচারও সাধারণমানের হয়। ভারত এখন দরিদ্র, কত আবর্জনা লেগে রয়েছে। সত্যযুগে কত পরিচ্ছন্ন থাকে। সোনার প্রাসাদ ইত্যাদি কত ফার্স্টক্লাস হবে। বৈকুণ্ঠের গরুও দেখো ফার্স্টক্লাস হয়। দেখায় যে কৃষ্ণের কত ভাল-ভাল গরুও আছে। কৃষ্ণপূরীতে গরু তো থাকবে, তাই না! ওখানকার জিনিসপত্র কত ফার্স্টক্লাস হয়। হেভেন তারপর কি? এই পুরোনো খারাপ দুনিয়ায় অনেক আবর্জনা। এ'সব এই জ্ঞান যজ্ঞতে স্বাহা(বিসর্জিত) হয়ে যাবে। কেমন-কেমন বোমা তৈরী করে। বোমা নিষ্ক্ষেপ করলে আগুন বেরিয়ে আসে। আজকাল তো এমন জীবানুও ছড়িয়ে দেয়, এমন বিনাশ করে যে অসীমেই সমাপ্ত হয়ে যায়। হাসপাতালাদি তো থাকবে না যে ওষুধপত্র দিতে পারবে। বাবা বলেন -- বাচ্চাদের কোনো কষ্ট হওয়া উচিত নয় সেইজন্য বলা হয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মুসলধারে বৃষ্টিপাত। বাচ্চারা বিনাশের সাক্ষাৎকারও করেছে। বুদ্ধিও বলে, বিনাশ তো অবশ্যই হবে। কেউ বলে যে বিনাশের সাক্ষাৎকার হোক তখন মেনে নেব, আত্মা মেনো না, তোমাদের মর্জি(ইচ্ছা)। কেউ বলে, আমরা আত্মার সাক্ষাৎকারও করি তখন আমরা মানবো। আত্মা, আত্মা তো বিন্দু। দেখে নিলেও কি হবে! এতে কি সঙ্গতি হবে? বলা হয় যে -- পরমাত্মা অখন্ড জ্যোতি-স্বরূপ, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়। কিন্তু এরকম নয়। গীতায় লেখা আছে -- অর্জুন বলে যে থামো, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। এরকম কথা নয়। বাবাকে বাচ্চা দেখবে আর বলবে যে আমরা সহ্য করতে পারছি না, এরকম কিছুই নয়। যেমন আত্মা তেমনই পরমপিতা পরমাত্মা বাবা। কেবল তিনি জ্ঞানের সাগর। তোমাদের মধ্যেও জ্ঞান আছে। বাবা-ই এসে পড়ান আর কোনো কথা নেই। যে-যে যেমন ভাবনায় স্মরণ করে, সেই ভাবনা পূর্ণ করে দিই। সেও ড্রামায় নির্ধারিত। এছাড়া ভগবানকে কেউ প্রাপ্ত করতে পারে না। মীরা সাক্ষাৎকারেই কত খুশি হতো। পরজন্মেও হয়তো ভক্ত হয়েছিল। বৈকুণ্ঠে তো যেতে পারবে না। বাচ্চারা, এখন তোমরা বৈকুণ্ঠে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে। তোমরা জানো যে, আমরা বৈকুণ্ঠ, কৃষ্ণ পুরীর হতে চলেছি। এখানে তো সকলেই নরকের মালিক। হিস্ট্রি-জিওগ্রাফী রিপীট হবে, তাই না! বাবা জানে, আমরা আমাদের রাজ্য-ভাগ্য পুনরায় গ্রহণ করছি। এ হলো রাজযোগের বল। বাহুবলের লড়াই তো অনেকবার, অনেক জন্ম চলেছে। যোগবলের দ্বারা তোমাদের এখন উত্তরণ কলা। অবশ্যই জানো যে স্বর্গের রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। যারা কল্প-পূর্বে পুরুষার্থ করেছিল তেমনই করবে। তোমাদের হার্টফেল হওয়া উচিত নয়। যারা পাক্ষা নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন তাদের কখনো সংশয় আসতে পারে না। সংশয়বুদ্ধিও অবশ্যই হয়। বাবা বলেছেন -- আশ্চর্য হয়ে শুনবে, কথা বলবে, পালিয়ে যাবে.... ওহ! মায়া তুমি এদের উপর বিজয়প্রাপ্ত করে নাও। মায়া অতি শক্তিশালী। ভাল-ভাল সেবাদারী, সেন্টার পরিচালনাকারীদেরও মায়া থাপ্পড় মেরে দেয়। লেখে যে, বাবা বিয়ে করে মুখ কালো করে ফেলেছি। কাম-কাটারীর কাছে

আমরা পরাজিত হয়েছি। বাবা এখন তো তোমার সামনে যাওয়ার যোগ্য নই। পুনরায় লেখে যে, তোমার সামনে আসবো! বাবা লেখে, মুখ কালো করেছে এখন এখানে আসতে পারবে না। এখানে এসে কি করবে! তবুও ওখানে থেকেই পুরুষার্থ করো। একবার পতন মানে পতনই। এরকম নয় যে রাজপদ প্রাপ্ত করতে পারবে। বলাও হয়, তাই না! -- চড়লে বৈকুণ্ঠের রস, পড়লে একদম চন্ডাল....হাড়-গোড় ভেঙে যায়। ৫ তলা থেকে পড়ে যায় তখন কেউ-কেউ সত্য (কথা) লেখে। কেউ তো শোনায়ও না। ইন্দ্রপ্রস্থের পরীদের উদাহরণও রয়েছে, তাই না! এ হলো সমগ্র জ্ঞানের কথা। এই সভায় কোনো অপবিত্রের বসার অনুমতি নেই। কিন্তু কোন-কোন অবস্থায় বসাতেও হয়। পতিতই তো আসবে, তাই না! এখন দেখো কত দ্রোপদীরা আহ্বান করছে, তারা বলে -- বাবা আমাদের নগ্ন হওয়া থেকে রক্ষা করো। বন্ধনে আবদ্ধ (বাঁধেলিয়া) নারীদেরও পার্ট চলছে। কামেশু(কামুক), ক্রোধেশু(ক্রোধী) হয়ে যায়, তাই না! বড় খিটমিট হতে থাকে। বাবার কাছে খবর আসে। অসীম জগতের পিতা বলেন -- বাচ্চারা, এর উপর বিজয়লাভ করো। এখন পবিত্র হও, আমায় স্মরণ করো তবেই গ্যারান্টি রয়েছে যে বিশ্বের মালিক হবে। সংবাদপত্রেও স্বয়ং লিখে দেয় যে কোনো প্রেরণাদাতা আছে যে আমাদের দ্বারা এই বোমা ইত্যাদি তৈরী করায়, এর দ্বারা নিজের কুলেরই বিনাশ হবে। কিন্তু কি আর করা যাবে, ড্রামায় নির্ধারণ করা রয়েছে, দিনে-দিনে তৈরী করতেই থাকে। সময়ও তো বেশী নেই, তাই না! আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সত্যযুগীয় প্রেমের রাজধানীতে যাওয়ার জন্য অতীব প্রিয় হতে হবে। রাজ-পদের জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পবিত্রতা হলো প্রথম সেইজন্য কাম-রূপী মহাশত্রুর উপর বিজয়প্রাপ্ত প্রাপ্ত করতে হবে।

২) এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে অসীমের বৈরাগী হওয়ার জন্য দেহ-সহ যাকিছু এই চোখ দ্বারা দেখো, সেইসব দেখেও দেখো না। প্রতি পদক্ষেপে বাবার রায় গ্রহণ করে চলতে হবে।

বরদানঃ:- সমস্যাকে উত্তরণ-কলার সাধন অনুভব করে সদা সন্তুষ্টতায় অবস্থানকারী শক্তিশালী ভব যারা শক্তিশালী আত্মা তারা সমস্যাগুলিকে এমনভাবে পার করে নেয় যেমনভাবে কেউ সোজা রাস্তা সহজেই পার হয়ে যায়। সমস্যাগুলি তাদের জন্য উত্তরণ কলার সাধন হয়ে যায়। প্রতিটি সমস্যা চেনা-পরিচিত অনুভব হয়। তারা কখনোই আশ্চর্যান্বিত হয় না বরং সদা সন্তুষ্ট থাকে। মুখ থেকে কখনও 'কারণ' শব্দটি নির্গত হয় না, বরং সেইসময়েই কারণকে নিবারণে পরিবর্তন করে দেয়।

স্লোগানঃ:- স্ব-স্থিতিতে স্থিত হয়ে সর্ব পরিস্থিতিকে পার করাই হল শ্রেষ্ঠত্ব ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের স্বচ্ছ চার্ট রাখো তাহলে অবস্থা ভালো থাকবে, চার্ট রাখলে কল্যাণ হতে থাকবে"

*প্রশ্নঃ - কোন্ স্মৃতি পুরানো দুনিয়া থেকে সহজেই পৃথক করিয়ে দেয় ?

*উত্তরঃ - এই স্মৃতি যদি থাকে যে, আমরা কল্প - কল্প বাবার থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার গ্রহণ করি। এখন আবার শিববাবা আমাদের দত্তক নিয়েছেন -- উত্তরাধিকার দানের জন্য। বাবা আমাদের দত্তক নিয়েছেন, আমরা সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হয়েছি। শিববাবা আমাদের গীতা শোনাচ্ছেন। এই স্মৃতি আমাদের পুরানো দুনিয়া থেকে পৃথক করে দেবে।

ওম শান্তি। বাচ্চারা তোমরা এখানে শিব বাবার স্মরণে বসে আছো, তাই তোমরা জানো যে, তিনি আমাদের আবার সুখধামের মালিক বানাচ্ছেন। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে কতো খুশী হওয়া চাই, এখানে বসে বাচ্চারা তো সম্পদ পাচ্ছে, তাই না। অনেক প্রকারের কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে কারোর বুদ্ধিতে এই কথা থাকে না। তোমরাই জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গের মালিক বানাচ্ছেন। এই খুশী তো থাকা উচিত, তাই না। এই সময় সব চিন্তা দূর করে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তোমরা এখানে যখন বসো, তখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই নেশা থাকা উচিত যে, আমরা এখন সুখধামের মালিক হচ্ছি। সুখ আর শান্তির উত্তরাধিকার আমরা কল্প - কল্প গ্রহণ করি। মানুষ তো কিছুই জানে না। কল্প পূর্বেও অনেক মানুষ অগ্নিতার অন্ধকারে কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় ঘুমিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিলো। আবারও এমন হবে। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, বাবা আমাদের দত্তক নিয়েছেন, বা আমরা শিববাবার ধর্ম আপন করেছি যিনি আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। আমরা এখন ব্রাহ্মণ। আমরা প্রকৃত গীতার পাঠ শুনছি। আমরা আবার বাবার থেকে রাজযোগ আর জ্ঞানের শক্তিতে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। এমন - এমন খেয়াল অন্তরে আসা চাই, তাই না। বাবা এসেও তো খুশীর কথা বলেন, তাই না। বাবা জানেন যে, বাচ্চারা কাম চিতাতে বসে কালো ভস্মীভূত হয়ে গেছে, তাই আমি অমরলোক থেকে মৃত্যুলোকে আসি। তোমরা আবার বলো, আমরা মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে যাই। বাবা বলেন - আমি মৃত্যুলোকে যাই, যেখানে সকলের মৃত্যু হয়ে গেছে, তাদের আমি আবার অমরলোকে নিয়ে যাই। শান্ত্রে তো কি - কি সব লিখে দিয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি যা চাইবেন তাই করতে পারেন। বাচ্চারা কিন্তু জানে, তাঁকে ডাকাই হয়, হে পতিত পাবন বাবা এসো, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করো। আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ প্রদান করো, এতে জাদুর কোনো কথা নেই। বাবা আসেন কাঁটা থেকে ফুল তৈরী করতে।

তোমরা জানো যে, আমরা সুখধামের দেবতা ছিলাম, সতোপ্রধান ছিলাম। প্রত্যেকেই সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান অবস্থায় আসতেই হবে। এখানে বসার সময় বাচ্চাদের তো আরো মজা আসা উচিত। সম্পূর্ণ দুনিয়া বাবাকেই স্মরণ করে। হে, লিবরেটর, গাইড, হে পতিত পাবন, এসো। মানুষ তখনই ডাকে, যখন রাবণ রাজ্যে থাকে। সত্যযুগে তো ডাকেই না, এই কথা বোঝার জন্য খুবই সহজ। একথা কে শুনিয়েছেন? বাবারও মহিমা করবে, টিচার - সংগুরুও মহিমা করবে.... এই তিন একই। একথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। ইনি বাবা - টিচার এবং সংগুরুও। শিববাবার কাজই হলো পতিতকে পবিত্র করা। পতিত ব্যক্তি অবশ্যই দুঃখী হবে। সতোপ্রধান সুখী আর তমোপ্রধান দুঃখী হয়। এই দেবতাদের কতো সতোগুণী স্বভাব। এখানকার মানুষদের কলিযুগী তমোগুণী স্বভাব। বাকি হ্যাঁ, মানুষ নম্বর অনুসারে ভালো বা মন্দ হয়। সত্যযুগে এমন কখনোই বলা হবে না যে, এ খারাপ। এ এমন। ওখানে মন্দ লক্ষণের কেউই হয় না। ওরা হলোই দৈবী সম্প্রদায়। হ্যাঁ, সাহকার আর গরীব হতেই পারে। বাকি ভালো বা মন্দ গুণের তুলনা ওখানে হয় না, সবাই ওখানে সুখী থাকে। ওখানে দুঃখের কোনো কথাই নেই, নামই হলো সুখধাম। বাচ্চাদের তাই বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেওয়ার পুরুষার্থ করা উচিত। বাবার চিত্র আর লক্ষ্মী নারায়ণেরও রাখতে পারো। বলবে, কেউ তো এঁদের শেখানোর থাকবেন। এ তো ভগবান উবাচঃ, তাই না। ভগবানের নিজের কোনো শরীর নেই। তিনি এসে শরীর লোন নেন। মহিমাও আছে ভাগীরথের, তাহলে অবশ্যই রথের উপর তিনি বিরাজমান। ষাঁড়ের উপর বসে তো আর আসবেন না। শিব আর শঙ্করকে একত্রিত করে দিয়েছে, তাই ষাঁড় দিয়ে দিয়েছে। বাবা তাই বলেন -- তোমাদের কতো খুশী হওয়া উচিত, আমরা বাবার হয়েছি। বাবাও বলেন -- তোমরা আমার। বাবার পদপ্রাপ্তির কোনো খুশী নেই। টিচার তো টিচারই, তাঁকে পড়াতে হবে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি হলাম সুখের সাগর। আমি যখন তোমাদের দত্তক নিয়েছি, তখন তোমরা অতীন্দ্রিয় সুখে ভাসছো। এই দত্তক নেওয়া তো অনেক ধরনের হয়। পুরুষও কন্যাকে এডপ্ট করে। তারা

মনে করে, এ আমার পতি, তোমরা এখন বুঝতে পারো -- শিব বাবা আমাদের দত্তক নিয়েছেন । দুনিয়াতে কেউই এই বিষয়কে বোঝে না । তাদের এই গ্রহণ করা হলো - একে অপরের উপর কাম কাটারি চালানোর । মনে করো কোনো রাজা যদি বাচ্চাকে দত্তক নেয়, সুখের জন্য গ্রহণ করে, কিন্তু সে সুখ হলো অল্পকালের সুখ । সন্ন্যাসীরাও তো এডপ্ট করে, তাই না । ওরা বলবে, এ আমাদের গুরু, আর গুরু বলবে, এরা আমার শিষ্য বা অনুসরণকারী । এ কতো ধরনের দত্তক নেওয়ার পদ্ধতি । বাবা আবার বাচ্চাদের এডপ্ট করে । তাদের তো সুখ দেয়, কিন্তু বিয়ে করিয়ে দিলে আবার উত্তরাধিকার দিয়ে দেয় । গুরুর দত্তক নেওয়া কতো সুন্দর, এক নম্বর । এ তো হলো ঈশ্বরের দত্তক নেওয়া আত্মাদের নিজের করার জন্য । বাচ্চারা, তোমরা এখন সব ধরনের দত্তক নেওয়াকে দেখে নিয়েছো । সন্ন্যাসীরা থাকা সত্ত্বেও ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন এসো, এসে আমাদের দত্তক নিয়ে পবিত্র বানাও । সবাই হলো ভাই - ভাই, কিন্তু যতক্ষণ না এসে আপন বানাবে, তাই না । মানুষ বলতে থাকে, বাবা আমরা দুঃখী হয়ে গেছি । রাবণ রাজ্যের অর্থও বুঝতে পারে না । কুশপুতলিকা বানিয়ে জ্বালাতে থাকে । যেমন কেউ যখন দুঃখ দেয় তখন মনে করে, এর নামে কেস করা উচিত, কিন্তু রাবণ কবে থেকে শত্রু হয়েছে ? অবশেষে এই শত্রু কি মরবে, নাকি না ? এই শত্রুকে তোমরাই জানো, আর এই শত্রুকে জয় করার জন্যই তোমাদের দত্তক নেওয়া হয় । বাচ্চারা, তোমরা এও জানো যে, বিনাশ হতে হবে, বোম্বসও স্বাভাবিকভাবেই তৈরী হয়েছে । এই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারাই বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয় । তোমরা এখন জানো যে, রাবণকে জয় করেই আমরা নতুন সৃষ্টিতে রাজত্ব করবো । বাকি তো সব পুতুল খেলা । রাবণের এই পুতুল তো অনেক খরচ করায় । মানুষ অনেক অর্থ ফালতু নষ্ট করে । এ কতো রাত - দিনের তফাৎ । তারা বিভ্রান্ত হতে থাকে, দুঃখী হতে থাকে, আর ধাক্কা খেতে থাকে । আর আমরা এখন শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠাচারী সত্যযুগী স্বরাজ্য পাচ্ছি । শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ সত্যযুগ স্থাপনকারী শিব বাবা আমাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা, বিশ্বের মালিক বানান । শ্রী শ্রী শিব বাবা আমাদের শ্রী বা শ্রেষ্ঠ বানান । শ্রী শ্রী কেবল একজনকেই বলা হয় । দেবতাদেরও শ্রী বলা হয়, কিন্তু তাঁরাও তো পুনর্জন্মে আসে, তাই না । বাস্তবে বিকারী রাজাদেরও শ্রী বলা উচিত নয় ।

এখন তোমাদের কতো বিশাল বুদ্ধির প্রয়োজন । তোমরা জানো যে, আমরা এই পড়া পড়ে ডবল মুকুটধারী তৈরী হই । আমরাই ডবল মুকুটধারী ছিলাম, এখন তো একটি মুকুটও নেই । সকলেই পতিত, তাই না । এখানে লাইটের মুকুট কাউকেই লাগানো যাবে না । এই চিত্রতে যেখানে তোমরা তপস্যাতে বসেছো, সেখানে লাইটের মুকুট দেওয়া উচিত নয় । ভবিষ্যতে তোমাদের ডবল মুকুটধারী হতে হবে । বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমরা বাবার কাছে ডবল মুকুটধারী মহারাজা - মহারানী হওয়ার জন্য এসেছি । তোমাদের এই খুশী থাকা উচিত । তোমাদের শিব বাবাকে স্মরণ করা উচিত, তাহলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে, এখানে কোনো সমস্যার কথা নেই । এখানে তোমরা ছাত্ররা বসে আছো । ওখানে বাইরে মিত্র - সম্বন্ধীদের কাছে গেলে এই ছাত্রজীবন ভুলে যায় । তখন আবার মিত্র - সম্বন্ধী স্মরণে এসে যায় । এ তো মায়ার চাপ, তাই না । হোস্টেলে থাকলে ভালো পড়াশোনা করে । বাইরে এলে সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে যায় । এখান থেকে বাইরে গেলে তখন এই ছাত্র জীবনের নেশা হারিয়ে যায় । শিক্ষিকা ব্রহ্মাণীদেরও বাইরে গেলে এতো নেশা থাকবে না, যতটা এখানে থাকলে থাকবে । এই মধুবন হলো হেড অফিস । স্টুডেন্টস টিচারের সামনে থাকে এখানে । এখানে কোনো বৈষয়িক চিন্তা নেই । এখানে রাত - দিনের তফাৎ । কেউ কেউ তো সারাদিন শিব বাবাকে স্মরণ করেই না । শিব বাবার সাহায্যকারীও হয় না । শিব বাবার বাচ্চা হলে, তাঁর সেবা করো । সেবা যদি না করো, তাহলে তো কুপুত্র হয়ে গেলে । বাবা তো বুঝতেই পারেন, তাই না । তাঁর দায়িত্ব হলো বলে দেওয়া -- তোমরা আমাকে স্মরণ করো । আমাকে যদি অনুসরণ করো তাহলে তোমাদের অনেক কল্যাণ । বিকারী সম্বন্ধ হলো ভ্রষ্টাচারী । তাদের ছাড়তে থাকো, তাদের সঙ্গ করো না । বাবা তো বোঝাতেই থাকেন, কিন্তু কারোর ভাগ্যে থাকলে, তবেই না । বাবা বলেন -- তোমাদের চার্ট রাখতে হবে, এতেও অনেক কল্যাণ হবে । কেউ তো এক ঘন্টাও খুব মুশকিলের সঙ্গে স্মরণ করে । অন্তে তো আট ঘন্টায় পৌঁছাতে হবে । তোমরা তো কর্মযোগী, তাই না । কারোর তো কখনো কোনো উৎসাহ এলে তখন চার্ট রাখে । এও ভালো । বাবাকে যতো স্মরণ করবে ততই লাভ । এমন মহিমা আছে যে -- অগ্নিম সময়ে যে হরিকে স্মরণ করে । বার - বারের অর্থ কি ? যারা ভালোভাবে স্মরণ করে না, তখন জন্ম - জন্মান্তরের যে বোঝা থাকে, তা বার - বার জন্ম দিয়ে সাক্ষাৎকার করিয়ে তখন সাজা দেয় । যেমন কাশী কলবটে সাজা ভোগ করে, চট করে পাপের সাক্ষাৎকার হয় । অনেকেই অনেক ধাক্কা খায় । বাবার এই সেবায় যে বিঘ্ন উৎপন্ন করে, সে তো সাজার উপযুক্ত । বাবার এই সেবায় বাধা সৃষ্টি করে, যাঁর রাইট হ্যান্ড ধর্মরাজ । বাবা বলেন - নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করো কেননা বাবার স্মরণেই তোমরা পবিত্র হতে পারবে । না হলে নয় । বাবা তো প্রতিজ্ঞা করান, করা বা না করা তোমাদের মর্জি । যে করবে, সেই পাবে । অনেকেই আছে, যারা প্রতিজ্ঞা করে, তবুও খারাপ কাজ করতেই থাকে । ভক্তিমার্গে গায়ন আছে -- আমার তো এক, দ্বিতীয় আর কেউই নেই, কিন্তু সেই কথা এখন বুদ্ধিতে আসে যে, আত্মা কেন এমন গান গেয়ে এসেছে । সারাদিন গাইতেই থাকে --

আমার তো এক গিরিধারী গোপাল ----- এ তো সঙ্গম যুগে বাবা আসবেন, তখনই নিজের ঘরে নিয়ে যাবেন, তোমরা তো কৃষ্ণপুরী যাওয়ার জন্য পড়ছো, তাই না । প্রিন্সেস কলেজ হয়, যেখানে প্রিন্স - প্রিন্সেস পড়ে । সে তো হলো জাগতিক কথা । কখনো অসুস্থ হয়, কখনো আবার মারাও যায় । এ তো হলো প্রিন্স - প্রিন্সেস হওয়ার জন্য গড ফাদারলি ইউনিভার্সিটি । এ তো রাজযোগ, তাই না । তোমরা নর থেকে নারায়ণ হও । তোমরা বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে সত্যযুগের প্রিন্স - প্রিন্সেস হও । বাবা বসে কতো মজার কথা শোনান । এসব কথা স্মরণে তো থাকা উচিত, তাই না । কেউ তো এখান থেকে বাইরে গেলে ফেসে যায় । বাবার স্মরণও নম্রের ক্রমানুসারে করে থাকে । যারা বেশী স্মরণ করে, তারা অন্যদেরও স্মরণ করাতে থাকবে । তোমাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকা উচিত যে, কিভাবে অনেকের কল্যাণ করা যায় । বাইরের যারা তারা প্রজাতে দাস - দাসী, আর এখনকার যারা তারা রাজার দাস - দাসী হবে । ভবিষ্যতে সব সাক্ষাৎকার হতে থাকবে । তোমরাও অনুভব করবে যে, বরাবর আমরা সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করি নি, তোমরা অনেক চমৎকার দেখবে । যে ভালোভাবে পড়বে সে নবাব হবে । বাবা কতো বলতে থাকেন -- সেন্টারে প্রদর্শনী দেওয়া হয়, তখন তো বাচ্চাদের শিথিয়ে হুঁশিয়ার বানানো উচিত । বাবা তখন বুঝবেন, বি.কে সেবা করতে জানে । সেবা করলে তোমরা উঁচু পদ পাবে, তাই বাবা প্রদর্শনী বানানোর জন্য জোর দেন । এই চিত্র বানানো তো খুব সাধারণ । খুব সাহস করে প্রদর্শনীর চিত্র বানানোতে সাহায্য করা উচিত, তাহলে বাচ্চাদের বোঝাতে সহজ হবে । বাবা বোঝান --- টিচার্স, ম্যানেজার শান্ত । কোনো কোনো ব্রাহ্মণী যখন ম্যানেজার হয়ে যায়, তখন তাদের দেহ অভিমান এসে যায় । তারা নিজেদের অতি চালাক মনে করে । আমরা খুব ভালোভাবে চলি । অন্যদের জিজ্ঞেস করলে দশ কথা শুনিয়ে দেবে । মায়া অনেক বড় চক্রে ফেলে দেয় । বাচ্চাদের তো সেবাতে থাকা উচিত । বাবা হলেন দয়ালু, দুঃখহর্তা, সুখকর্তা, তাই বাচ্চাদেরও এমন হতে হবে, তোমাদের কেবল বাবার পরিচয় দিতে হবে । বাবা বলেন যে - মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো, তাহলে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী হয়ে যাবে । এ কতো সহজ । বাবা বলেন -- আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে শান্তিধাম, সুখধামে এসে যাবে । নিশ্চিত হলে সম্পূর্ণ লিখিয়ে নেওয়া উচিত । এমন লিখেও থাকে যে -- বরাবর ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার নেয়, তখন মনে করবে যে, অবশ্যই এমন বাবার হওয়া উচিত । শরণে আসা উচিত । তোমরা তো বাবার শরণে এসেছো অর্থাৎ বাবার হয়েছে ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সমান দয়ালু, দুঃখহর্তা, সুখকর্তা হতে হবে ।

২) সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে খুব রক্ষা করতে হবে । এক বাবাকেই অনুসরণ করতে হবে । অনেকের কল্যাণের সেবা করতে হবে । কখনো অহংকারে এসে অতি চালাক হয়ো না ।

বরদানঃ:- সঙ্কল্পের ইঙ্গিতে সমস্ত কারবার চালিয়ে সদা লাইটের মুকুটধারী ভব
যে বাচ্চারা সদা লাইট থাকে, তাদের সঙ্কল্প বা সময় কখনোই ব্যর্থ যায় না । সেই সঙ্কল্পই তারা নেয় যা সিদ্ধ হবে । যেমন মুখে বললে কথা স্পষ্ট হয়, তেমনই সঙ্কল্পের দ্বারা সমস্ত কারবার চলে । যখন এমন বিধি আপন করে নেবে, তখনই এই সাকার বতন সূক্ষ্ম বতন হবে । এরজন্য সাইলেন্সের শক্তি জমা করো আর লাইটের মুকুটধারী হও ।

স্লোগানঃ:- এই দুঃখধাম থেকে পৃথক হয়ে যাও, তাহলে কখনোই দুঃখের ঢেউ আসতে পারবে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন অমরলোকের যাত্রা পথে রয়েছ, তোমাদের হল বুদ্ধির অলৌকিক যাত্রা, যা তোমরা প্রকৃত ব্রাহ্মণরাই করতে সক্ষম"

*প্রশ্নঃ - নিজের সাথে নিজের বা নিজেদের মধ্যে কোন্ বাক্যালাপ করাই হল শুভ সন্মেলনের ?

*উত্তরঃ - নিজের সাথে এই বাক্যালাপ করো যে আমি আত্মা এখন এই পুরানো ছিঃছিঃ শরীর ত্যাগ করে ঘরে ফিরে যাব। এই শরীর এখন কোনো কাজের নয়, এখন বাবার সাথে ফিরে যাব। নিজেদের মধ্যে যখন মিলিত হও তখনও এই বাক্যালাপ করো যে কিভাবে সার্ভিস আরও বৃদ্ধি পাবে, সবার কল্যাণ কিভাবে হবে, সবাইকে কিভাবে পথ বলে দেওয়া সম্ভব হবে এই হলো শুভ সন্মেলন।

*গীতঃ- — অন্তরের আশ্রয় যেন ছিল হয়ে না যায়...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি-মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা, প্রত্যেক সেন্টারের ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ নিজের বংশকে জানে, যে,যেই বংশের হয় সে নিজের কুলকে জানে। সে নীচু বংশের হোক বা উচ্চ বংশের হোক, প্রত্যেকেই নিজ কুলকে জানে আর ভাবে এর বংশ ভালো। বংশ বলা বা জাতি বলা, দুনিয়াতে তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ জানেনা যে ব্রাহ্মণ কুলই হলো সর্বোত্তম। প্রথম সারির কুল হলো তোমরা ব্রাহ্মণদের। ব্রাহ্মণ কুল অর্থাৎ ঈশ্বরীয় কুল। প্রথমে নিরাকার কুল তারপর আসতে হয় সাকারী সৃষ্টিতে। সূক্ষ্মবতনে কুল হয়না। সাকার সৃষ্টিতে উচ্চ থেকে উচ্চতর হল তোমাদের এই ব্রাহ্মণদের কুল। তোমরা ব্রাহ্মণরা নিজেদের মধ্যে সম্পর্কে হলে ভাই-বোন। ভাইবোন হওয়ার জন্য বিকারে যেতে পারনা। তোমরা অনুভবের দ্বারা বলতে পার পবিত্র থাকার জন্য এটা সুন্দর যুক্তি। প্রত্যেকে বলে থাকে — আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শিব বংশী তো সবাই যখন সাকার দুনিয়াতে আসতে হয় তখন প্রজাপিতার নাম হওয়ার কারণে ভাই-বোন সম্পর্ক হয়ে যায়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা যখন নিশ্চয়ই রচনা করেন, তিনি দত্তক নিয়ে থাকেন। তোমরা কুখ বংশাবলী নও, মুখ বংশাবলী। সুতরাং মানুষ কুখ বংশাবলী অর্থাৎ গর্ভজাত আর মুখ বংশাবলীর অর্থ জানে না। মুখ বংশাবলী অর্থাৎ অ্যাডপ্ট করা সন্তান। কুখ বংশাবলী অর্থাৎ জন্ম গ্রহণ করে যে। তোমাদের এটা হলো অলৌকিক জন্ম। বাবাকে লৌকিক, অলৌকিক, পারলৌকিক বলা হয়ে থাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে অলৌকিক পিতা বলা হয়। লৌকিক পিতা সবার হয়। এটা তো সহজ কথা। পারলৌকিক পিতাও সবার। ভক্তি মার্গে সবাই হে ভগবান, হে পরমপিতা বলে থাকে। কিন্তু এই পিতাকে (প্রজাপিতা ব্রহ্মা) কখনও কেউ আহ্বান করে না। এই পিতা ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের। ঐ দুজন পিতাকে সবাই জানে। ব্রহ্মার গোঁফ দেখানো হয়েছে, কেননা ব্রহ্মা তো সূক্ষ্মবতনে। চিত্রতেও ব্রহ্মাকে দাঁড়ি গোঁফ যুক্ত দেখানো হয়েছে। কেননা প্রজাপিতা ব্রহ্মা এই সৃষ্টিতে আছেন। সূক্ষ্মবতনে তো প্রজা রচনা করতে পারবেন না। এটাও কারো বুদ্ধিতে আসেনা। এসব বিষয়ই বাবা বুঝিয়ে থাকেন। আত্মিক যাত্রা গায়নও আছে। রুহানী যাত্রা সেটাই,যেখান থেকে ফিরে আসতে হয় না। অন্যান্য যাত্রা তো জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে আসছে তারপর যাত্রা শেষে ফিরেও আসে। ওটা হলো শারীরিক যাত্রা, তোমাদের হলো আত্মিক যাত্রা। এই আত্মিক যাত্রা করলে তোমাদের মৃত্যুলোকে ফিরে আসতে হয় না। বাবা তোমাদের অমরলোকের যাত্রা শিখিয়ে থাকেন। ওরা কাশ্মীর থেকে অমরলোক যাত্রায় যায়। ওটা কোনো অমরলোক নয়। অমরলোক একটাই আত্মাদের, দ্বিতীয় হলো মানুষের, যাকে স্বর্গ অথবা অমরলোক বলা যেতে পারে। আত্মাদের জন্য নির্বাণধাম। অমরলোক হলো সত্যযুগ আর মৃত্যুলোক হচ্ছে কলিযুগ আর নির্বাণ ধাম শান্তি লোক,যেখানে আত্মারা বাস করে। বাবা বলেন — তোমরা অমরপুরীর যাত্রাপথে আছ। পায়ে হেঁটে যাওয়া হচ্ছে শারীরিক যাত্রা। এটা হলো রুহানী যাত্রা, যা শেখাতে পারেন একমাত্র রুহানী বাবা আর একবারই এসে শিখিয়ে থাকেন। ঐ যাত্রা জন্ম-জন্মান্তরের বিষয়। এটা হলো মৃত্যুলোকের অন্তিম যাত্রা। এই বিষয়ে তোমরা ব্রাহ্মণ কুল ভূষণরাই জানো। রুহানী যাত্রা অর্থাৎ স্মরণে আছো। গাওয়াও হয়ে থাকে অন্ত মতি সো গতি। তোমাদের বাবার ঘরই স্মরণে আসে। বুঝেছ এখন নাটক শেষ হতে চলেছে। এই পুরানো বস্ত্র, এই শরীর। আত্মার মধ্যে খাদ সঞ্চিত হলে শরীরেও খাদ জমে। যখন আত্মা পবিত্র হয়ে ওঠে তখন শরীরও পবিত্র পাওয়া যায়। তোমরা বাচ্চারা এই বুদ্ধি। বাইরের কেউ তা বুঝবে না। তোমরা দেখেছ কেউ-কেউ বুঝতেও পারে। আবার কারো বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই। যারা বিচক্ষণ হবে অবশ্যই অন্য কাউকে বোঝাবে। মানুষ যখন যাত্রায় (তীর্থ)যায় পবিত্র থাকে। তারপর ঘরে ফিরে অপবিত্র হয়ে পড়ে। মাস দুই পবিত্র থাকে। যাত্রারও সময় আছে। সবসময়ই তো যাত্রায় যেতে পারে না শীতে বা বর্ষার সময় কেউ যেতে পারে না।

তোমাদের যাত্রায় ঠান্ডা বা গরমের কোনো ব্যাপারই থাকে না। বুদ্ধির সাহায্যে নিজেই তোমরা বুঝতে পার যে, আমরা এখন বাবার ঘরে যাচ্ছি। যত আমরা স্মরণে থাকব ততই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবার ঘরে গিয়ে তারপর আমরা নতুন দুনিয়াতে আসব। এসবই বাবা বসে বোঝান। এখানেও নম্বর ক্রমানুসারে বাচ্চারা রয়েছে। বাস্তবে এই রূহানী যাত্রাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় কিন্তু মায়া ভুল করিয়ে দেয় সেইজন্য লিখেও থাকে বাবা তোমাকে স্মরণ করতে ভুলে যাই। এ' হল স্মরণের যাত্রা-যার দ্বারা তোমরা এভার হেল্‌দী-ওয়েল্‌দী হয়ে ওঠো, এমন ওষুধকেও তোমরা ভুলে যাও। এটাও বলে থাকে বাবাকে স্মরণ করা তো কত সহজ। নিজের সাথে কথা বলতে হবে যে আমরা আত্মা প্রথমে সতোপ্রধান ছিলাম, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছি। শিববাবা আমাদের কত যুক্তি বলে থাকেন। কিন্তু অভ্যাস করতে হবে। চোখ বন্ধ করে বিচার করা যায় না। (বাবা অ্যাক্ট করেও দেখিয়েছেন) এভাবেই নিজের সাথে কথা বলা যে আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, আমরাই রাজ্য করতাম। সেই দুনিয়া গোল্ডেন এজ ছিল তারপর সিলভার, কপার, আইরন এজে এসেছে। এখন আইরন এজের অন্তিম সময়, তবেই বাবা এসেছেন। বাবা আমরা আত্মাদের বলেন আমাকে স্মরণ কর আর ঘরকে স্মরণ কর। যেখান থেকে এসেছ, তবেই যেমন অন্তিম মতি তেমনই গতি প্রাপ্ত হবে। তোমাদের ওখানেই যেতে হবে। বাবা যুক্তি বলে থাকেন ভোরবেলা উঠে নিজের সাথে কথা বলা। বাবা(ব্রহ্মা) অ্যাক্ট করে দেখিয়ে থাকেন আমিও অমৃতবেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন করে থাকি। প্রকৃত উপার্জন করতে হবে তাইনা। ভোরের সাঁই (ভগবান)....তাকে স্মরণ করলে তোমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে। বাবা যা করেন,যেমন করেন তা বাচ্চাদেরও বুঝিয়ে থাকেন। এখানে থিটমিটের কিছুই নেই। উপার্জন করার জন্য খুব ভালো যুক্তি। ঈশ্বরকে স্মরণ করলে বাদশাহী তো পেয়েই যাবে। বাচ্চারা জানে আমরা রাজযোগ শিখছি। বাবা হলেন বীজরূপ, নলেজফুল সুতরাং আমরাও এই কল্প বৃক্ষের ঝাড়কে সম্পূর্ণ রূপে বুঝতে পেরেছি। এটা স্থূল রূপে নলেজ। কীভাবে এই ঝাড় বৃদ্ধি পায় তারপর কিভাবে এর আয়ু সম্পূর্ণ হয়। বৃক্ষের ঝাড় ঝড় তুফানে নীচে পড়ে যায়। কিন্তু এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড়ের প্রথম ফাউন্ডেশন দেবী-দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এটাও হওয়ারই ছিল। এই ধর্ম যখন লুপ্তপ্রায় হয়ে যায় তখনই বলা হয় এক ধর্মের স্থাপনা আর অনেক ধর্মের বিনাশ। কল্পে-কল্পে এই ধর্ম লুপ্ত হয়ে যায়। আত্মার মধ্যে খাদ পড়ে গেলে অলঙ্কারেও খাদ পড়ে। বাচ্চারা বুঝেছে আমাদের মধ্যে খাদ ছিল, এখন আমরা স্বচ্ছ হচ্ছি সুতরাং অন্যদেরও পথ বলে দিতে হবে। দুনিয়া এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রথমে সতোপ্রধান স্বর্গ ছিল। সুতরাং বাচ্চাদের অমৃতবেলায় উঠে নিজের সাথে কথা বলা অর্থাৎ রূহরিহান করতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। তারপর কাউকে বোঝাতেও হয় এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পর্কে। ৮৪ জন্ম কিভাবে হয়,কারা এই জন্ম গ্রহণ করে থাকে। নিশ্চয়ই প্রথমে যে আসবে সেই গ্রহণ করবে। বাবাও ভারতেই আসেন। তিনি এসে ৮৪ চক্র সম্পর্কে বুঝিয়ে থাকেন। বাবা কোথায় আসেন, এটাও কেউ জানেনা। বাবা এসে স্বয়ং নিজ পরিচয় দিয়ে থাকেন। তিনি বলেন আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই,মন্মনাভব। আমাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এভাবে কেউ-ই বোঝাতে পারবে না। যতই গীতা ইত্যাদি শুনিয়ে থাকুক। ওখানেও মানুষ যায়। কিন্তু কখনও তো ভগবান এসেছিলেন, জ্ঞান শুনিয়েছিলেন। আবার যখন আসবেন তখনই শোনাবেন না ! ওরা তো গীতা বই খুলে বসে শোনাতে থাকে। এখানে তো ভগবান জ্ঞানের সাগর, তাঁকে হাতের মধ্যে কিছু নিয়ে পড়াতে হয়না। এনাকে কিছু শিখতে হয়না। কল্প প্রথমেও তিনি সঙ্গম যুগে এসে বাচ্চাদের শিখিয়েছিলেন। বাবাই এসে রাজযোগ শেখান। এ'হলো স্মরণের যাত্রা। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে-- ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ছাড়া এই জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যেই নেই। সবার মধ্যে সর্বব্যাপীর জ্ঞান ভরা আছে। এটাও কেউ জানেনা যে পরমাত্মা বিন্দু স্বরূপ। তিনি জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন। শুধুমাত্র এমনই মহিমা করে থাকে। গুরুরা যা শেখায় তাকেই সত্য-সত্য করে থাকে। অর্থ তো কিছুই বোঝেনা। না তার উপর কখনও বিচার করে যে সত্যি না মিথ্যা। বাবা বুঝিয়ে থাকেন বাচ্চারা তোমাদের চলতে-ফিরতে স্মরণের যাত্রায় অবশ্যই থাকতে হবে। নয়তো বিকর্ম বিনাশ হবে না। যে কোনো কাজই করো না কেন কিন্তু বুদ্ধি যেন বাবার প্রতি থাকে। শ্রীনাথ মন্দিরে যখন ভোজন তৈরি করা হয় বুদ্ধি তো শ্রীনাথের প্রতিই থাকে তাইনা। বসে আছে মন্দিরে জানে যে আমরা শ্রীনাথের জন্যই ভোজন তৈরি করছি। ভোজন তৈরি করে ভোগ দেওয়ার পর ঘর পরিবার, বাচ্চাদের কথা স্মরণে আসবে। ওখানে ভোজন তৈরি করার সময় মুখ বন্ধ থাকে, কথা বলে না। মনসা দ্বারা কোনো বিকর্ম হয়না। ওরা শ্রীনাথের মন্দিরে বসে। এখানে তোমরা শিববাবার কাছে বসে আছ। এখানেও বাবা কত যুক্তি বলে থাকেন। বাচ্চারা কোনো বাজে কথা ব'লো না। সবসময় বাবার সাথে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলতে হবে। যেমন বাবা তেমনই তাঁর বাচ্চারা। বাবার স্মৃতিতে থাকে যে এই চক্র কিভাবে ঘুরছে, তবেই তিনি এসে বাচ্চাদের শুনিয়ে থাকেন। বাচ্চারা তোমরা জানো আমাদের বাবা মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তিনি চৈতন্য। কত সহজ বিষয়। কিন্তু তবুও বুঝতে পারে না কেননা প্রস্তুতবুদ্ধি হয়ে গেছে না! ঐ বীজকে আমরা চৈতন্য বলিনা। বাবা হলেন নলেজফুল, চৈতন্য। তিনি একজনই, যেখানে আরও অনেক ধরনের বীজ রয়েছে। ভগবানকে বলা হয়—মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। সুতরাং তিনি পিতা হলেন না ! আত্মাদের পিতা পরমাত্মা হলে সবাই ভাই-ভাই, বাবাও সেখানে থাকেন যেখানে তোমরা আত্মাদের নিবাস। নির্বাণ ধামে বাবা আর বাচ্চারা থাকে। এই সময় তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানরা ভাই-বোন। বাবা ব্রহ্মা দ্বারা সৃষ্টি

রচনা করেন সুতরাং ভাই-বোন সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কল্পে-কল্পে এভাবেই রচনা করেন। বাচ্চাদের অ্যাডস্ট করে থাকেন। কোনো মানুষকে প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা যায় না। যদিও বাবা বলে থাকে তবে সেটা হলো সীমিত, এনাকে প্রজাপিতা বলা হয় কেননা এনার অসংখ্য প্রজা অর্থাৎ অসংখ্য বাচ্চা। অসীম জগতের পিতা বসে বাচ্চাদের সব বিষয়ে বুঝিয়ে থাকেন। এই দুনিয়া সম্পূর্ণ রূপে ছিঃছিঃ হয়ে গেছে। এখন তোমাদের বাঃ বাঃ দুনিয়াতে নিয়ে যাবেন। তোমাদের মধ্যেও অনেক আছে যারা ভুলে যায়। যদি এটা স্মরণে থাকে তবে বাবাকেও স্মরণে থাকবে, আর গুরুকেও স্মরণে থাকবে, আমাদের এখন ফিরে যেতে হবে। পুরানো শরীর ত্যাগ করব কেননা এই শরীর এখন কোনো কাজে লাগবে না। আত্মা যখন পবিত্র হতে থাকে শরীরকেও পবিত্র হতে হবে। নিজেদের মধ্যে এমনই সব বাক্যালাপ করতে হবে, একেই বলা হয় — শুভ সন্মেলন, যেখানে ভালো ভালো কথা হবে। সার্ভিস কিভাবে আরও বৃদ্ধি পাবে। কিভাবে অনেকের কল্যাণ করব! ওদের হলো (লৌকিক) ছিঃ ছিঃ সন্মেলন, যেখানে শুধুই গল্প হয়। এখানে গল্পের কোনো ব্যাপার নেই। প্রকৃত সত্য সন্মেলন একেই বলে, যেখানে ঈশ্বরীয় জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা হয়। তোমাদের এই কাহিনী শুনিয়েছি যে এটা হলো কলিযুগ, সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয়। ভারত স্বর্গ ছিল, ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে থাকে। এখন অন্তিম সময়। এখন তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছে। এর মধ্যে কোনো গঙ্গা স্নান ইত্যাদি করতে হয় না। ভগবানুবাচ আমি সবার পিতা। কৃষ্ণ সবার পিতা হতে পারে না। এক-দুই সন্তানের পিতা শ্রী নারায়ণ নাকি কৃষ্ণ। শ্রী কৃষ্ণ তো কুমার। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অসংখ্য সন্তান। কোথায় কৃষ্ণ ভগবানুবাচ, কোথায় শিব ভগবানুবাচ। কত বড় ভুল হয়েছে। কোথাও প্রদর্শনী করলে প্রধান বিষয় এটাই বোঝাতে হবে যে গীতার ভগবান কৃষ্ণ নাকি শিব। সর্বপ্রথম এটাই বোঝান উচিত যে ভগবান শিবকেই বলা হয়। এটাই বুদ্ধিতে বসাতে হবে। একেই প্রমাণ করতে হবে। এর উপরে অনুসন্ধান হওয়া উচিত। গীতার ভগবানের চিত্র বড়ো এবং স্থায়ী হওয়া উচিত। এর নীচে লিখে দেওয়া উচিত যে বিচার বিশ্লেষণ করো আর এসে বুঝে যাও। তারপর লিখিয়ে নিয়ে সই করিয়ে নেওয়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) নিজেদের মধ্যে শুভ সন্মেলন করে সার্ভিস বৃদ্ধির জন্য প্ল্যান করতে হবে। নিজের এবং সবার কল্যাণের জন্য যুক্তি রচনা করতে হবে। কখনও কোনো ব্যর্থ কথা আলোচনা করা উচিত নয়।

২) ভোরবেলায় উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে, বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। ভোজন তৈরি করার সময় এক বাবার স্মরণেই থাকা উচিত। ধ্যান রাখো যাতে মনের চিন্তা বাইরে না ঘুরে বেড়ায়।

বরদানঃ:- বিনাশের সময় পেপারে উত্তীর্ণ হওয়া আকারী লাইট রূপধারী ভব
বিনাশের সময় পেপারে উত্তীর্ণ হওয়া বা সর্ব পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্য আকারী লাইট রূপধারী হও। যখন চলতে-ফিরতে লাইট হাউস হয়ে যাবে তখন এই রূপ (শরীর) দেখা যাবে না। যেমন অভিনয় করার সময় পোশাক পরিধান কর এবং পার্ট শেষ করার সাথে-সাথে পোশাক খুলে ফেলো। এক সেকেন্ডে ধারণ করো আর এক সেকেন্ডে ভিন্ন (শরীর থেকে আলাদা) হয়ে যাও— যখন এই অভ্যাস গড়ে উঠবে তখন যারা দেখবে তাদের অনুভব হবে যে লাইটের বস্ত্রধারী কেউ, লাইটই এদের অলঙ্কার।

স্লোগানঃ:- -- উৎসাহ-উদ্দীপনার ডানা সবসময় সাথে থাকলে প্রতিটি কার্যে সফলতা সহজেই পাওয়া যায়।

“মিষ্টি বাচ্চারা - অসীম জগতের পিতা অসীমের আসরে গরিব বাচ্চাদের কোলে তুলে নিতে এসেছেন, তাঁকে দেবতাদের আসরে আসার প্রয়োজন নেই”

*প্রশ্নঃ - কোন দিনটি বাচ্চাদের খুব ধুমধাম করে পালন করা উচিত ?

*উত্তরঃ - যেই দিন মরজীবা জন্ম হয়েছে, বাবার উপরে দৃঢ় নিশ্চয় হয়েছে ... সেই দিনটি খুব ধুমধাম করে পালন করা উচিত। সেই দিন হল তোমাদের জন্মাষ্টমী। যদি নিজের মরজীবা জন্ম দিন পালন করবে তো বুদ্ধিতে স্মরণ থাকবে যে আমাদের পুরানো দুনিয়া থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে। আমরা বাবার আপন হয়েছি অর্থাৎ স্বর্গের উত্তরাধিকারী হয়েছি।

*গীতঃ- আসরে জ্বলে উঠলো দীপশিখা.....

ওম্ শান্তি । গীত-কবিতা, ভজন, বেদ-শাস্ত্র, উপনিষদ, দেবতাদের মহিমা ইত্যাদি তোমরা ভারতবাসী বাচ্চারা অনেক শুনেছো। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো যে, সৃষ্টির চক্র কীভাবে আবর্তিত হয়। অতীতের কথাও বাচ্চারা জেনেছে। বর্তমান দুনিয়ার কি রূপ, তাও দেখেছো। সেসবই প্রাক্টিক্যাল অনুভব করেছো। বাকি যা কিছু ভবিষ্যৎ আছে - তা এখনও অনুভব করেনি। অতীতে যা হয়েছে সেসব অনুভব করেছো। একমাত্র বাবা বুঝিয়েছেন, বাবা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারবে না। অসংখ্য মানুষ আছে কিন্তু তারা কিছুই জানে না। রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানেনা। এখন কলিযুগের অন্তিম সময়, এই কথাও মানুষ জানেনা। হ্যাঁ, পরে অন্তিম সময়কে জানবে। মূল বা মুখ্যকে জানবে। বাকি পুরো নলেজ জানবে না। যারা পড়াশোনা করে কেবল সেই স্টুডেন্টরাই জানবে। এ হল মানুষ থেকে রাজার রাজা হওয়া। তাও আবার আসুরিক রাজা নয় দৈবী রাজা, যাদেরকে আসুরিক রাজারা পূজা করে। এইসব কথা তোমরা বাচ্চারা জানো। বিদ্বান, আচার্য ইত্যাদি একটুও জানে না। ভগবান, যাঁকে বহিঃশিখা বলা হয় তাঁকে জানেনা। যারা গীত গাইছে তারাও জানে না। শুধু মহিমা গান করে। ভগবানও কোনো এক সময়ে এই দুনিয়ার আসরে এসেছিলেন। আসর অর্থাৎ জন সমাবেশ হয় যেখানে। এই আসরে খাবার দাবার, মদ্য পানীয় ইত্যাদি পাওয়া যায়। এখন এই আসরে তোমরা বাবার কাছে অবিনাশী জ্ঞান রত্নের খাজানা প্রাপ্ত করছো অথবা এমন বলা হবে আমরা বৈকুণ্ঠের বাদশাহী বাবার কাছে প্রাপ্ত করছি। এই সম্পূর্ণ আসরে আত্মা রূপী বাচ্চারা বাবাকে জানে যে, বাবা আমাদের উপহার দিতে এসেছেন। বাবা আসরে কি দিচ্ছেন, মানুষ আসরে একে অপরকে কি দেয়, রাত-দিনের পার্থক্য আছে। বাবা যেমন হালুয়া খাওয়ান এবং তারা অতি সস্তার চানা খাওয়ায়। হালুয়া আর চানা (ছোলা) - দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। একে অপরকে চানা খাওয়াতে থাকে। কেউ উপার্জন না করলে বলা হয় - এ তো চানা চিবোচ্ছে।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো অসীম জগতের পিতা আমাদেরকে স্বর্গের রাজস্ব প্রদান করছেন। শিববাবা এই আসরে আসেন তাইনা। শিব জয়ন্তীও তো পালন করে তাইনা। কিন্তু তিনি এসে কি করেন - সে কথা কেউ জানেনা। উনি হলেন পিতা। বাবা নিশ্চয়ই কিছু খাওয়ান, দান করেন। মাতা-পিতা জীবনের দেখাশোনা তো করেন তাইনা। তোমরাও জানো উনি হলেন মাতা পিতা, তিনি এসে জীবনের প্রতিপালন করেন। দত্তক নেন। বাচ্চারা নিজেরাই বলে বাবা আমরা আপনার ১০ দিনের সন্তান অর্থাৎ ১০ দিন হয়েছে আপনার আপন হয়েছি। তখন বোঝা উচিত যে, আমরা বাবার কাছে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করার অধিকারী হয়েছি। বাবার কোলে স্থান পেয়েছি। জীবিত অবস্থায় কারো কোলে স্থান পাওয়া অন্ধ শ্রদ্ধার দ্বারা হয় না। মাতা পিতাও সন্তানকে দত্তক দেয়। ভাবে যে, আমাদের সন্তান তাদের কাছে বেশি সুখী থাকবে। তারা অনেক ভালোবাসার সাথে লালন পালন করবে। তোমরাও লৌকিক পিতার সন্তান এখানে এসে অসীমের পিতার কোলে স্থান প্রাপ্ত কর। অসীম জগতের পিতা কতখানি ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে আপন কোলে স্থান দেন। বাচ্চারাও লেখে বাবা আমি আপনার সন্তান হয়েছি। শুধু দূরে থেকে তো বলবে না। প্রাক্টিক্যাল দত্তক নেওয়া হয় তার অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হয়। যেমন করে জন্মদিন পালন করা হয় তাইনা। সুতরাং এখানেও সন্তান রূপে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়, বাচ্চারা বলে আমরা আপনার হয়েছি তো ৬-৭ দিন পরে নামকরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা উচিত। কিন্তু কেউ তো পালন করে না। নিজের জন্মাষ্টমী তো খুব ধুমধাম করে পালন করা উচিত। কিন্তু পালন করে না। জ্ঞানও নেই যে আমাদেরকে জন্ম জয়ন্তী পালন করতে হবে। ১২ মাস হলে পালন তো করে। প্রথমে যখন পালন করো না তো ১২ মাস পরে কেন পালন করো ? জ্ঞানই নেই, নিশ্চয় নেই হয়তো। এক বার জন্ম দিন পালন করলে সে তো মজবুত হয়ে গেল কিন্তু যদি জন্ম দিন

পালন করে ভাগ্যী হয়ে গেল অর্থাৎ বাবাকে পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেল তখন বুঝবে মরে গেল। জন্মও কেউ তো ধুমধাম করে পালন করে। কেউ গরিব যদি হয় সে গুড় ছোলাও বিতরণ করতে পারে। বেশি নয়। বাচ্চাদের পুরোপুরি বোধ থাকে না তাই খুশীর অনুভূতিও হয় না। জন্ম দিন পালন করলে স্মরণও মজবুত হবে। কিন্তু তেমন বুদ্ধি নেই। আজ তবুও বাবা বোঝাচ্ছেন যারা নতুন বাচ্চারা, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস যদি থাকে তবে জন্মদিন পালন করবে। অমুক দিনে আমাদের নিশ্চয় হয়েছে, যার থেকে জন্মাষ্টমী শুরু হয়। অতএব বাচ্চাদেরকে বাবা ও স্বর্গের অধিকারকে (বর্সা) পুরোপুরি স্মরণ করা উচিত। সন্তান কখনও ভুলে যায় না যে, আমি অমুকের সন্তান। এখানে বলে যে, বাবা তোমার কথা আমাদের স্মরণে থাকে না। এমন কথা জ্ঞান পাওয়ার পূর্বে কখনও বলে না। স্মরণে না আসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, বাবা তো সবাইকেই স্মরণ করেন। সব আমার সন্তানরা কাম চিতায় বসে স্বপ্নে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে। এমন কথা কোনো গুরু বা মহাত্মা ইত্যাদি বলবে না। এই কথাটি হল ভগবানুবাচ যে সবাই আমার সন্তান। সবাই (আত্মারা) তো ভগবানের সন্তান, তাইনা। সব আত্মারা হল পরমাত্মার সন্তান। বাবাও যখন শরীরে আসেন তখন বলেন - এই সব আত্মারা হল আমার সন্তান। কাম চিতায় বসে ভ্রষ্টীভূত তমোপ্রধান হয়েছে। ভারত বাসীরা কতখানি আয়রন এজেড হয়ে গেছে। কাম চিতায় বসে সবাই শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছে। যে পূজ্য একনম্বরের গৌর বর্ণ ছিল, সে-ও এখন পূজারী শ্যাম বর্ণে পরিণত হয়েছে। যে সুন্দর সে-ই শ্যাম হয়েছে। এই কাম চিতায় বসা অর্থাৎ সাপের উপরে বসা। বৈকুণ্ঠে সাপ ইত্যাদি হয় না যে, দংশন করবে। এমন কোনও ব্যাপারই হয় না। বাবা বলেন - ৫ বিকার প্রবেশ করেছে তাই তোমরা জঙ্গলের কাঁটায় পরিণত হয়েছে। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা বিশ্বাস করি যে, এই দুনিয়া হলই কাঁটার জঙ্গল। একে অপরকে কাঁটা বিদ্ধ করে সবাই ভ্রষ্টীভূত হয়েছে। ভগবানুবাচ - আমি জ্ঞানের সাগর, আমার সন্তানেরা যাদেরকে আমি কল্প পূর্বেও এসে স্বচ্ছ বানিয়েছিলাম তারাই এখন পতিত কালো হয়েছে। বাচ্চারা জানে আমরা সুন্দর (গৌর) থেকে অসুন্দর (শ্যাম) কীভাবে পরিণত হই। সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি নাটশেলে (সার রূপে) বুদ্ধিতে আছে। এই সময় তোমরা জানো কেউ ৫-৬ বছর থেকে নিজের বায়োগ্রাফি জানে নম্বর অনুযায়ী বুদ্ধি অনুসারে। প্রত্যেকে নিজের পাস্ট বায়োগ্রাফিকেও জানে - আমরা কি-কি খারাপ কাজ করেছি। মুখ্য মুখ্য কথা তো বলা হয় - আমরা কি-কি করেছি। পূর্ব জন্মের কথা তো বলতে পার না। জন্ম-জন্মান্তরের বায়োগ্রাফি কেউ বলতে পারে না। যদিও ৮৪ জন্ম কীভাবে নিয়েছ সে কথা বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, যারা পুরো ৮৪ জন্ম নিয়েছে, তাদেরই স্মরণে আসবে। ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য আমি তোমাদেরকে শ্রীমৎ প্রদান করি তাই বাবা বলেন এই নলেজ সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য। যদি মুক্তিধাম ঘরে যেতে চাও তবে কেবল বাবা নিয়ে যেতে পারেন। বাবা ব্যতীত কেউ নিজের ঘর অর্থাৎ পরমধামে ফিরে যেতে পারে না। কারো কাছে এই যুক্তি নেই যে বাবাকে স্মরণ করবে আর সেখানে পৌঁছে যাবে। পুনর্জন্ম তো সবাইকে নিতে হবে। বাবা ব্যতীত কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। মোক্ষ লাভের আশা তো কখনও করবে না। সে তো অসম্ভব। এই হল অনাদি পূর্ব রচিত ড্রামা, এর বাইরে কেউ বেরোতে পারে না। এক পিতাই হলেন সকলের লিবারেটর, গাইড। তিনি স্বয়ং এসে যুক্তি বলে দেন যে, আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। নাহলে দন্ড ভোগ করতে হবে। পুরুষার্থ না করলে মনে করা হবে যে এখানকার নয়। মুক্তি-জীবনমুক্তির পথ তোমরা বাচ্চারা নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে জানো। প্রত্যেকের নিজস্ব বোঝানোর গতি আছে। তোমরাও তো বলতে পারো - এই সময় হল পতিত দুনিয়া। কত মারামারি ইত্যাদি হয়। সত্যযুগে এইসব হবে না। এখন হল কলিযুগ। এই কথা তো সব মানুষ স্বীকার করবে। সত্যযুগ ত্রেতা... গোল্ডেন এজ, সিলভার এজ... অন্য ভাষায় অন্য নাম বলা হবে নিশ্চয়ই। ইংলিশ ভাষা তো সবাই জানে। ডিকশনারিও হয় - ইংলিশ হিন্দির। ইংরেজরা অনেক বছর রাজত্ব করে গেছে তাই তাদের ইংরেজি কাজে লাগে।

মানুষ এই সময় এই কথা তো স্বীকার করে যে, আমাদের কোনও গুণ নেই, বাবা তুমি এসে দয়া করো পুনরায় আমাদেরকে পবিত্র বানাও, আমরা পতিত হয়েছি। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে, পতিত আত্মারা একজনও ফিরে যেতে পারবে না। সবাইকে সতঃ রজঃ তমঃতে আসতেই হবে। এখন বাবা এই পতিত আসরে আসেন, এই হল বিশাল আসর। আমি দেবতাদের আসরে কখনও আসি-ই না। যেখানে অনেক ঐশ্বর্য, ৩৬ প্রকারের ভোজন প্রাপ্ত হয়, সেখানে আমি আসি-ই না। যেখানে বাচ্চাদের রুটি প্রাপ্ত হয় না, তাদের কাছে এসে কোলে নিয়ে সন্তান রূপে আপন করে স্বর্গের অধিকার প্রদান করি। ধনীদেব সন্তান রূপে আপন করি না, তারা তো নিজের নেশায় ডুবে থাকে। তারা নিজেরাই বলে আমাদের জন্য তো স্বর্গ এখানেই, তারপরে কেউ মারা গেলে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই দুনিয়া হল নরক তাইনা। তোমরা কেন বোঝাও না। এখনও খবরের কাগজে কেউ যুক্তিযুক্ত ভাবে লিখে ছাপায় নি। বাচ্চারাও জানে ড্রামা আমাদের পুরুষার্থ করায়, আমরা যে পুরুষার্থ করি - সেসব ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। ড্রামা ভেবে বসে থাকবে না। প্রতিটি কথায় পুরুষার্থ নিশ্চয়ই করতেই হবে। কর্মযোগী, রাজযোগী তোমরা, তাইনা। তারা হল কর্ম সন্ন্যাসী, হঠযোগী। তোমরা তো সবকিছু কর। লৌকিক ঘরে থাকো, সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ কর। তারা তো পরিত্যাগ

করে পালিয়ে যায়। ভালো লাগে না। কিন্তু সেই পবিত্রতাও তো ভারতের প্রয়োজন তাইনা। তবু ভালো। এখন তো পবিত্রও হয় নি। এমন তো নয় তারা পবিত্র দুনিয়ায় যেতে পারে। বাবা ব্যতীত কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। এখন তোমরা জানো - শান্তিধাম তো আমাদের ঘর। কিন্তু যাবে কীভাবে ? অনেক পাপ করেছে। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। কাঁর সম্মান নষ্ট হচ্ছে ? শিববাবার। কুকুর বেড়াল, প্রতিটি কণায় কণায় পরমাত্মা আছেন বলে দেয়। রিপোর্ট কাকে করবে ! বাবা বলেন আমিই শক্তিশালী (সমর্থ) । আমার সঙ্গে ধর্মরাজও আছে। এই সময় হল সবার জন্য বিনাশের সময়। সবাই সাজা ভোগ করে ফিরে যাবে। ড্রামার রচনা এমনই হয়ে আছে। সাজা ভোগ করতেই হবে। এইরূপ সাক্ষাৎকার তো হয়। গর্ভজেলেও সাক্ষাৎকার হয়। তোমরা এই কাজ করেছে যার দন্ড প্রাপ্ত হয়, তবেই তো বলে যে, এই জেল থেকে মুক্ত করো। আমরা পুনরায় পাপ কর্ম করবো না। বাবা এখানে সম্মুখে এসে এই সব কথা বোঝাচ্ছেন। গর্ভেও দন্ড ভোগ করে। সেও তো একটি জেল, দুঃখ অনুভব হয়। সেখানে সত্যযুগে দুটি জেল হয় না, যেখানে সাজা ভোগ করবে।

এখন বাবা বোঝাচ্ছেন বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো তো খাদ বেরিয়ে যাবে। তোমাদের এই কথা গুলি অনেকে বিশ্বাস করবে। ভগবানের নাম তো আছে। শুধুমাত্র ভুল করেছে যে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। এখন বাবাও বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন - এই কথা যে শুনছো, শুনে খবরের কাগজে ছাপাও। শিববাবা এই সময় সবাইকে বলেন - ৮৪ জন্ম ভোগ করে তমোপ্রধান হয়েছো। এখন আমি পুনরায় পরামর্শ দিচ্ছি - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে তখন মুক্তি-জীবনমুক্তি ধামে চলে যাবে। বাবার আদেশ হল এই - আমাকে স্মরণ করো তাহলে খাদ বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা - বাচ্চারা, আর কত বোঝাবো তোমাদের। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সকল বিষয়ের জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে। ড্রামা ভেবে বসে থাকবে না। কর্মযোগী, রাজযোগী হতে হবে। কর্ম সন্ধ্যাসী, হঠযোগী নয়।

২) দন্ড ভোগ না করে বাবার সঙ্গে ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্য স্মরণে থেকে আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে। শ্যাম থেকে সুন্দরে পরিণত হতে হবে।

বরদানঃ:- নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা নতুনত্বের পতাকা উত্তোলনকারী শক্তিস্বরূপ ভব বর্তমানে সময় অনুযায়ী, সময়ের সমীপতা অনুযায়ী যখন অন্যদের উপরে শক্তি রূপের প্রভাব বিস্তার করবে তখন অন্তিম প্রত্যক্ষ স্বরূপকে নিকটে আনতে পারবে। যেমন স্নেহ এবং সহযোগকে প্রত্যক্ষ করেছে তেমনই সার্ভিসের দর্পণে শক্তি রূপের অনুভব করাও। যখন নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা শক্তি রূপের নতুনত্বের পতাকা ওড়াতে থাকবে, তখন প্রত্যক্ষতা হবে। নিজেদের শক্তি স্বরূপের দ্বারা সর্ব শক্তিমান বাবার সাক্ষাৎকার করাও।

স্নোগানঃ:- মনের দ্বারা শক্তির এবং কর্মের দ্বারা গুণের দান করাই হল মহাদান।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই দেহের ভান থেকেও মরে যাও অর্থাৎ এই পুরাতন পতিত শরীরের প্রতি ভালোবাসা না রেখে কেবল বাবার সাথেই সত্যিকারের ভালোবাসার সম্বন্ধ (প্ৰীতি) স্থাপন করো”

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, এই সঙ্গমযুগে তোমাদের স্বাভাবিক বিউটি (সৌন্দর্য) কোনটি ?

*উত্তরঃ - জ্ঞানের অলংকারের দ্বারা সর্বদা সুসজ্জিত থাকা - এটাই হলো তোমাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য। যে জ্ঞানের অলংকারের দ্বারা সুসজ্জিত থাকে, তার চেহারা ফুলের মতো প্রস্ফুটিত থাকে। যদি খুশি না থাকে, তাহলে অবশ্যই কোনোভাবে দেহ অভিমানের বশীভূত হওয়ার অভ্যাস রয়েছে, যা থেকে সকল বিকারের উৎপত্তি হয়।

*গীতঃ- মহফিল মেন্ জল উঠি শমা... (জলসাঘরে জ্বলে উঠল জ্যোতি.../প্ৰীতির কারণে পুড়ে মরা পিপীলিকারই বিধি)

ওম্ শান্তি । এই গানের অর্থ কতই না বিচিত্র। প্ৰীতি তৈরী হয়েছে কিসের জন্য ? (মৃত্যু বরণের জন্য) কার সাথে প্ৰীতি হয়েছে ? ভগবানের সঙ্গে। কারণ এই দুনিয়া থেকে মরে গিয়ে তাঁর কাছে যেতে হবে। কখনো কি কারোর সাথে এইরকম প্ৰীতি হয়েছে যার জন্য মৃত্যু বরণের চিন্তা করেছে ? এইরকম হলে কি কেউ ভালোবাসা রাখবে ? গানের অর্থ সত্যিই ওয়ান্ডারফুল। বহুশিখার সাথে ভালোবাসা থাকার কারণে পতঙ্গ তার চারিদিকে ঘোরাফেরা করে এবং শেষে তাতে জ্বলে মরে যায়। তোমাদেরকেও বাবার কাছে আসার পথে এই শরীর ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কারোর সাথে ভালোবাসা রাখলে যদি মরতে হয়, তাহলে তো সে খুব বড় শত্রু হয়ে গেল। এইজন্যই মানুষ ভয় পায়। ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য কত দান-পূণ্য, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি করে থাকে। শরীর ছাড়ার সময়ে মানুষ বলে - ভগবানকে স্মরণ করো। ভগবান কতো নামী। তিনি যখন আসেন, তখন সমগ্র দুনিয়াকে শেষ করে দেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা এই ইউনিভার্সিটিতে আসি পুরাতন দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য। পুরাতন দুনিয়াকে পতিত দুনিয়া বা হেল বলা হয়। বাবা এখন নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার রাস্তা বলছেন - কেবল আমাকে স্মরণ করো, আমি হেভেনলী গড ফাদার। ওই বাবার কাছ থেকে তোমরা টাকা-পয়সা, সম্পত্তি, বাড়ি ইত্যাদি পাবে। কন্যারা সেটাও পাবে না। তাদেরকে অন্যের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। অর্থাৎ তারা উত্তরাধিকার নয়। ইনি তো সকল আত্মার পিতা। এনার কাছে সকলকেই আসতে হবে এবং মরতে হবে। নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সময়ে বাবা আসেন এবং সবাইকে ঘরে নিয়ে যান। কারণ নতুন দুনিয়ায় তো খুব কম মানুষ থাকবে। পুরাতন দুনিয়ায় অনেক মানুষ আছে। নতুন দুনিয়ায় যেমন মানুষ খুব কম থাকবে, সেইরকম অনেক সুখও থাকবে। পুরাতন দুনিয়ায় অনেক মানুষ আছে বলে অনেক দুঃখ। তাই মানুষ এত আর্তনাদ করে। বাপু গান্ধী, যাদের ভারতের জাতির জনক বলা হয়, তিনিও বলতেন - হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। কেবল তাকে চিনত না। মানুষ বোঝে যে পরমপিতা পরমাত্মা-ই পতিত-পাবন। তিনিই ওয়ার্ল্ডের লিবারেটর। রাম-সীতাকে তো সমগ্র দুনিয়া মানবে না। এটাই ভুল। পরমপিতা পরমাত্মাকেই সমগ্র দুনিয়া লিবারেটর, গাইড বলে মানে। দুঃখ থেকে লিবারেট করেন। আচ্ছা, দুঃখ কে দেয় ? বাবা কখনোই দুঃখ দিতে পারেন না। কারণ তিনি পতিত-পাবন। তিনি পবিত্র দুনিয়া সুখধামে নিয়ে যান। তোমরা হলে সেই আত্মিক পিতার আত্মা রূপী সন্তান। বাবা যেহেতু, বাচ্চারাও সেইরকম। লৌকিক বাবার সন্তানরা শারীরিক সন্তান। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা আমাদেরকে উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য এসেছেন। আমরা স্টুডেন্ট, এটা ভুলে গেলে চলবে না। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে যে শিববাবা মধুবনে মুরলী বাজান। সেটা কার্ঠের তৈরী মুরলী নয়। কৃষ্ণের নৃত্য করা, মুরলী বাজানো - এগুলো সব ভক্তিমার্গের কথা। তোমরা কখনোই বলতে পারো না যে কৃষ্ণ মুরলী বাজায়। শিববাবা-ই মুরলী বাজান। তোমাদের কাছে ভালো ভালো গীতিকার আসবে। গান সাধারণত ছেলেরাই লেখে। তোমরা ঐরকম ভক্তিমার্গের গান গাইতে পারো না। তোমাদেরকে কেবল শিববাবা-কে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন, আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। শিববাবাকে বিন্দু (শূন্য) বলা হয়। ব্যবসায়ীরা বিন্দুকে (শূন্যকে) শিব লেখে। একটা শূন্য লিখলে ১০ হয়ে যায়। আরেকটা শূন্য লিখলে ১০০ হয়। তোমাদেরকেও শিববাবা-কে স্মরণ করতে হবে। যত বেশি শিববাবা-কে স্মরণ করো, অর্ধেক কল্পের জন্য তত ধনী হয়ে যাও। ওখানে কেউ গরিব হবে না। সকলেই সুখী হবে। দুঃখের নামও থাকবে না। বাবার স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা অনেক ধনী হয়ে যাবে। এটাকেই বলা হয় সত্যিকারের বাবার কাছ থেকে সত্যিকারের উপার্জন। এই উপার্জনই তোমাদের সঙ্গে থাকবে। অন্য মানুষেরা তো খালি হাতে ফিরে যায়। তোমাদেরকে হাত ভর্তি করে ফিরতে হবে।

বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর পবিত্র হতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন, পবিত্র থাকলে শান্তি এবং সমৃদ্ধিও থাকবে। তোমরা আত্মারা আগে পবিত্র ছিলে। পরে অপবিত্র হয়ে গেছ। সন্ন্যাসীদেরকেও পুরো পবিত্র বলা যাবে না। তোমরা সম্পূর্ণ সন্ন্যাস করছ। তোমরা জানো যে ওরা কতটুকু সুখলাভ করে। হয়তো অল্প একটু সুখ পায় কিন্তু তারপরে অনেক দুঃখ। ওগুলো হলো ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গে হনুমানের পূজা করলে তার দর্শন পাওয়া যায়। চন্দ্রীদেবীর পূজায় কত বড় মেলা হয়। তার ছবিও সামনে রাখা থাকে। যার ধ্যান করবে, তার ছবিই চোখের সামনে ভাসবে। কিন্তু এতে কি প্রাপ্তি হয়? অনেক রকম মেলার আয়োজন করা হয়। কারণ অনেক বেচাকেনা হয়। এগুলো সব ওদের ব্যবসা। বলা হয় নর থেকে নারায়ণ বানানোর ব্যবসা হলো সবথেকে শ্রেষ্ঠ ব্যবসা। খুব কমজন এই ব্যবসা করে। বাবার বাচ্চা হয়ে এই শরীর সহ সবকিছু বাবাকে দিয়ে দিতে হবে। কারণ তোমরা জানো যে তোমরা নতুন শরীর পাবে। বাবা বলেন, তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হলেই কৃষ্ণপুরীতে যেতে পারবে। কৃষ্ণপুরীতে কেউ এভাবে বলবে না যে আমাকে পবিত্র করে দাও। এখানে তো প্রত্যেক মানুষই আত্ননাদ করে - হে মুক্তিদাতা, তুমি এসো, এই পাপাত্মাদের দুনিয়া থেকে মুক্ত করো। এখন তোমরা জেনেছো যে বাবা আমাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছেন। ওখানে যাওয়া তো ভালো। মানুষ শান্তি চায়। কিন্তু শান্তি কাকে বলে সেটা জানেনা। কর্ম না করে তো কেউ থাকতে পারবে না। শান্তিধামেই শান্তি আছে। তবে শরীর থাকলে কর্ম তো করতেই হবে। সত্যযুগে মানুষ কর্ম করেও শান্ত থাকে। অশান্তি মানুষকে দুঃখ দেয়। তাই মানুষ বলে - কিভাবে শান্তি পাওয়া যাবে। এখন তোমরা জানো যে শান্তিধাম আমাদের ঘর। সত্যযুগে সুখ, শান্তি সবই আছে। এই দুটোই চাও নাকি কেবল শান্তি চাও। এখানে অনেক দুঃখ আছে। তাই পতিত-পাবন বাবাকে এই দুনিয়ায় আহবান করে। ভগবানের সাথে মিলিত হওয়ার জন্যই ভক্তি করে। ভক্তিও আগে একজনের করা হত, পরে অনেকের ভক্তি করা শুরু হয়েছে। ব্যভিচারের ভক্তিতে কতকিছুই না করে। সিঁড়ির ছবিতে ভালো করে দেখানো হয়েছে। কিন্তু আগে বোঝাতে হবে যে ভগবান কে? শ্রীকৃষ্ণকে এইরকম কে বানিয়েছেন। আগের জন্মে সে কে ছিল। বোঝানোর সময়ে ভালো যুক্তি দেখাতে হবে। যে ভালো সেবা করে, তার আন্তরিক খুশি হয়। ইউনিভার্সিটিতেও যে ভালো পড়াশোনা করে, সে অন্যদের থেকে এগিয়ে যায়। ক্রম তো থাকেই। কেউ কেউ নির্বোধ হয়। শিববাবাকে আত্মা বলে - আমার বুদ্ধির তাল খুলে দাও। বাবা বলেন - বুদ্ধির তাল খোলার জন্যই আমি এসেছি। কিন্তু তোমার কর্ম এমন যে তাল খুলছে না। তাহলে বাবা কি করবেন! অনেক পাপ করেছে, তাই বাবার কি করার আছে? টিচারকে যদি বলে যে আমি কম পড়াশুনা করি, তাহলে টিচার কি করবে? টিচার তো কৃপা করতে পারে না। হয়তো একটু টাইম দিয়ে পড়াবে। তারজন্য তো কোনো বাধা নেই। প্রদর্শনী খোলাই আছে। সেখানে গিয়ে প্র্যাক্টিস করো। ভক্তিমার্গে মানুষ বলে মালা জপ করো। কেউ বলবে মন্ত্র উচ্চারণ করো। এখানে তো স্বয়ং বাবা নিজের পরিচয় দিচ্ছেন। বাবাকেই স্মরণ করতে হবে যার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সত্যযুগে তো পারলৌকিক পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া হয়ে যায়। তাই আর স্মরণ করার দরকার হয় না। ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তাই ভালোভাবে উত্তরাধিকার নিতে হবে। এর জন্য বাবা বলছেন - কখনোই বিকারে লিপ্ত হবে না। যদি একটুও বিকারের স্বাদ পেয়ে যাও, তবে সেটা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকবে। সিগারেট ইত্যাদি একবার স্বাদ পেলে সঙ্গে সঙ্গে অসংস্পর্শের রঙ লেগে যায় এবং সেই নেশা থেকে বেরিয়ে আসা মুশকিল হয়ে যায়। তখন কত অজুহাত দেয়। কোনো কিছুর অভ্যাস করে ফেলা উচিত নয়। সমস্ত খারাপ অভ্যাস ছাড়তে হবে। বাবা বলছেন, বেঁচে থেকেও দেহের ভাব ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো। দেবতাদের সবসময় পবিত্র ভোগ নিবেদন করা হয়। তাই তোমরাও পবিত্র ভোজন খাও। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন ফুলের মতো হাসিখুশী থাকতে হবে। কন্যার বিয়ে হওয়ার পর তার মুখ হাসিখুশী থাকে। ভালো গয়না, কাপড় পড়লে খুব সুন্দর দেখায়। এখন তোমরা স্ত্রীজনের অলংকার পড়ছো। ওখানে স্বর্গে তো স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকবে। কৃষ্ণের নামটাই কতো সুন্দর। রাজা-রানী, প্রিন্স-প্রিন্সেস সকলেই খুব সুন্দর হয়। ওখানে প্রকৃতিও সতোপ্রধান হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো ন্যাচারাল বিউটি এখানে কেউ তৈরী করতে পারবে না। ওদেরকে কেউ এই চোখ দিয়ে দেখতেই পাবে না। হ্যাঁ, তাদের সাক্ষাৎকার হলেও তা থেকে তো হুবহু একইরকম ছবি বানানো সম্ভব নয়। যদি কোনো আর্টিস্টের সাক্ষাৎকার হয়ে যায় আর সে সঙ্গে সঙ্গে বসে বানালো, তাহলে কিছুটা হয়তো সম্ভব। কিন্তু তাও খুব কঠিন কাজ। সুতরাং বাচ্চারা, তোমাদের অনেক নেশা হওয়া উচিত। এখন বাবা আমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছেন। বাবার কাছ থেকে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার পাই। এখন আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। বুদ্ধিতে এইরকম চিন্তা ভাবনা আসলে অনেক খুশি হবে। বিকারের সামান্যতম চিন্তাও যেন না আসে। বাবা বলেন - কাম বিকার সবথেকে বড় শত্রু। দ্রোপদীও এইজন্যই আত্ননাদ করেছিল। বাবা বলেন - তোমরা কেবল আমার কাছ থেকেই শোনো আর আমার এই শ্রীমৎ অন্যদেরকেও শোনাও। সন্তানের দ্বারাই পিতার প্রদর্শন হয়। পিতা কে? শিববাবা। শিব এবং শালগ্রামের কথা প্রচলিত রয়েছে। শিববাবা যা বোঝাচ্ছেন, সেগুলোকে ফলো করো। ফলো ফাদার। এটা তাঁরই গায়ন। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা অনুসরণ করে ঐরকম পবিত্র হও। ফলো করলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে। লৌকিক পিতাকে ফলো করে তোমরা ৬৩ জন্ম সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেছ। এখন পারলৌকিক পিতাকে ফলো করে ওপরে উঠতে হবে। বাবার

সঙ্গে যেতে হবে। বাবা বলেন, এক-একটা জ্ঞানরত্ন লক্ষ টাকার সমান। বাবা প্রতিদিন বোঝাতে থাকেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা সবার প্রথমে সবাইকে দুই বাবার পরিচয় দাও। লৌকিক বাবা অপবিত্র হওয়ার উত্তরাধিকার দেন। পারলৌকিক বাবা পবিত্র হওয়ার উত্তরাধিকার দেন। কত পার্থক্য রয়েছে! এখন পারলৌকিক বাবা বলছেন, পবিত্র হও। যারা বিকারে লিপ্ত হয় তাদের অপবিত্র বলা হয়। তোমাদের মিশন হল অপবিত্রদের পবিত্র হওয়ার রাস্তা দেখানো। পারলৌকিক বাবাও এখন বলছেন - পবিত্র হও, কারণ বিনাশ সামনে রয়েছে। তাই এখন কি করা উচিত? অবশ্যই পারলৌকিক বাবার নির্দেশ অনুসারে চলা উচিত, তাই না! প্রদর্শনীতে এই প্রতিজ্ঞা লেখানো উচিত - পারলৌকিক বাবাকে অনুসরণ করবে? অপবিত্রতা ত্যাগ করবে? লেখো। বাবা এই গ্যারান্টি দেন, তোমরাও এর গ্যারান্টি নিতে পারো। তোমরা অপবিত্রই কেন হও আবার আত্মন করো কেন, হে পতিত-পাবন এসো! সবকিছু পবিত্রতার উপর নির্ভর করে। বাচ্চারা, তোমাদের দিনে-দিনে খুশি হওয়া উচিত। বাবা আমাদেরকে স্বর্গের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কোনো প্রকারের খারাপ (ছি-ছি) স্বভাব থাকা উচিত নয়। জীবিত থেকেও এই শরীরের অনুভূতি ত্যাগ করতে হবে।

২) পারলৌকিক বাবাকে অনুসরণ করে পবিত্র হতে হবে। ঔঁনার শ্রীমং অনুসারে চলার প্রতিজ্ঞা করতে হবে এবং অন্যদেরও করাতে হবে।

বরদান:- নিজের শ্রেষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা শুদ্ধ বায়ুমন্ডল বানিয়ে সর্বদা শক্তিশালী আত্মা ভব যারা সর্বদা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনোভাবে স্থিতিশীল থাকে তারা কখনো কোনো প্রকারের বায়ুমন্ডল, ভাইব্রেশনের দ্বারা নড়চড় হয় না। মনোভাবের দ্বারা বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়, যদি তোমার মনোভাব শ্রেষ্ঠ হয় তাহলে বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলে - কি করব! বায়ুমণ্ডলই এরকম ছিল, এই বায়ুমন্ডলের কারণে আমার মনোভাব বিঘ্নিত হয়েছিল - সেই সময়ে শক্তিশালী আত্মা হওয়ার পরিবর্তে দুর্বল আত্মা হয়ে যায়। সুতরাং, নিজের প্রতিজ্ঞার স্মৃতির মাধ্যমে মনোভাবকে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে দাও তাহলে শক্তিশালী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হয়ে সবাইকে গুণের মূর্তিতে পরিণত করাই হলো মহান দাতা হওয়া।

“মিষ্টি বাচ্চারা - চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম, নিজেদের পরিবার পরিজনকে জ্ঞান শোনাও, নিজেদের স্বগোষ্ঠীদের (হমজিন্স) কল্যাণ করো”

*প্রশ্নঃ - কোন শ্রীমতের পালনকারী বাচ্চারা নিজেদের অবস্থাকে একরস বানাতে পারে ?

*উত্তরঃ - অবস্থাকে একরস বানানোর জন্য বাবার শ্রীমৎ হল বাচ্চারা রোজ সকাল সকাল উঠে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে বাবাকে স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবা যা শোনাচ্ছেন তা শোনো। আর যদি স্মরণ না করো তবে আজোবাজে চিন্তা পাক খেতে থাকবে, ব্যর্থ সংকল্প আসবে। সেইজন্য বাবা রায় দিচ্ছেন যে, রোজ সকাল সকাল উঠে নিজের কাছে নিজে প্রতিজ্ঞা করো যে, চলতে - ফিরতে, খাওয়া দাওয়া করার সময়... রান্না করার সময় বাবাকেই স্মরণ করবো।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানে যে রুহানী বাবা, সব আত্মাদের বাবা, যিনি হলেন সব কিছুর থেকেও উচ্চ থেকেও উচ্চ, তাঁকেই শিবায় নমঃ বলা হয়। ফাদারও বলা হয়। সেই বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা, যাকে পতিত-পাবন, জ্ঞানের সাগর বলা হয়। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা ওঁনার সামনে বসে আছি। এটা বাচ্চারা তোমাদেরকে বোঝাতে হবে। যেমন কোনো একটি গীতা পার্শ্বশালায় কৃষ্ণের একটা ৬ ফুট লম্বা চিত্র ছিল। কৃষ্ণকে তো বাস্তবে ছোটই দেখানো হয়, তারপর বলে দেয় ইনি হলেন গীতার ভগবান । তাহলে গীতা তিনি কখন শুনিয়েছিলেন ? শৈশবকালে নাকি যখন ৬ ফুটের হয়েছিল তখন ? রাধা আর কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। রাধা, কৃষ্ণের কে ছিল ? রাধাকে ভগবতী আর কৃষ্ণকে ভগবান বলা হয়। এদের দুজনের কী সম্পর্ক ? এ'কথা কারও জানা নেই। কৃষ্ণ গীতার উপদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু কখন ? যখন তোমরা এই রকম এই রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে তখন তারা বুঝে যাবে যে, ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা ছাড়া আর কেউই এই ধরনের প্রশ্ন করতে পারে না। যত বড় বড় রাজাই হোক না কেন সন্ন্যাসীদেরকে দেখে পা ছুঁয়ে প্রণাম করবেই। কারো তো প্রশ্ন করবার সাহসই হবে না। তোমরা সেই সাহস রেখে থাকো। তারা বলে, ব্রহ্মাকুমারীদের মধ্যে এতো জ্ঞান আছে যে, তারা বসে রচনা আর রচয়িতার অনেক নলেজ শুনিয়ে থাকে। তাদের বায়োগ্রাফি বলতে পারে। তোমরা তাদেরকে বলতে পারো, তোমরা শিব জয়ন্তী পালন করে থাকো, পূজা ইত্যাদি করে থাকো, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি কখনও এসেছিলেন, তবেই না শিব জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে ? তিনি কখন এসেছিলেন ? শিব বাবা তো হলেন নিরাকার, তাঁর নিজের শরীর নেই। শিব জয়ন্তী পালন করা হয় যখন, কখনও তিনি এসেছিলেন নিশ্চয়ই ? নিরাকারের জয়ন্তী কীকরে পালন করা হবে ? আত্মা তো হল অমর। জয়ন্তী তখনই পালন করা হয়, যখন মরে আর জন্মায়। আত্মার জয়ন্তী তো হয় না। আত্মা তো হল অবিনাশী। এমন বলা হবে না যে আত্মার জয়ন্তী । শিব তো হলেন নিরাকার, তাঁর চিত্র হিসাবে শিব লিপ্সকে রাখা হয়। বাচ্চারা তোমাদের এই সব চিন্তা ভাবনা চলা উচিত। এখান থেকে বাড়িতে যেতে যেতেই, কাজেকর্মে গিয়েই বুদ্ধি থেকে সব কথা বেরিয়ে যায়। চিন্তন চলা বন্ধ হয়ে যায়। গুরু ইত্যাদিদের শিকলেও অনেকে ফেঁসে রয়েছে, তা আর জিজ্ঞাসা করো না। অবলারা খুব সরল হয় যে। তোমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারো - শিব জয়ন্তী তো পালন করা হয়, কিন্তু তিনি কে ? তিনি এসে কী করেছিলেন আর কখন তিনি এসেছিলেন ? জয়ন্তী মানেই তো বার্থ। নিরাকার শিবের বার্থ পালন করে, তিনি হলেন নিরাকার, তাহলে তাঁর বার্থ কীকরে পালন করা হয় ? কিসে করে এসেছেন ? আত্মা শরীরে প্রবেশ করে, তখন বলা হয় বার্থ হয়ে গেছে । আত্মা তো হল আত্মাই। শরীরে প্রবেশ করলে তখন বলা হয় আত্মা শরীর গ্রহণ করেছে ভূমিকা পালন করবার জন্য। তিনি তো হলেন নিরাকার। তিনি জন্ম কীভাবে নিলেন ? কার মধ্যে এলেন ? তাঁকে তো পরমাত্মা বলা হয়। এটা কারোরই জানা নেই। হয়ত অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়েছে। কিন্তু কিছুই জানা নেই। এখন তোমরা হলে জ্ঞানে ভরপুর । এখন তোমাদেরকে তাই জ্ঞানই শোনাতে হবে। কেউ কেউ ২ - ৩ বছর ধরে আসার পর আবার অজ্ঞানতায় প্রবেশ করে যায়। বাবা আবার অজ্ঞানতাকে দূর করে জ্ঞানের ধারণা করান। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়। কিন্তু যদি পুরুষ জ্ঞানে আর স্ত্রী অজ্ঞানে থাকে, তবে তো হাঁস আর বক হয়ে যায়। সেইজন্য আগে তো নারীকে জ্ঞান প্রদান করা উচিত। স্ত্রী, স্বামীকে গুরু ঈশ্বর মনে করে, তাই স্ত্রীকে গুরুর আদেশ মানতেই হবে, তাই না ? এ'সব হল এখানকার কথা। ওখানে তো আদেশ মানা না মানার প্রশ্নই আসে না। সবাই একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার রেখে চলে। সেখানে ওই রকম কোনো কিছু হয়ই না। সুতরাং চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। স্ত্রী জ্ঞানে এল, স্বামী এল না, কী করা যাবে ! জ্ঞানের ভুঁ ভুঁ করতে হবে। বাচ্চাদেরও ভুঁ ভুঁ করতে হবে। নিজেদের সতীর্থদের কল্যাণ করতে হবে । তাদেরকেও বলো বাবাকে স্মরণ করো। এখন যুদ্ধ সামনে, বাবা এসে গেছেন। মানুষ আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো।

যদিও পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়, তাহলে তোমরা পতিত হও কেন ? মাতা জ্ঞানে এলে মাতার কাজ হল নিজের বয়সী মাতাদেরও কল্যাণ করা। এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে ২১ জন্মের জন্য সমগ্র রাজ্য নিয়ে থাকো। তোমাদের ওপরে কেউ হাত দিতে পারে না। তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। দেখো কতখানি তফাৎ । এই রকম সম্পদের অধিকারী যিনি বানিয়ে দেন, তাহলে তাঁকে কতখানি স্মরণ করা দরকার ! এখানে তো এমন অনেকেই আছে যারা শিব বাবাকে সারাদিনে স্মরণও করে না। সারাদিন ঘরের, বাইরের কাজকর্মের ঝামেলার মধ্যেই জড়িয়ে থাকে। নাহলে তো সকালে বাবাকে কতখানি ভালোবাসার সাথে স্মরণ করা উচিত। বাবা তোমার কাছে আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, তোমার কাছে থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত করবো। বাবা তুমি কতো মিষ্টি। তোমার স্মরণেই আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। মনে মনে এইসব কথা বলা, একেই বিচার সাগর মন্থন করা বলা হয়। বাবা তোমার কাছ থেকে আমরা সম্পূর্ণ বর্সা নিয়েই ছাড়বো। এখন আমাদেরকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে, তাহলেই আমরা সত্যযুগী রাজত্ব পাবো। বাবা তোমাকে আমরা নিরন্তর স্মরণ করবো। ৬৩ জন্ম ধরে আমরা কতো পাপ করেছি। আমাদের মাথার ওপরে কতো বোঝা চেপেছে, সেইজন্য বাবা আমরা তোমাকে স্মরণ করি। বাবা আমরা রান্নাবান্না করব, ঘুরতে বেড়াতে যাবো, তাও তোমারই স্মরণে থাকবো। এই ভাবে এই ভাবে প্রতিজ্ঞা করলে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে। বাবা আমরা রান্না করব তোমারই স্মরণে থেকে। আমাদের সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। কাল যদি হঠাৎ করে শরীর ত্যাগ হয়ে যায়, তাহলে তো আমি সতোপ্রধান হতে পারব না। মৃত্যুর চিন্তা আছে না ? বাবা আমরা বেঁচে থাকতেই তোমার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই নেবো। তারপর দেখা উচিত সারাদিন বাবাকে আমি কতখানি স্মরণ করেছি ? যেকোনো অবস্থাতেই স্মরণের যাত্রাতে অবশ্যই থাকতে হবে। গৃহস্থ ব্যবহারেও থাকতে হবে। যুক্তি সহকারে চলতে হবে। এইভাবে এইভাবে তীব্র বেগে পুরুষার্থে অগ্রসর হলে স্মরণও থাকবে আর আয়ুও বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যতে তোমাদের আয়ু বাড়বে। স্মরণ না করলে পদও কম হয়ে যাবে। পুরুষার্থ করে বাবার কাছ থেকে বর্সা তো নিতে হবে আর স্বদর্শন চক্রধারী হতে হবে। যেমন হিন্দুদেরকে খ্রীষ্টান বানানোর জন্য নানরা ঘুরে ঘুরে কাজ করে। বাড়িতে বাড়িতে, দোকানে দোকানে যায় তারা। সবাইকে বলে বাইবেল নাও, এটা নাও। আমাদের খ্রীষ্টান ধর্মে অনেক সুখ সুবিধা। তাদেরও মিশন আছে, বৌদ্ধদেরও মিশন আছে। হিন্দুরা বুঝতে পারে না যে, এরা কী করে ! আমাদের হিন্দু ধর্মের যারা তাদেরকে খ্রীষ্টান বানাতে থাকে। তোমরা প্রদর্শনীতে কতো বোঝাতে থাকো। তারা তাদের ওপিনিয়নও (মতামত) লিখে দেয়। কিন্তু বাড়িতে গেলেই শেষ। এর জন্যই গাওয়া হয়েছে - বানরদের সামনে রত্ন রাখো তো তারা পাথর মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এ'সব কিছুই তারা বোঝে না। হ্যাঁ, যারা এই ধর্মের হবে, তাদেরই টাচ হবে। বিষয় তো খুবই সহজ। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। বাবা ভারতেই আসেন একবারই।

বাবা বলেন - তোমরা আমাকে, পতিত-পাবন বাবাকে ডেকে এসেছো। এখন আমি এসেছি, তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাতে তোমরা তো বলেও থাকো আমরা এই ব্রষ্টাচারী সৃষ্টিকে শ্রেষ্ঠাচারী বানিয়েই ছাড়বো। এখন তো সবাই হল নরকবাসী। তোমরা এখন শিব বাবার শ্রীমতে রয়েছে। শিব ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক, রাজাদেরও রাজা বানিয়ে থাকি। গীতাতে খুব সুন্দর লেখা আছে, বলা হয়েছে আমি এই সাধুদেরও উদ্ধার করতে আসি। তো এ'সব তাদেরকেও শোনানো উচিত, তাই না ? আহ্বানও করে পতিত-পাবন সীতাদের রাম। এখন এর অর্থও তারা বোঝে না। সবাই হল ভক্ত আর সীতা। তারা আহ্বান করে হে রাম, আমরা সীতাদেরকে এসে উদ্ধার করো। তারপর বলে রঘুপতি রাঘব রাজা রাম... বাস্তবে রাজা রামের ব্যাপারই নয়। মুখ্য ভুল হল এটাই যে, শিবের বদলে তারা শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, রামকে কালো কেন দেখানো হয়েছে ? সত্যযুগ ত্রেতাতে হলোই সুন্দর, তারপর শ্যাম হয়ে যায়। প্রথমে হলো গোন্ডেন এজ, সিলভার এজ, তারপর কপার, আয়রন এজ। এই সময় হল আয়রন এজ। গোন্ডেন এজ যখন ছিল তখন কতো মান ছিল ! সুতরাং যুক্তির সাথে বোঝানো উচিত। তারা এত তাড়াতাড়ি নিজেদের অবস্থান থেকে সরবে না। বৃষ্ণের আয়ু অনেক হয়ে গেলে, তখন সেটা জরাজীর্ণ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায়। বয়স তো এই দুনিয়ারও হয়েছে না ! নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়া। ওল্ড মানে কলিযুগ, তমোপ্রধান দুনিয়া। এতে একজনও সতোপ্রধান হতে পারে না। এখন তমোপ্রধানতার নাশ হতে হবে। নতুন দুনিয়া কে স্থাপন করবেন ? সেই বাবা'ই। এমন নয় যে প্রলয় হয়। বাবাকে আহ্বানই তখন করে যখন পতিত হয়ে যায়। তখন বলে এসে পবিত্র বানাও। আসবেন তো তিনি সেই পুরানো দুনিয়াতে। পতিত-পাবন যখন বলা হয়, তাহলে অবশ্যই আসবেনই অস্তিম সময়ে। স্বয়ং তিনিই বলেন - প্রতি কল্পের সঙ্গমে আমি আসি, পবিত্র বানাতে। এখন হল সঙ্গম। এখন বাবা সবাইকে সঙ্গতিতে নিয়ে যান। তাহলে এইরকম বাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলা উচিত নয়কি ? নিজের অবস্থাকে মজবুত করতে হবে। ভোর বেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। এ সব হল শরীরের অরগ্যান্স। বাবা বলেন - হে বাচ্চারা, আমি তোমাদেরকে যা শোনাই সেটা শোনো। মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য আর কারো কথা শুনো না। পরমধাম থেকে বাবা

এসেছেন পবিত্র বানাতে। এরপরও তোমরা পুরানো শাস্ত্রকে কেন স্মরণ করো ? ভক্তি তো করেই ভগবানকে পাওয়ার জন্য। তিনি তো হলেন সকলের সদ্গতি দাতা বাবা। বাবা ছাড়া এই নলেজ আর কেউই দিতে পারবে না। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও এই রাজস্ব কীভাবে পেয়েছিলেন ? আত্মার জন্য বলা হয় আত্মা হল বিন্দু। ঝলমল করে এক আশ্চর্য তারা। বাবা বলেন তোমরা আমাকে বলে থাকো যে, পরমাত্মা হলেন সুপ্রীম সোল। লৌকিক বাবাকে কি কখনো পরমাত্মা বলবে ? পরমাত্মা যিনি পরমধামে থাকেন, তাঁকেই বলা হবে সুপ্রীম সোল। তিনি হলেন তোমাদের বাবা। তিনি এসে এনার মধ্যে প্রবেশ করবেন। গুরু শিষ্যের পাশেই তো বসবেন, তাই না ? এই সব কথা কোনো শাস্ত্রেই নেই। এখন তোমরা জানো যে, তিনি হলেন আমাদের বাবা। ৫ হাজার বছর পূর্বেও বাবা রাজযোগ শিখিয়েছিলেন যে, আমাকে স্মরণ করো আর বিষ্ণুপুরীকে স্মরণ করো, তাহলে অবশ্যই সঙ্গমেই বলবেন। সত্যযুগে ছিল এক ধর্ম। তাহলে অবশ্যই একটিই ধর্ম হবে, তাই না ? এত সব ধর্ম, সব বিনাশ হয়ে যাবে। এই টাইম হল সেটাই। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে আমি তোমাকে বিশ্বের মালিক বানাবো। বাবার স্মরণেই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। বাবা বলেন - যে বাচ্চারা ভালো সার্ভিস করে, আমি তাদেরকে স্মরণ করি, কারণ তারা আমাকে সহায়তা করছে। অনেকের কল্যাণ করে থাকে, তাই তারা আমার বড় প্রিয়। তোমাদের কাছে তো একমাত্র বাবাই হল প্রিয়, যার থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। সেইজন্য বাচ্চারা তোমাদেরকে খুব ভালো ভাবে পুরুষার্থ করতে হবে। স্মরণের যাত্রাতে থাকতে হবে। অনেক আবোলতাবোল ভাবনা চিন্তাও আসতে থাকবে। ভক্তি মার্গে নিজেকেই নিজে প্রহার করে, আমার শিবের দর্শন লাভ হোক, দর্শনের জন্য অনেক পরিশ্রম করে। এখানে তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবার স্মরণে পাপ কেটে যাবে আর ২১ জন্মের জন্য বর্সা প্রাপ্ত হবে। দর্শন লাভের ফলে পাপ কাটে না। বাবা, যিনি বিশ্বের মালিক বানান, তাঁকে অত্যন্ত ভালোবেসে স্মরণ করা উচিত। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা কী হয়ে উঠছি। পরের জন্মে গিয়েই আমরা হবো। এই কলেজই হল সত্যযুগের প্রিন্স প্রিন্সেস হওয়ার। বাবা এসে ধর্মের সাথে ডিটি কিংডমও (দৈবী রাজ্য) স্থাপন করেন। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবা মুক্তি-জীবনমুক্তির জন্য যা কিছু জ্ঞানের কথা শুনিয়েছেন, সেগুলোই শুনতে আর ধারণ করতে হবে। বাকি সব কিছু ভুলে যেতে হবে। নিজের আর নিজের পরিবারের কল্যাণ করতে হবে।

২) ব্যর্থ চিন্তা ভাবনাকে সমাপ্ত করবার জন্য ভোর বেলায় উঠে বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। স্মরণের যাত্রাতে নিযুক্ত থাকতে হবে।

বরদানঃ:- তিনটি কালকে সামনে রেখে সকল কার্যে সফল হওয়া সদা বিজয়ী ভব
লৌকিক রীতিতেও যারা বুঝদার হয়, সে আগে পরে ভাবনা চিন্তা করে পদক্ষেপ নেয়। তেমনি এখানেও তোমরা বাচ্চারা যখন কোনো কার্য করো তখন প্রথমে তিনটি কালকে সামনে রেখে তারপরে করো। কেবল বর্তমানকে দেখো না বেহদের বোধকে ধারণ করো আর বিজয়ী ভাবের নিশ্চয়ের আধারে বা ত্রিকালদর্শী ভাবের আধারে সকল কর্ম করো বা বোল বোলো, তখনই বলা হবে অলৌকিক বা অসাধারণ।

স্নোগানঃ:- সসীমকে ছেড়ে এক বাবাকে আশ্রয় বানিয়ে নাও তাহলে পার হয়ে যাবে।

"দিলারাম বাবার হৃদয়াসন-জিত দিলরুবা (মনোরমা) বাচ্চাদের লক্ষণ"

আজ দিলারাম বাবা তাঁর আপন দিলরুবা বাচ্চাদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন। দিলারাম বাবার প্রত্যেক দিলরুবা অর্থাৎ যাদের হৃদয়ে সদা দিলারামের স্মরণের মধুর সুর আপনা থেকেই বাজতে থাকে, সে'রকম দিলরুবা আপন স্নেহের সুরে দিলারাম বাবার হৃদয় জয় করে নেয়। দিলারাম বাবাও এ'রকম বাচ্চাদের গুণ গেয়ে থাকেন। সুতরাং বাবার হৃদয়-জিত সদা আপনা থেকেই মায়াজিত, জগৎ-জিত হয়েই আছে। যখন কেউ সীমাবদ্ধ রাজ্যের আসন জিতে নেয় তখন জেতা মানেই সিংহাসনাসীন হওয়া। ঠিক একইভাবে, যে বাবার হৃদয়-সিংহাসন জিতে নেয়, সে নিজে থেকেই সদা সিংহাসনাসীন থাকে। তার হৃদয়ে সদা বাবা আছেন আর বাবার হৃদয়ে সদা এ'রকম বিজয়ী বাচ্চা আছে। এ'রকম হৃদয়-জিত বাচ্চার প্রতিটা শ্বাসে অর্থাৎ প্রতিটা সেকেন্ড বাবা আর সেবা ব্যতীত অন্য কোনো গীত গায় না। সদা একই গীত বাজে - 'আমার বাবা আর আমি বাবার'। একে বলে দিলারাম বাবার হৃদয়-সিংহাসন-জিত দিলরুবা।

বাপদাদা প্রত্যেক দিলরুবা বাচ্চাদের সদা মধুর সুর শুনতে থাকেন, সেই সুর ভিন্ন ভিন্ন নাকি একই সুর ! কখনো কখনো কেউ কেউ নিজেদের দুর্বলতার গীতও গায় আর কখনো কখনো বাবার পরিবর্তে নিজেদের গীতও গায়। বাবার মহিমার সাথে নিজেই নিজের মহিমা করে। বাবার মধ্যেই তোমরা আছ অর্থাৎ বাবার মহিমাতে তোমাদের মহিমাই মিশে আছে। বাবার গীত গাওয়াই শ্রেষ্ঠ সুর, সেটাই যথার্থ সুর। যারা হৃদয়-সিংহাসনাসীন বাচ্চা তাদের সম্পর্ক -সম্বন্ধের প্রত্যেকের প্রতি কদমে, দৃষ্টিতে, বোলে এক বাবাই প্রতীয়মান হবেন। যদিও মুখ তাদের, কিন্তু স্নেহ ভরা শক্তিশালী বোল আপনা থেকেই বাবাকে প্রত্যক্ষ করাবে যে এই বোল আত্মার নয় বরং শ্রেষ্ঠ অথরিটি অর্থাৎ সর্বশক্তিমানের বোল। এদের দৃষ্টির অলৌকিকতা আত্মাদের বাবার অনুভূতি করায়, এদের পদক্ষেপ হয় পরমাত্মার শ্রেষ্ঠ মতের কদমে, এরা সাধারণ ব্যক্তি নয় বরং অব্যক্ত ফরিষ্টা - যারা এ'রকম অনুভূতি করায় তাদের বলে হৃদয়-জিত তথা জগৎ-জিত।

বাণী দ্বারা অনুভব করানো সাধারণ বিধি। বাণীর দ্বারা প্রভাবিত করার অনেকে আছে দুনিয়াতে। কিন্তু তোমাদের বাণীর বিশেষত্ব এটাই তোমাদের বোল অন্যদের বাবাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বাবাকে প্রত্যক্ষ করানোর সফলতা আত্মাদের সঙ্গতির রাস্তা দেখায় - এটা চমৎকার। তারা যদি তোমার প্রশংসা করে বলে যে তোমার বলার আর্ট খুব ভালো, অথবা অথরিটির বোল বলো - তো সেই মহিমা তো অন্য আত্মাদেরও দেওয়া যেতে পারে। যেমনই হোক, তোমাদের বোল দ্বারা বাবার মহিমা অনুভব হতে দাও। এই বিশেষত্ব প্রত্যক্ষতার পর্দা খোলার সাধন। সুতরাং যাদের হৃদয়ে সদা দিলারাম আছেন, তাদের মুখ থেকে হৃদয়ের আওয়াজ দিলারামকে আপনা থেকেই প্রত্যক্ষ করাবে। অতএব, এটা চেক কর, আমার প্রতি কদমে, বোলে কি বাবার প্রত্যক্ষতা হয় ? আমার বোল বাবার সাথে সম্বন্ধ জুড়তে সক্ষম ? কেননা, এখন সেবার লাস্ট পার্টই হলো প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলিত হওয়া। আমার প্রতিটা কর্ম কি সে'রকম যা বাবাকে প্রত্যক্ষ করায় - যিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্মের গতি শোনান ? যার হৃদয়ে সদা বাবা আছেন, সে স্বতঃই 'সন শো'স্ ফাদার' অর্থাৎ যে বাচ্চা বাবাকে প্রত্যক্ষ করায় সে সমীপবর্তী অর্থাৎ বাবা সমান বাচ্চা।

চারিদিকে এখন 'আমাদের বাবা' এই আওয়াজ গঞ্জরিত হতে দাও, ব্রহ্মাকুমারীদের বাবা না, আমাদের বাবা। যখন এই আওয়াজ গুঞ্জরিত হবে তখন সুইট-হোমের (পরমধাম) গেট খুলবে, কারণ যখন তারা বলবে আমাদের বাবা তখনই তাদের মুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে। তাছাড়া, তোমাদের সাথে এবং বাবার সাথে যদি তারা বরযাত্রী হয়ে যায়ও, কিন্তু সবাইকে ফিরে যেতেই হবে, ফিরিয়ে নিয়েই যেতে হবে। 'আমাদের বাবা এসে গেছেন' - অন্ততপক্ষে এই আওয়াজ কানে শোনার এবং বুদ্ধি দ্বারা জানার অধিকারী তো হোক। কেউ যেন বঞ্চিত না থেকে যায়। বিশ্বের বাবা, সুতরাং বিশ্বের আত্মাদের আঁজলায় তো এতটুকু দিতেই হয়, তাই না ! তোমরা সাগর গিলে নিয়েছ, কিন্তু তারা ফোঁটামাত্রের পিপাসার্ত, তাদের অন্ততঃ এক ফোঁটা তো প্রাপ্ত করাবে, করাবে না ? তার জন্য কী করতে হবে ? তোমাদের প্রতিটা কদম, প্রতিটা বোল যেন সে'রকম হয় যা বাবাকে প্রত্যক্ষ করায়, তখনই এই আওয়াজ গুঞ্জরিত হবে। এইভাবে যে বাচ্চারা বাবাকে প্রত্যক্ষ করায় শুধুমাত্র তাদেরই বলা হয় দিলারামের দিলরুবা, যাদের হৃদয়ে এক বাবারই সুর বাজে। তো এ'রকম দিলরুবা তোমরা হয়েছ, তাই না ?

এই এক গীত গাও তবে অন্য গীত আপনা থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। মাত্র দুই শব্দে খুশির খবর শোনাও - ও. কে.। অধ্যাত্ম বার্তালাপ কর। আর গীত শোনানোর জন্য না টাইম দাও, না টাইম নাও। খুশির খবর শোনাতে সময় লাগে না, কিন্তু রামকথা শোনাতে সময় লাগে। বাপদাদা এমন কথা-কাহিনীকে রামকথা বলেন, কৃষ্ণ-কথা বলেন না। এই কথা-কাহিনী যারা ১৪ কলার তাদের, যারা ১৬ কলার তাদের নয়। তোমরা তো রাম-কথা বলার কথক নও, তাই না ?

এখন সেবা অনেক বাকি রয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত কী বা করেছ ? ভাবো, সাড়ে পাঁচশ' কোটি আত্মা আছে, নিদেনপক্ষে এক ফোঁটাই যদি দাও, তবু দিতে তো হবে। হতে পারে তারা তোমাদের ভক্ত হবে, অথবা তোমাদের প্রজা হবে। দেবতা হলেও দিতে তো হবেই। ভক্তিতে দেবরূপে পূজিত হবে, তাই না! সুতরাং দেবে তবে তো তারা তোমাদের দেবতা মেনে পূজন করবে। প্রজাও তখনই তোমাদের মানবে যখন তাদের কোনো প্রাপ্তি হবে। কীভাবে তারা শুধু শুধু মানবে যে তোমরা মাতাপিতা ? রাজাও তো মাতা-পিতাই। দু'ভাবেই 'দাতা'র বাচ্চা দাতা হয়ে দিতে হবে। কিন্তু দেওয়ার সময় তাদের দাতাকে মনে করিয়ে দিতে হবে। বুঝেছ, কি করতে হবে ? এটা ভেবো না বিদেশে অথবা দেশে এতগুলো সেন্টার খুলে গেছে, অনেক হয়েছে। যতই হোক, দয়াবান বাবার বাচ্চা তোমরা, তাই না। সব পিপাসু, ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ানো আপন ভাই-বোনের প্রতি দয়া করতে হবে, কারও অভিযোগের কারণ যেন না থাকে। আচ্ছা !

বিদেশ থেকে অনেক অনুরাগী (আশিক) এসে গেছে। যখন অনেক আসে তখন সবকিছু ভাগ তো করতে হবে, তাই না ! সময়ও ভাগ করতে হবে। তোমরা রাতকে দিন বানিয়েই নাও, আর কী করবে ! এতেও মহাদানী হও। বাবার স্নেহ যদিও নম্বর অনুক্রমে, তবুও সর্বাপেক্ষা নম্বর ওয়ান। কখনো এ'রকম ভেবো না আমার প্রতি বাবার ভালোবাসা কম, আর অন্যের প্রতি বেশি। না। সবার প্রতিই তাঁর ভালোবাসা বেশি। হয়তো মুখের কথায় কখনো কারো সাথে বেশি বলেও নেন, কখনো আবার কমও হয়। কিন্তু হৃদয়ের ভালোবাসা কখনো বোলের দ্বারা বিতরণ করেন না। বাবার দৃষ্টিতে প্রত্যেক বাচ্চা নম্বর ওয়ান। এখন নম্বর আউট কোথায় হয়েছে ! যতক্ষণ না পর্যন্ত আউট হবে, ততক্ষণ প্রত্যেকে নম্বর ওয়ান, কেননা যে কেউ নম্বর ওয়ান হতে পারে। তোমাদের বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা সদাই নম্বর ওয়ান, কিন্তু ফার্স্ট ডিভিশনও আছে। বাবার সাথে ফার্স্ট নম্বরে আসা অর্থাৎ ফার্স্ট ডিভিশনে যাওয়া। তাদেরকেও নম্বর ওয়ান বলা হবে। সুতরাং যতক্ষণ না ফাইনাল রেজাল্ট আউট হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান সময় অনুসারে কিছু আত্মা যে লাস্ট তা' বাপদাদা জানলেও কিন্তু তিনি লাস্ট মনে করেন না। যে কোনো সময় 'লাস্ট' সো ফার্স্ট' হতে পারে, এর জন্য এখন মার্জিন আছে। কখনো কখনো কি হয় -যারা খুব দ্রুত গতিতে চলে, তারা কাছাকাছি পৌঁছে ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন থেমে যায় আর যারা ধীরে ধীরে চলে, তারা কখনো থামে না, সঠিক যুক্তিতে চলতে থাকে। তাইতো তারা পৌঁছেও যায়, সেইজন্য এখন বাবার নজরে সবাই নম্বর ওয়ান। যখন রেজাল্ট আউট হবে তখন বলা হবে - এ' লাস্ট, এ' ফার্স্ট। এখন বলতে পারবে না, সেইজন্য শুধু নিজের মধ্যে নিশ্চয় রেখে উড়ে চলো।

বাপদাদার সবার প্রতি হৃদয়ের ভালোবাসা থাকে তাদের সামনে ওড়ানোর। কখনো কারও সঙ্গে দুটো কথা কম বললেন মানে তাঁর ভালোবাসা কম নয়। হৃদয়েও বাবার ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ শুভ কামনা সদা ভরে আছে। দুটো শব্দও বলেন - "উড়ে চলো", এর মধ্যেও ভালবাসার সাগর সমাহিত হয়ে আছে। কেউ বলতে পারে না যে বাবা আমাকে বেশি ভালোবাসেন। যদি কেউ তা' বলে তো বলো - তোমার থেকেও আমাকে বেশি ভালোবাসেন। আর তিনি সত্যিই বাসেন, শুধুই বলেন না। শুধু হৃদয় খুশি করার জন্য বলেন না। বাবা তো জানেন যে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়িয়ে, ক্লান্ত হয়ে, বিভ্রান্ত হয়ে এখন আবার ৫০০০ বছর বাদে মিলিত হয়েছে। বাবা তো চারিদিক থেকে খুঁজে খুঁজে বের করেছেন। সাউথ, নর্থ, ইস্ট, ওয়েস্ট - সব দিক থেকে বের করেছেন। সুতরাং যাদের তিনি দূর-দূরান্ত থেকে খুঁজে বের করেছেন তাদের প্রতি কতো ভালবাসা থাকবে ! তা' নয়তো তিনি তাদের খুঁজতেনই না। আর সাগরের কাছে ভালবাসা কি কম আছে ? দিলারাম এত জানেন তোমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে বাবার জন্য কতো ভালবাসা আছে ! যতই হোক, ভালোবাসায় কিন্তু সবাই পাস হতে হবে। বাবার প্রতি ভালবাসার সার্টিফিকেট তো বাবা আগে থেকেই দিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা !

চারিদিকের, দিলারামের দিলরুবা বাচ্চাদের যারা অতি স্নেহ ভরা হৃদয়ের সুর শুনায়, সদা প্রতিটা কর্মে 'সন রোজ ফাদার' প্রত্যক্ষ করায়, সদা প্রতি বোলে বাবার সাথে সম্বন্ধ জুড়ে নেয়, সদা নিজের আত্মিক দৃষ্টি দ্বারা আত্মাদেরকে বাবার অনুভব করায়, এইভাবে বাবাকে যারা প্রত্যক্ষ করায়, বাবার হৃদয়- সিংহাসন-জিত, মায়াজিত, জগৎ-জিত,

বাচ্চাদের দিলারাম বাবার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পার্সোনাল সাক্ষাৎ:-

১) স্মরণের শক্তি সদা সর্বকার্যে অগ্রচালিত করে। স্মরণের শক্তি সবসময়ের জন্য তোমাদের শক্তিশালী বানায়। স্মরণের শক্তির অনুভূতি সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি। এই শক্তিই সর্বকার্যে সফলতার অনুভব করায়। এই শক্তির অনুভবে অগ্রচালিত আমি আত্মা - এটাই স্মৃতিতে বজায় রেখে যতটা এগিয়ে যেতে চাও, এগিয়ে যেতে পার। এই শক্তি দ্বারা বিশেষ সহযোগ প্রাপ্ত হতে থাকবে।

২) সদা সব কাজ করতে করতে নিজেকে সাক্ষী স্থিতিতে রেখে কাজ করানো আমি স্বতন্ত্র আত্মা - এ'রকম অনুভব কর ? সাক্ষীভাবের স্থিতি সদা সর্বকার্য সহজে সফল করে। সাক্ষীভাবের স্থিতি কতো প্রিয় লাগে। সাক্ষী হয়ে যে কার্য করে সেই আত্মা স্বতন্ত্র এবং বাবার প্রিয়। সুতরাং এই অভ্যাস দ্বারা কর্ম করা আমি অলৌকিক আত্মা, অলৌকিক অনুভূতি করি, অলৌকিক জীবন, শ্রেষ্ঠ জীবন প্রাপ্ত আমি আত্মা - এই নেশা আছে তোমাদের, আছে না ? কর্ম করতে করতে এই অভ্যাস বাড়তে থাক। এই অভ্যাসই কর্মজীবিত স্থিতি প্রাপ্ত করাবে। এই অভ্যাস সদা অগ্রচালিত করে কর্ম করার কালে স্বতন্ত্র ও বাবার প্রিয় হয়ে থাক। একে বলে শ্রেষ্ঠ আত্মা।

৩) সদা শ্রেষ্ঠ ধনভান্ডারে আমি পরিপূর্ণ ?....এ'রকম অনুভব কর তোমরা ? যে অগাধ ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ হবে, তার অধ্যাত্ম নেশা কতো হবে ! সদা সর্ব ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ - এই অধ্যাত্ম খুশিতে অগ্রচালিত হও। সর্ব ভাণ্ডার দ্বারা আত্মাদের জাগিয়ে তাদেরকে যদি তোমাদের সাথী বানাও, তাহলে পরিপূর্ণ আর শক্তিশালী আত্মা হয়ে এগিয়ে যেতে থাকবে।

৪) সদা বুদ্ধিতে তোমাদের এই স্মৃতি তো থাকে, যে বাবা করাবনহার করাচ্ছেন, আমরা নিমিত্ত। যারা নিমিত্ত হয়ে করে তারা সদা হাক্ষা থাকে, কারণ দায়িত্ব করাবনহার বাবার। 'আমি করছি' - যখন তোমাদের এই স্মৃতি থাকে তোমরা ভারী হয়ে যাও আর বাবা করাচ্ছেন তো হাক্ষা থাক। আমি নিমিত্ত, করানোর মালিক করাচ্ছেন, চালানোর মালিক চালাচ্ছেন - একে বলে নিশ্চিত্ত বাদশাহ। অতএব, করণকরাবনহার করাচ্ছেন, এই বিধিতে সদা এগিয়ে যেতে থাক।

৫) বাবার ছত্রছায়ায় থাকা আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা - এই অনুভূতি হয়, হয় না ? যারা এখন ছত্রছায়ায় থাকে তারাই ছত্রধারী হয়। ছত্রছায়ায় থাকা আমি ভাগ্যবান আত্মা - এই খুশি তো তোমাদের থাকে, তাই না ! ছত্রছায়াই সেফটির উপায়। এই ছত্রছায়ার ভিতরে কেউ আসতে পারে না। বাবার ছত্রছায়ার ভিতরে আছি - এই চিত্র সদা সামনে রাখ।

৬) সদা নিজের অধ্যাত্ম-স্বরূপ স্মৃতিতে থাকে ? ব্রাহ্মণই ফরিস্তা, ফরিস্তাই দেবতা - এই ধাঁধার সমাধান তো করে নিয়েছ, তাই না ! ধাঁধার সমাধান করতে জানো তোমরা ? সেকেন্ডে ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, সেই দেবতা চক্র ঘুরে আবারও ব্রাহ্মণ, আবার দেবতা। তাহলে, 'আমি সেই, সেই আমি' - এই ধাঁধা সদা বুদ্ধিতে থাকে ? যারা ধাঁধার সমাধান করে তাদেরই প্রাইজ প্রাপ্ত হয়। প্রাইজ তো তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে, হয়েছে না ? এমনকি, যা এখন পেয়েছ তা' ভবিষ্যতেও পাবে না। প্রাইজ হিসেবে কী পেয়েছ তোমরা ? স্বয়ং বাবাকে পেয়ে গেছ, বাবার হয়ে গেছ। ভবিষ্যতের রাজত্বের তুলনায় এই প্রাপ্তি কতো উঁচু, শ্রেষ্ঠ ! অতএব, সদা প্রাইজ প্রাপ্ত হওয়া আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা - এই নেশা আর খুশির সাথে সদা সামনে এগিয়ে চলো। ধাঁধা এবং প্রাইজ এই দুইই সদা স্মৃতিতে রাখ, তাহলে আপনা থেকেই সামনে এগিয়ে যাবে।

৭) 'দূততা সফলতার চাবি' - সদা এই বিধি দ্বারা উন্নতি প্রাপ্তকারী আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, এ'রকম অনুভব হয় তো ! দূত সঙ্কল্পের বিশেষত্ব কার্য-প্রয়োগে তোমাদের সহজভাবে সফল বানায় ও তোমরা বিশেষ আত্মা হয়ে ওঠো এবং যে কোনো কার্যে যখন বিশেষ আত্মা হও তখন সবার আশীর্বাদ আপনা থেকেই প্রাপ্ত হয়। স্থূলভাবে কেউ আশীর্বাদ দেয় না, কিন্তু এটা সূক্ষ্ম, যার দ্বারা আত্মা শক্তি-পূর্ণ হয় এবং স্ব-উন্নতিতে সহজে সফলতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সদা দূততার মহত্ব দ্বারা সফলতা প্রাপ্তকারী এবং সবার আশীর্বাদ গ্রহণকারী আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা - এই স্মৃতিতে এগিয়ে চলো।

বরদান:- আধ্যাত্মিকতার সৌরভের আধারে সবাইকে পরমাত্ম-বার্তা দিয়ে বিশ্ব কল্যাণকারী ভব
আধ্যাত্মিকতার সর্বশক্তি নিজের মধ্যে যদি ধারণ কর তাহলে অধ্যাত্ম সৌরভ সহজেই অনেক আত্মাদের তোমাদের দিকে আকর্ষণ করবে। যেভাবে মন্সা শক্তি দ্বারা তমঃপ্রধান প্রকৃতিকে সতঃপ্রধান বানাও, ঠিক সে'ভাবেই বিশ্বের অন্য আত্মাদের যারা তোমাদের সামনে আসতে পারবে না, দূরে থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে তোমরা অধ্যাত্ম শক্তি দ্বারা বাবার পরিচয় এবং মুখ্য বার্তা দিতে পারবে। এই সূক্ষ্ম মেশিনারি যখন

তোমরা গতি বাড়াও তখন সম্ভব অনেক আল্মার আঁজলা-ভর কিছু প্রাপ্ত হবে আর তোমাদের বিশ্ব কল্যাণকারী বলা হবে।

স্লোগান:- নিজের মধ্যে শুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প ইমার্জ হতে দাও, তবে ব্যর্থ আপনা থেকেই মার্জ হয়ে যাবে।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, বাবার সব বাচ্চা সন্ধ্যা ৬ :৩০ থেকে ৭ :৩০ পর্যন্ত নিজের বিশেষ নিরাকার স্বরূপে স্থিত হয়ে, শান্তিধাম ঘর ছেড়ে পরমাত্ম-শক্তি অনুভব করে পুরো গ্লোবকে সকাশ দেওয়ার সেবা করুন।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা এসেছেন তোমাদের এমন শ্রেষ্ঠ কর্ম শেখাতে, যার দ্বারা তোমরা ২১ জন্মের রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারো, অটল-অখন্ড রাজ্যের মালিক হতে পারো"

*প্রশ্ন:- গৃহস্থীদের এবং সন্ন্যাসীদের কোন্ একটি সিদ্ধান্তের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে ?

*উত্তর:- গৃহস্থীদের সিদ্ধান্ত (মত) এই যে ভগবান কোনো না কোনো রূপে আসবে আর সন্ন্যাসীদের সিদ্ধান্ত হল ব্রহ্মকে স্মরণ করতে-করতে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাবে। বাবা এখন বোঝান যে ব্রহ্মতে কেউ বিলীন হয় না। আত্মা অমর সে বিলীন কি করে হবে। ভগবান যদি আসেন তাহলে শিক্ষক রূপেই শিক্ষা দেবেন। প্রেরণার দ্বারা তো জ্ঞান দেবেন না, তাই না!

*গীত:- তোমায় পেয়ে আমরা.....

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আধ্যাত্মিক বাচ্চারা এই গান শুনেছে। রুহানী বাচ্চারাই বলে যে 'বাবা'। বাচ্চারা জানে যে অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের সুখ প্রদান করবেন। অর্থাৎ তিনি সকলের বাবা, ওঁনাকে অসীম জগতের সকল আত্মা-রূপী বাচ্চারাই স্মরণ করে। কোন না কোনভাবে স্মরণ করে কিন্তু তাদের জানা নেই যে আমাদের সেই পরমপিতা পরমাত্মার থেকে কোনো রাজত্ব নিতে হবে। তোমরা জানো, আমাদের যে বাবা সত্যযুগী বিশ্বের বাদশাহী দেন তিনি অটল, অখন্ড, সুদৃঢ়। আমাদের সেই রাজত্ব ২১ জন্ম অটুট থাকে। সমগ্র বিশ্বে আমাদের রাজত্ব থাকে, যা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না, লুণ্ঠ করে নিতে পারে না। আমাদের রাজত্ব অটুট থাকে। কারণ ওখানে একটিই ধর্ম থাকে, দ্বিতীয় নেই। ওটা হলো অদ্বৈত রাজ্য। বাচ্চারা যখন গান শোনে তখন নিজেদের রাজত্বের নেশা বুদ্ধিতে আসা উচিত। এমন-এমন গান ঘরে থাকা উচিত, যাতে বাবা এবং উত্তরাধিকার শীঘ্রই স্মরণে আসে। বাবাকে স্মরণের জন্য আনন্দের গান থাকা উচিত। তোমাদের সবই হলো গুপ্ত। বড়লোকেদের তো অনেক ঠাট-বাট, তোমাদের কোনো ঠাট-বাট নেই। তোমরা দেখো যে, যার মধ্যে বাবা প্রবেশ করেন তাঁরও কোনো ঠাট-বাটের ব্যাপার নেই। পোশাকাদি সব ও'রকমই আছে। তোমরা বুদ্ধির দ্বারা বোঝ যে বাবা এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন -- আমাদের রাজ্য-ভাগ্য দেওয়ার জন্য। এও বাচ্চারা জানে যে সমগ্র সৃষ্টিতে এইসময় যেসকল মানুষেরা রয়েছে, সকলেই দেহ-অভিমাণে এসে ন্যায়নীতি-হীন (আনরাইটিয়াস) কাজ করে, সেইজন্যই অবুঝ বলে। সকলের বুদ্ধিতে তালা লেগে রয়েছে। তোমরা কত বুঝদার, বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন মায়া সম্পূর্ণ অবুঝ বানিয়ে দিয়েছে, যা আর কোনো কাজের নয়। বাবার নিকটে যাওয়ার জন্য অনেক যন্তু-তপস্যা করে কিন্তু পায় না কিছুই। এভাবেই ধাক্কা খেতে থাকে। পরমাত্মাকে কেউই জানে না, সর্বব্যাপী বলে দেয়, এতেও কত ভুল হয়ে যায়। 'বাবা' শব্দ বুদ্ধিতে আসে না। কারোর (বুদ্ধিতে) এলেও তা কথার কথা। যদি পরমপিতা মনে করে তবে তো বুদ্ধি একদম উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন, তিনি হলেন হেভেনলী গডফাদার তাহলে আমরা কেন কলিযুগী নরকে পড়ে রয়েছি! এখন আমরা মুক্তি-জীবনমুক্তি কিভাবে পেতে পারি, তা কারোর বুদ্ধিতে আসে না। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো। বাবা আমাদের এই স্মৃতি প্রদান করেছেন, যখন নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত ছিল তখন আমাদের রাজ্য ছিল। একই মত, একই ভাষা, একজনই মহারাজা-মহারানী ছিল। সত্যযুগে মহারাজা-মহারানী, ত্রেতায় রাজা-রানী বলা হয়। পুনরায় দ্বাপরে বাম-মার্গ শুরু হয় তখন প্রত্যেকের কর্মের উপরেই সব নির্ভর করে। কর্ম অনুসারে এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য ধারণ করে। এখন বাবা বলেন -- আমি তোমাদের এমন কর্ম শেখাই, যারফলে ২১ জন্ম রাজত্বই লাভ করতে থাকবে। যদিও ওখানেও পার্থিব পিতাকে পাও কিন্তু ওখানে এই জ্ঞান থাকে না যে এই রাজত্বের উত্তরাধিকার অসীম জগতের পিতার দেওয়া। পরে যখন দ্বাপর থেকে রাবণ-রাজ্য শুরু হয় তখন বিকারী সম্বন্ধ হয়ে যায়। তখন যেমন-যেমন কর্ম তেমনই ফল লাভ করে, দেবতারা বাম-মার্গে চলে যায়। তখন সত্যযুগের সবকিছু সমাপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় কর্ম অনুসারে জন্ম নেয়। ভারতেই পূজ্য রাজারা ছিল আর পূজারী রাজারাও আছে। সত্যযুগে রাজা-রানী আর প্রজা সকলেই পূজ্য ছিল। পরে যখন দ্বাপর থেকে ভক্তি শুরু হয় তখন যথা রাজা-রানী তথা প্রজাও পূজারী হয়ে যায়। বড় রাজারা যারা সূর্যবংশীয় ছিল তারাই পূজারী হয়ে যায় তারপর বৈশ্যবংশীয় হয়ে যায়। এখন তোমরা নির্বিকারী হও। তার প্রালব্ধ পরে ২১ জন্ম পর্যন্ত চলে তারপর ভক্তিমার্গ শুরু হয়। যারা-যারা পূজ্য দেবী-দেবতা হয়ে গেছে, তাদের মন্দির নির্মাণ করে তাদেরই পূজা করে। এ কেবল ভারতেই হয়ে থাকে। এই ৮৪ জন্মের গল্প যা বাবা শোনান, সেও ভারতবাসীদের জন্য। অন্য ধর্মাবলম্বীরা আসেই পরে তখন বুদ্ধি হতে-হতে প্রচুর প্রচুর হয়ে যায়। বিভিন্ন দেবী-দেবতাদের ভ্যারাইটি রীতি-রেওয়াজ ছিল, তা ভারতের গুরুদের নেই। অর্ধেককল্প পরে রাবণ-রাজ্য শুরু হওয়ার

জন্য রীতি-রেওয়াজই বদল হয়ে যায়। তখন পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায় প্রথমে পূজাও অব্যভিচারী একমাত্র শিবেরই করা হয়। ঔনার মন্দির নির্মাণ করে তারপর লক্ষ্মী-নারায়ণের তৈরী করবে। একজন লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির নির্মাণ করলে তখন অন্যও নির্মাণ করবে। পুনরায় রাম-সীতার মন্দির নির্মাণ করতে লেগে পড়বে। আবার কলিযুগে দেখে গনেশ, হনুমান, চন্ডিকা দেবী ইত্যাদি-ইত্যাদি অনেক দেবীদের চিত্র তৈরী করতে থাকে। ভক্তিমার্গের জন্য সামগ্রীও চাই, তাই না! যেমন বীজ কত ছোট হয়, বৃক্ষ কত বড় হয়ে থাকে, তেমনই ভক্তিরও বিস্তার হয়ে যায়। কত কত শাস্ত্র বানানো হয়। এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন -- এই ভক্তিমার্গের সামগ্রী সবই সমাপ্ত হয়ে যাবে। এখন আমায় অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। ভক্তির প্রভাবও অনেক, তাই না! কত সুন্দর। নৃত্য-প্রদর্শনী, গায়ন-কীর্তন ইত্যাদি কত খরচ করে। এখন বাবা বলেন পিতা-রূপে আমায় আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। আদি সনাতন ধর্মকে স্মরণ করো। অনেকপ্রকারের ভক্তি তোমরা জন্ম-জন্মান্তর ধরে করে এসেছো। গৃহস্থধর্মীরাই ভক্তি শুরু করে। সন্ন্যাসীরা তো ভক্তি করে না। জপ-তপ, দান-পুণ্য, তীর্থ ইত্যাদি এ'সব গৃহস্থীদের কাজ, না কি সন্ন্যাসীদের। তারা হলই নিবৃত্তি-মার্গীয়। তাদের নিয়ম হলো ঘর-বাড়ী ত্যাগ করে জঙ্গলে গিয়ে থাকা আর ব্রহ্মতত্ত্বকে স্মরণ করা। তারা হলই তত্ত্ব-জ্ঞানী, ব্রহ্ম-জ্ঞানী। তত্ত্ব অথবা ব্রহ্মকেই ঈশ্বর বলে দেয়। যেমন ভারতবাসী প্রকৃতপক্ষে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। কিন্তু হিন্দুস্তানে থাকে তাই নিজের ধর্মকে হিন্দু মনে করে। তেমনই সন্ন্যাসীরাও আত্মাদের নিবাসস্থল ব্রহ্মকে পরমাত্মা মনে করে নেয়। ব্রহ্ম বা তত্ত্বকেই স্মরণ করে। বাস্তবে সন্ন্যাসী যখন সতোপ্রধান থাকে তখন জঙ্গলে গিয়ে থাকে, শান্তিতে। এমন নয় যে তাদের ব্রহ্মে গিয়ে বিলীন হতে হবে। বাবা বলেন -- এ ওদের অসত্য জ্ঞান। বিলীন কেউই হতে পারে না। আত্মা তো অবিনাশী, তাই না! সে কিভাবে বিলীন হতে পারে ! ভক্তিমার্গে কত মাথা কুটতে থাকে। আবার বলে যে ভগবান কোনো না কোনো রূপে কখনো এসে মিলিত হবে। এখন সঠিক কে? তারা বলে -- ব্রহ্মের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে ব্রহ্মে বিলীন হয়ে যাব। গৃহস্থীরা বলে যে ভগবান কোন না কোনরূপে আসবে। পতিতদের পবিত্র করবে। এরকম নয় যে উপর থেকে প্রেরণার দ্বারাই শেখাবেন। টিচার ঘরে বসে প্রেরণা দেবে কি! প্রেরণা শব্দটিই নেই। প্রেরণার দ্বারা কোনো কাজ হয় না। যদিও শঙ্করের প্রেরণায় বিনাশ এমন বলা হয় কিন্তু এও ড্রামায় নির্ধারিত। ওদের (সোয়েন্টিস্ট) এই মুসল (মিসাইল) ইত্যাদি তৈরী করতেই হবে। প্রেরণার কোনো কথাই নেই। মানুষ তো বলে যে ভগবানের প্রেরণায় সবকিছু হয় অথবা বলে যে শঙ্করের চোখ খুলতেই প্রলয় হয়ে যায়, এ'সব হলো গল্প কথা, অর্থ কিছুই বোঝে না। কারও মন্দিরে গেলে বলবে "অচ্যুতম্ কেশবম্" অর্থ কিছুই বোঝে না। কেউই নিজের থেকে বড়দের মহিমা জানে না। ধর্মস্থাপককে গুরু বলে দেয়। বাস্তবে তাদের গুরু বলা ভুল। খ্রিস্ট কি কোনো গুরু নাকি! তিনি তো কেবল ধর্ম স্থাপন করেন। গুরু তাকেই বলা হয় যিনি সঙ্গতি করেন। তারা তো ধর্ম স্থাপন করতে আসে। তাদের পরে তাদের বংশজেরা আসে। সঙ্গতি তো কারোর করেই না। তবে তাদের গুরু কিভাবে বলবে। গুরু তো একজনই, যাঁকে সকলের সঙ্গতিদাতা বলা হয়। ঈশ্বর-পিতা এসেই সকলকে সঙ্গতি প্রদান করেন। মুক্তি-জীবনমুক্তি দান করেন। ঔনার স্মরণ কখনো কেউ ভুলে যেতে পারে না। মানুষ হে ভগবান! হে ঈশ্বর! বলে অদ্বিতীয় পিতাকেই স্মরণ করে কারণ তিনি হলেন সকলের সঙ্গতিদাতা। বাবা বোঝান যে এ হলো সম্পূর্ণ রচনা। রচয়িতা বাবা আমিই -- সকলকে সুখ প্রদান করা, উত্তরাধিকার প্রদান করার সত্যিই একমাত্র বাবা। ভাই ভাইকে উত্তরাধিকার প্রদান করতে পারে না। উত্তরাধিকার সর্বদা বাবার থেকেই পাওয়া যায়। আমি সকল অসীম জগতের বাচ্চাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রদান করি সেইজন্যই আমায় স্মরণ করে, হে পরমাত্মা ক্ষমা করো। বোঝে না কিছুই। বাবা বলেন -- আমি এদের আহ্বান করার কারণে আসি না। এ তো ড্রামায় তৈরী হয়েই আছে। ড্রামায় আমার আসার পাটও নির্ধারণ করা রয়েছে। অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা বা কলিযুগের বিনাশ, সত্যযুগের স্থাপনা করতে হয়। আমি আপন সময়ানুসারে নিজেই আসি। এই ভক্তিমার্গের পাটও ড্রামায় রয়েছে। এখন যখন ভক্তিমার্গের পাট সম্পূর্ণ হয়েছে তখন এসেছি। কল্প-পূর্বেও বাবা তুমি ব্রহ্মার শরীরে এসেছিলে। এই জ্ঞান এখনই তোমরা পাও। পুনরায় আর কখনো পাবে না। এ হলো জ্ঞান, ও'টা হলো ভক্তি। জ্ঞানের প্রালব্ধ হলো উত্তরণ-কলা (চডতী)। বলা হয় সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। জনকের সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল, তাই না! কিন্তু একজন জনকই কি জীবনমুক্তি পেয়েছিল? জীবনমুক্তি তো সকলেই পায়, তাই না! সমগ্র বিশ্ব পায়। সঙ্গতি বা জীবনমুক্তি একই শব্দ। জীবনমুক্তি অর্থাৎ জীবনকে মুক্ত করে -- এই রাবণ-রাজ্য থেকে। বাবা জানে, বাচ্চাদের কত দুর্গতি হয়ে গেছে, একদম দুঃখী হয়ে পড়েছে। তাদেরই পুনরায় সঙ্গতি হবে। প্রথমে মুক্তিতে গিয়ে তারপর জীবনমুক্তিতে আসবে। শান্তিধাম থেকে সুখধামে আসবে। চক্রের এই রহস্য বাবা বুঝিয়েছেন। বাবা বলেন -- এইসময় সমগ্র সৃষ্টির বৃক্ষ জরাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে, তমোপ্রধান হয়ে গেছে সেইজন্য কেউই নিজেকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের মনে করে না। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিল কারণ দেবতারা পবিত্র ছিল। আমরা অপবিত্র, পতিত নিজেদের দেবতা কিভাবে বলতে পারি সেইজন্য বলা হয় -- এই বিকারগুলিকে পরিত্যাগ করতে থাকো। এই বিকারাদি অর্ধেক কল্প ধরে রয়েছে। এখন এক জন্মে এদের ত্যাগ করতে হবে, এতে পরিশ্রম রয়েছে। পরিশ্রম ছাড়া বিশ্বের মালিক হতে পারবে নাকি! বাবাকে স্মরণ করলে তবেই তোমরা নিজেদেরকে

রাজত্বের তিলক পড়াতে পারবে অর্থাৎ রাজত্বের অধিকারী হবে। যত ভালভাবে স্মরণ করবে, শ্রীমতানুসারে চলবে তবেই তোমরা রাজার রাজা হবে। শিক্ষাদাতা শিক্ষক এসেছেন পড়াতে। এই পাঠশালা হলোই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা শোনাতে থাকে। এই কথা কত প্রসিদ্ধ। একে অমরকথা, সত্যনারায়ণের কথা, তিজরীর কথা বলা হয়। দেখ, গীতা কত ভাল। বাবা আমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন, যে মালিকভাব কেউ লুণ্ঠন করতে পারবে না। কোনো ভূমিকম্প ইত্যাদি হবে না। ওখানে বিঘ্নের কোনো কথাই নেই। এরকম অটল, অখন্ড, পবিত্রতা, সুখ-শান্তির রাজ্য তোমরা এখন পেতে চলেছো। কল্প-পূর্বের মতন প্রতি ৫ হাজার বছর পর ভারত স্বর্গ হয়ে যায়। তোমরা জানো যে আমরাই দেবতা ছিলাম পুনরায় ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে এখন এসে এইরকম হচ্ছি। পুনরায় আমরা দেবতা হবো। একেই বলা হয় স্বদর্শন-চক্রধারী। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজেই নিজেকে রাজত্বের তিলক পড়ানোর জন্য স্মরণে থাকার পরিশ্রম করতে হবে। সমস্ত বিকারগুলিকে পরিত্যাগ করতে হবে।

২) ব্রহ্মা বাবার সমান সাধারণ এবং গুপ্ত থাকতে হবে। বাইরের আতিশয্য ইত্যাদি করবে না। নিজের ভবিষ্যতের নেশায় থাকতে হবে।

বরদানঃ-

নলেজফুল (জ্ঞানী), পাওয়ারফুল (শক্তিশালী), লভফুল (প্রীতিপূর্ণ) স্বরূপ দ্বারা প্রতিটি কার্যে সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সিদ্ধি-স্বরূপ ভব

যখন বাণীর দ্বারা সেবা করো তখন যেন মন(মন্সা) শক্তিশালী হয়। মন দ্বারা অন্যদের মনকে পরিবর্তন করো অর্থাৎ মন দ্বারা মনকে কন্ট্রোল করো আর বাণীর দ্বারা লাইট-মাইট দিয়ে নলেজফুল করো আর কর্মে (কর্মনা) অর্থাৎ সম্পর্ক বা নিজের রমণীয় কার্যকলাপ দ্বারা তাদেরকে প্রকৃত পরিবারের অনুভব করাও। এ'ভাবেই তিন স্বরূপে স্থিত হয়ে প্রতিটি কর্ম করলে তখন স্বততঃই সিদ্ধি-স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ-

নিজের কাছে শুদ্ধ সঙ্কল্পের শক্তি জমা করো তবেই এই শক্তি সুরক্ষার সাধন হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নাম - রূপের থেকে পৃথক কোনো জিনিসই হয় না, আত্মা বা পরমাত্মাকেও নাম - রূপ থেকে পৃথক বলা হবে না, তাদের মধ্যেও অবিনাশী পার্ট নিহিত আছে"

*প্রশ্নঃ - শিব বাবাকে ভোলানাথ বলে স্মরণ করে, তাঁকে ভোলা কেন বলা হয় ?

*উত্তরঃ - কেননা বাবাই অহল্যা, গণিকা, কুস্কাদের উদ্ধার করেন। তাদের বিশ্বের রাজত্বের উত্তরাধিকার দিয়ে দেন। মানুষ তো বাবার উদ্দেশ্যে বলে দেয় -- দুঃখও তিনি দেন, সুখও তিনি দেন, কিন্তু বাবা বলেন - আমি তো তোমাদের মতো বাচ্চাদের জন্য সুখের রাজ্য স্থাপনা করি। আমাকে দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা বলা হয়েছে। তোমরা বিচার করে দেখো যে, আমি বাবা, নিজের বাচ্চাদের কিভাবে দুঃখ দিতে পারি।

*গীতঃ- দূর দেশের অধিবাসী....

ওম্ শান্তি। আত্মারূপী বাচ্চারা গীত শুনেছে, অর্থাৎ আত্মারা এই শরীরের কান রূপী কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা গীত শুনেছে --- দূরদেশ থেকে মুশাফির এসেছে। তোমরা তো সবাই মুশাফির, তাই না। যে সকল মনুষ্য মাত্র আত্মারা আছে, তারা সকলেই মুশাফির। আত্মাদের কোনো ঘর নেই। আত্মা হলো নিরাকার। নিরাকারী দুনিয়াতে থাকা আত্মারা হলো নিরাকার। তাকে বলা হয় নিরাকারী আত্মাদের ঘর, দেশ বা লোক। একে জীবাত্মাদের দেশ বলা হয়। সে হলো আত্মাদের দেশ, তারপর যখন আত্মারা এখানে এসে শরীরে প্রবেশ করে, তখন নিরাকার থেকে সাকার হয়ে যায়। এমন নয় যে, আত্মার কোনো রূপ নেই। রূপও অবশ্যই আছে, আর নামও। এতো ছোটো আত্মা এই শরীরের দ্বারা কতো অভিনয় করে। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে অভিনয় করার কতো রেকর্ড ভরা আছে। রেকর্ড যদি একবার ভরে যায়, যতই রিপোর্ট করো, ওই চলতে থাকবে। এমনিতে আত্মা এই শরীরের ভিতর এক রেকর্ড, তাতে ৮৪ জন্মের সমস্ত পার্ট ভরা আছে। আত্মা যেমন নিরাকার, বাবাও তেমনি নিরাকার। শাস্ত্রে কোথায় কোথায় লিখে দিয়েছে যে, ও নাম - রূপ থেকে পৃথক, কিন্তু নাম - রূপ থেকে পৃথক কোনো বস্তু হয় না। আকাশও স্পেস, কিন্তু তারও নাম - রূপ আছে। নাম ছাড়া কোনো জিনিসই হয় না। মনুষ্য মনে করে পরমপিতা নাম -রূপ থেকে পৃথক। নাম যদি না থাকে, তাহলে রূপও নেই আর দেশও নেই। তাহলে তো কিছুই হতে পারে না। মানুষ ডাকতেও থাকে -- দূরদেশের অধিবাসী পরমপিতা পরমাত্মা। এখন দূরদেশে আত্মারা থাকে, এ হলো সাকার দেশ, এখানে দুইয়ের রাজ্য চলে -- রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য। অর্ধেক কল্প হলো রামরাজ্য, আর অর্ধেক কল্প হলো রাবণরাজ্য। বাচ্চাদের একথা বোঝানো হয়েছে যে, সত্যযুগ থেকে ঈশ্বরীয় রাজ্য শুরু হয়, রামরাজ্য স্থাপন করেন পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি কখনো রাবণ রাজ্য স্থাপন করেন না। বাবা বাচ্চাদের জন্য কখনোই দুঃখের রাজ্য তৈরী করবেন না। মানুষ বলে থাকে - ঈশ্বরই দুঃখ - সুখ দেন। বাবা বলেন, আমি বাচ্চাদের কিভাবে দুঃখ দিতে পারি? আমার তো নামই হলো দুঃখহর্তা, সুখকর্তা। এ তো মানুষের ভুল। ঈশ্বর কখনোই দুঃখ দেবেন না। এই সময় হলো দুঃখধাম। অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্যে দুঃখই প্রাপ্ত হয়। সুখের সূতোমাত্র থাকে না। আবার সুখধামে কখনো দুঃখ থাকে না। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। এখন তোমরা হলে সঙ্গম যুগে। একে তো কেউই নতুন দুনিয়া বলবে না। নতুন দুনিয়ার নামই হলো স্বর্গ। সেই স্বর্গই আবার পুরানো দুনিয়া হয়। নতুন জিনিস যখন পুরানো, খারাপ দেখতে লাগে, তখন সেই পুরানো জিনিসকে দূর করা হয়। মানুষ তো বিকারকেই (বিষ) সুখ মনে করে। এমন গায়নও আছে যে, অমৃত ছেড়ে বিষ কেন পান করবো। গ্রন্থ সাহেবে গুরু নানক বলেছেন - অসংখ্য চোর....। মানুষ বাবার মহিমা গায়, তুমি এসে যা কিছুই করবে, তাতে তোমাদের ভালোই হবে। না হলে রাবণ রাজ্যে মানুষ মন্দ কাজই করবে। বাবা এসেই দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করেন। গ্রন্থ সাহেবে অনেককিছু লেখা আছে। সিন্ধিরাও গ্রন্থ সাহেব কাছে রাখে, কিন্তু তারা তো শিখ ধর্মের নয়। তারা তো হলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের। শিখদের গুরু হলো গুরু নানক, তাঁর দাড়ি ছিলো। তাই সব শিখদেরও দাড়ি থাকা উচিত। আজকাল তো দাড়ি রাখে না। তারা অনেক আধুনিক হয়ে গেছে। না হলে তো অনুসরণ করা উচিত, তাই না। আমরা যদি গুরু নানকের অনুসরণকারী হই, তাহলে তো গুরু নানককে অনুসরণ করা উচিত, তাই না। এ তো বাচ্চারা এখন জেনেছে যে, গুরু নানকের ৫০০ বছর হয়েছে, আবার কবে আসবেন? তোমরা চট করে বলতে পারবে। কাউকে জিজ্ঞেস করো, এ তো বলো যে, গুরু নানক কবে আসবেন? তখন বলবে, তাঁর আত্মা জ্যোতি, জ্যোতিতে মিলিয়ে গেছে। আবার কিভাবে আসবে? তোমরা বলবে, আজ থেকে ৪৫০০ বছর পরে গুরু নানক আবার আসবেন। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ বিশ্বের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি চক্র লাগাতে থাকে। বুদ্ধ - ক্রাইস্ট আদি সকলের জন্য বলবে যে, এই সময় এরা সকলেই তমোপ্রধান, কবরে শায়িত। একেই শেষ সময় বলা হয়।

সব মনুষ্য মাত্র যেন মৃত পড়ে আছে । সকলের জ্যোতি যেন নিভন্ত । বাবা আসেনই সবাইকে জাগ্রত করতে । বাচ্চারা, যারা কাম চিতাতে বসে ভস্ম হয়ে গেছে, তাদের অমৃত বর্ষণের দ্বারা জাগ্রত করে সাথে করে নিয়ে যাবেন । মায়া কাম চিতাতে বসিয়ে কবরে শয়িত করে দিয়েছে । সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে । বাবা এখন অমৃত পান করান । এই কারণেই অমৃতসর নাম রাখা হয়েছে । বাবা এসে অমৃত পান করান । এখন কোথায় জ্ঞান অমৃত, আর কোথায় সাধারণ জল । শিখদের বড়দিন হলে তখন খুব ধুমধাম করে পুকুর পরিষ্কার করে, মাটি কাটে, তাই নামই রাখা হয়েছে - অমৃতসর । অমৃতের পুকুর । এখন গুরু নানক সাহেব তো কোনো জ্ঞানের সাগর নন, তিনিও বাবারই মহিমা করেছেন । তিনি নিজেই বলেন - এক ওঙ্কার, সংনাম, তিনি সর্বদা সত্যই বলেন । সত্যনারায়ণের কথা আছে তো, তাই না । সাওদাগররা বাইরে বাণিজ্যে গেলে সত্যনারায়ণের কথা করায় । তারা মনে করে সত্যনারায়ণের কথা করালে তারা সুরক্ষার সঙ্গে সমুদ্র পার হয়ে যাবে । অমরকথা, তিজরীর কথা, মানুষ ভক্তিমার্গে কতো কথা শুনে এসেছে । বলা হয়, শঙ্কর পার্বতীকে কথা শুনিয়েছিলেন । তিনি তো সূক্ষ্মবতনে থাকেন, ওখানে তিনি কোন্ কথা শোনাবেন ? বাবা এইসব কথা বসে বুঝিয়ে বলেন । বাস্তবে আমি তোমাদের অমরকথা শুনিয়ে অমরলোকে নিয়ে যাই । বাকি সূক্ষ্মবতনে পার্বতী কি দোষ করেছে, যে এসে তাঁকে কথা শোনাবেন । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, আমরা নর থেকে নারায়ণ, আর নারী থেকে লক্ষ্মী হই । এ হলো অমরলোকে যাওয়ার জন্য প্রকৃত সত্যনারায়ণের কথা, তিজরীর কথা । তোমরা আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নয়ন পেয়েছো ।

বাবা বোঝান যে, তোমরাই ফুলের মতো পূজ্য ছিলে, এরপর ৮৪ জন্মের পরে তোমরাই পূজারী হয়েছো, তাই মহিমা আছে যে --- তোমরাই পূজ্য আবার তোমরাই পূজারী । বাবা বলেন যে -- আমি তো সর্বদাই পূজ্য । আমি এসে তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য বানাই । বলা হয়, হে রাম, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । সব ভক্তরা ডাকতে থাকে । আত্মাই তো ডাকে - হে পতিত পাবন । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, গীতা কোনো কৃষ্ণ শোনান নি, পবিত্র করেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা । একই রাম । বাবা তাই বলেন, তোমরা তাদের উপদেশ নিতে থাকো, যারা বলে যে, ঈশ্বর সর্বব্যাপী নয় । গীতার ভগবান শিব, নাকি কৃষ্ণ ? প্রথমে তো জিজ্ঞাসা করো যে, ভগবান কাকে বলা হয়, নিরাকারকে নাকি সাকারকে ? কৃষ্ণ তো হলেন সাকার, আর শিব হলেন নিরাকার । তিনি কেবল এই শরীরের ধার নেন । মায়ের গর্ভ থেকে জন্ম নেন না । প্রথম নম্বর গর্ভে আসবে কৃষ্ণের আত্মা । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করও সূক্ষ্ম শরীরধারী । শিবের কোনো শরীর নেই । এখানে, এই লোকে হলো স্থূল শরীর । বাবার মহিমা হলো পতিত পাবন, সর্বের সদগতিদাতা । সকলের উদ্ধারকর্তা, দুঃখহর্তা, সুখকর্তা । ভালো সুখ কোথায় থাকতে পারে ? তোমরা সুখ পাবে পরের জন্মে, যখন রাবণের দুনিয়া শেষ হয়ে স্বর্গের স্থাপন হয়ে যাবে । আচ্ছা, কিসের থেকে তিনি উদ্ধার করেন ? রাবণের দুঃখ থেকে । এ তো দুঃখধাম, তাই না । বাবা আবার গাইডও হন । এই শরীর তো এখানেই শেষ হয়ে যায় । বাকি, তিনি আত্মাদের নিয়ে যান । সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে, পবিত্র করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান । মানুষ যখন বিয়ে করে আসে, তখন প্রথমে থাকে পতি, তারপর পত্নী । তার পিছনে বরযাত্রী থাকে । এখন তোমাদের মালাও এরকম । উপরে থাকে শিববাবা ফুল, প্রথমে ফুলকে নমস্কার করবে । তারপর যুগল দানা ব্রহ্মা - সরস্বতী, তারপর হলে তোমরা, যারা বাবার সাহায্যকারী বাচ্চা । ফুল শিববাবার স্মরণেই সূর্যবংশী বিষ্ণুর মালা তৈরী হয়েছে । ব্রহ্মা - সরস্বতীই লক্ষ্মী - নারায়ণ হয় । দেবতা, ক্ষত্রিয়... তারপর শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে এই জ্ঞান ধারণ করে লক্ষ্মী - নারায়ণ তৈরী হয় । এই মালা তাদেরই তৈরী হয়েছে । এই ব্রহ্মা - সরস্বতীই রাজা - রানী হবেন । তাঁরা পরিশ্রম করেছিলেন, তাই তাঁরা পূজনীয় । কেউ জানেই না যে, মালা কি জিনিস । এমনিই তারা মালা জপতে থাকে । ১৬ হাজার ১০৮ এরও মালা হয় । বড় - বড় মন্দিরে সেই মালা রাখা হয় । তখন এক একজন এক - এক দিক থেকে সেই মালা টানতে থাকবে । বাবা বোঝাতে লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যেতেন । সেখানে গিয়ে মালায় রাম - রাম জপ করতেন । ফুল তো শিববাবা, তাই না । ফুলকেই রাম - রাম বলে তারপর সম্পূর্ণ মালা মাথায় ঠেকায় । জ্ঞান তো কিছুই নেই । পাদ্রীরাও হাতে করে মালা জপ করে । জিজ্ঞেস করো, কার নামে মালা জপ করছো ? তখন বলবে, ক্রাইস্টের স্মরণে মালা জপ করছি । তাঁদের থেকে বড় পোপ, পাদ্রী হয়, তখন আবার পোপের মালা তৈরী হবে । তাঁদের সকলের চিত্র আছে । পোপের কতো সম্মান । তাঁরা নিজেরাই জানে না যে, ক্রাইস্টের আত্মা কোথায় আছে ! তোমরা জানো যে, ক্রাইস্টের আত্মা এখন বেগার রূপে আছে । তোমরাও এখন বেগার থেকে প্রিন্স তৈরী হচ্ছে । ভারতেই প্রিন্স ছিলো, এখন সবাই বেগার, আবার প্রিন্স তৈরী হবে । এই প্রিন্স তৈরী করেন এক আধ্যাত্মিক পিতা তোমরাই বেগার থেকে প্রিন্স তৈরী হও । এই প্রিন্স - প্রিন্সের কলেজও আছে, যেখানে গিয়ে তারা পড়াশোনা করে । তোমরা এখানে পড়ে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের প্রিন্স প্রিন্সেস তৈরী হও । এই জ্ঞানের দ্বারা তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা তৈরী হও ।

তোমরা এখন বুঝতে পারো, যে শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন, তিনিই ৮৪ জন্ম পরে বেগার হয়েছিলেন ॥ পাঁচ হাজার

বছর পূর্বে দেবী - দেবতার কতো বিত্তবান ছিলেন । তাঁরাই এখন কাঙ্গাল, বেগার হয়ে গেছেন । এই কথা এখন তোমরাই শুনতে পারো । ভগবান উবাচঃ - তিনি সকলের ফাদার । তোমরা গড ফাদারের কাছ থেকে শোনো । গীতাতে এই ভুল করে দিয়েছে যে, শিব ভগবান উবাচের পরিবর্তে কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ নাম দিয়ে দিয়েছে, তাই গায়ন হয় যে, মিথ্যা এই দুনিয়া । এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া কাঁটার জঙ্গল হয়ে গেছে । বোম্বোতে বাবুলনাথের মন্দির আছে । বাবা এসে তোমাদের এই কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত করেন । সবাই একে অপরকে কাঁটা লাগায় অর্থাৎ কাম কাটারি চালায়, তাই একে কাঁটার জঙ্গল বলা হয় । সত্যযুগকে আল্লাহর বাগিচা বলা হয় । সেই ফুলই কাঁটা হয়ে যায়, আবার কাঁটা থেকে ফুল তৈরী হয় । সত্যযুগে কখনো রাবণকে জ্বালানো হয় না । রাবণ হলো ভারতের পুরানো শত্রু । তোমাদের লড়াই হলো রাবণের সঙ্গে, যে তোমাদের অর্ধেক কল্প দুঃখ দিয়েছে । অবশেষে বড় লড়াইও হবে । প্রকৃত দশহরাও হতে হবে । এই রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যাবে, তোমরা আবার সোনার মহল পেয়ে যাবে । এখন তোমরা রাবণকে জয় করে স্বর্গের মালিক হও । বাবা সারা বিশ্বের রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন, তাই তাঁকে শিব ভোলা ভাগুরী বলা হয় । গণিকা, অহল্যা, কুন্ডা, বাবা সবাইকে বিশ্বের মালিক বানান । তিনি কতো ভোলা । তিনি আসেনও পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে । বাকি যারা স্বর্গের উপযুক্ত নয়, তারা বিকার ত্যাগ করতে পারে না । বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও । এই বিকার হলো বিষ, যা তোমাদের আদি, মধ্য এবং অন্ত দুঃখী বানায় । তোমরা কি এই অন্তিম জন্ম একে ত্যাগ করতে পারো না ? আমি তোমাদের অমৃত পান করিয়ে অমর বানাই । তবুও তোমরা পবিত্র হও না । বিকার ছাড়া, সিগারেট ছাড়া, মদ ছাড়া তোমরা থাকতে পারো না । আমি অসীম জগতের পিতা তোমাদের বলছি -- তোমরা এই এক জন্ম পবিত্র হও, তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাবো ।

তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন সম্পূর্ণ দুনিয়াকে দুঃখ থেকে উদ্ধার করে সুখধাম আর শান্তিধামে নিয়ে যেতে । এখন সব ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে । এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় । গ্রন্থ সাহেবেও পরমপিতা পরমাত্মাকে অকালমূর্তি বলা হয় । বাবা হলেন মহাকাল । ওই কাল তো একজন - দুজনকে নিয়ে যাবে, আমি তো সব আত্মাদের নিয়ে যাবো । তাই আমাকে মহাকাল বলা হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই অন্তিম জন্মে জ্ঞান অমৃত পান করে অমর হতে হবে । নিজেকে স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত করতে হবে । মন্দ অভ্যাসকে ত্যাগ করতে হবে ।

২) এখন এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়ে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের প্রিন্স - প্রিন্সেস হতে হবে । প্রকৃত সত্যনারায়ণের কথা শুনে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদানঃ:- এক সেকেণ্ডের দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা নিজের বা বিশ্বের পরিবর্তনকারী আধ্যাত্মিক জাদুকর ভব জাদুকর যেমন অল্প সময়ে অনেক বিচিত্র খেলা দেখায়, তেমনি তোমরা আধ্যাত্মিক জাদুকররা নিজের আধ্যাত্মিকতার শক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ বিশ্বকে পরিবর্তন করবে, কাঙ্গালকে ডবল মুকুটধারী বানাবে । নিজেকে পরিবর্তনের জন্য, নিজেকে বিশ্বের আধারমূর্তি, উদ্ধারমূর্তি মনে করে বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে সদা তৎপর থাকো, তাই সবথেকে বড় আধ্যাত্মিক জাদুকর হলে তোমরা ।

স্লোগানঃ:- যে স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা, সে কখনোই পরের অধীন হতে পারে না ।

"মিষ্টি বাচ্চারা — এই অনন্ত ড্রামাতে হিরো হিরোইনদের ভূমিকা তোমাদের পালন করতে হবে, বাবাকে নয়। বাবার কাছে শুধুমাত্র পতিতদের পবিত্র করে তোলার দক্ষতা আছে"

*প্রশ্নঃ - ব্রহ্মার চিত্র দেখে যারা প্রশ্ন করে, তাদের কোন্ রহস্যটিকে বুঝিয়ে বলতে হবে?

*উত্তরঃ - তাদের বোঝাতে হবে যে ইনিই আদি থেকে অন্তিম পর্যন্ত ভূমিকা পালনকারী আত্মা। যিনি প্রথমে রাজকুমার শ্রী কৃষ্ণ, ওনারই অন্তিম জন্মে বাবা আসেন। এনারও শরীর পতিত হয়ে যায়, এনাকেও পবিত্র হতে হয়। ইনি কোনো ভগবান নন। ভগবান তো চির-পবিত্র হন। ভগবানকে এনার শরীরের আধার নিতে হয়।

*গীতঃ- চেহারা দেখে নে রে প্রাণী তোর মন রূপী দর্পণে....

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন যে শান্তির জন্য বাইরে গিয়ে দরজায়-দরজায় ধাক্কা খাওয়া উচিত নয়। হঠযোগী সন্ন্যাসীরা যেমন মনে করে - ঘর পরিবারে থেকে শান্তি পাওয়া যায় না। শান্তি জঙ্গলেই পাওয়া যায়। কিন্তু বাবা বোঝিয়েছেন শান্তি সেখানেও পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে যে রানীর গলায় হার ছিল কিন্তু বাইরে খুঁজে ফিরছিল....এরকমই শান্তি তো তোমাদের গলাতেই আছে। বাইরে কোথায় খুঁজে বেড়াচ্ছ। বাবা এসে বোঝান বাচ্চারা, তোমরা আত্মাদের স্বধর্মই হলো শান্তি। এই শরীর তো তোমাদের কর্মেন্দ্রিয়, যার মাধ্যমে তোমাদের ভূমিকা পালন করতে হয়। আত্মা তো অবিনাশী। আত্মা ছোট-বড় হয়না, না বিনাশ হয়। তবে হ্যাঁ আত্মা পতিত হয়ে যায়, একেই পবিত্র হতে হয়। আত্মা প্রথমে কিশোর শরীর পেয়ে থাকে তারপর যৌবন এবং শেষে বৃদ্ধ হয়। আত্মা তো একই। সর্বপ্রথম আত্মাকে জানতে হয়। আমি আত্মাই ব্যারিস্টার ইত্যাদি হই (প্রফেশনাল)। একে বলা হয়-আত্মা অভিমানী ভব। বাবা বোঝান বাচ্চারা তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছ সেইজন্যই নিজেকে শরীর বলে মনে কর, এটা ভুলে যাও যে আমি আত্মা, এটা আমার শরীর। সুতরাং রিয়েলাইজ করতে হবে। আত্মাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করে থাকে। এখন বাবা বুঝিয়েছেন যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে তারাই দেবতা হবে। এমনটা নয় যে সবাই ৮৪ জন্ম নেবে। কেউ প্রথমেই আসবে, কেউ ৫০-১০০ বছর পরেও আসতে থাকবে। কারো আবার ৮০-৮২ জন্ম হবে। কারো যতবারই জন্ম হোক না কেন, মানুষ তো ৮৪ লক্ষ জন্ম বলে থাকে, এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বলে থাকে প্রতিটি কণায়-কণায় ভগবানের বাস। ভগবান বলছেন আমি কোনো মনুষ্য শরীরেই থাকিনা, সুতরাং জন্তু জানোয়ার, নুড়ি পাথর, প্রতিটি কণায় কিভাবে থাকতে পারি। বাবা বুঝিয়েছেন ক্রম অনুসারে লাস্ট নম্বরই তমোপ্রধান হয়ে যায়। আমি স্বয়ং বলে থাকি আমি অনেক জন্মের অন্তিমে এক সাধারণ শরীরে প্রবেশ করে থাকি। যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে সে তো অবশ্যই পতিত হবে তাইনা। পবিত্র তো হতে পারে না। বাবা স্বয়ং বলেন প্রথম নম্বরে শ্রী কৃষ্ণ, প্রথম প্রিন্স। শ্রী নারায়ণ তো পরে হয়, যখন বড়ো হয়। সেও ২০-২৫ বছর কম হয়ে যায়। তাকে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম বলা যায় না। প্রথম নম্বরেই হলেন শ্রী কৃষ্ণ। যদিও স্বয়ম্বরের পর নারায়ণ হয়ে যায়। কিন্তু হিসেব তো বাচ্চা বয়স থেকেই করতে হবে না! সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম, ৫ হাজার বছরের জন্য শ্রী কৃষ্ণকেই বলা হয়। সুতরাং বাবা বসে বোঝান আমি কল্পে-কল্পে ঐ শরীরেই আসি, যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পার্ট আছে। দ্বিতীয় আর কারো মধ্যে আসতে পারব না। হিসেব আছে না ! ব্রহ্মাই প্রথম নম্বর, আমি অন্য কারো মধ্যে কিভাবে আসতে পারি। তোমাদের মধ্যেও অনেকেই জিজ্ঞাসা করে এক ব্রহ্মার মধ্যেই কেন আসেন! কিন্তু এটাই তো হিসেব তাইনা। এটাই বোঝার বিষয়। গাওয়াও হয়ে থাকে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা করেন। বিষ্ণু বা শঙ্কর দ্বারা স্থাপনা করেন না। এই কাজ অন্য কারো নয়। মানুষ রচনা আর রচয়িতাকে জানে না। এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। তৈরী করাই আছে... চিন্তার কোনো কারণ নেই। এ'সবই এখনকার জন্য, যা ঘটার সেটা ঘটবেই। পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। আজ যা কিছু হচ্ছে আবারও ৫ হাজার বছর পরে হবে। বাবা তো বলেও দিয়েছেন - এইরকম কোনো বিষয়কে যদি দেখো, তাহলে বলো এটা নতুন কিছু নয়। ৫ হাজার বছর আগেও হয়েছিল। এভাবেই লিখে দাও। লিখলে কোনো ক্ষতি নেই। এই লড়াই আগেও হয়েছিল, নতুন কিছুই নয়। আবারও কল্প শেষে এমনটাই হবে। এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীর পুনরাবৃত্তি হতেই থাকে। এখন পুনরায় আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। যার ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে সেই প্রথম লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে। এইসব রহস্য বাবাই বসে বোঝান। বাবা বলেন - আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, একে উল্টো বৃক্ষ বলা হয়। এই কল্প বৃক্ষের আয়ু ৫ হাজার বছর। স্বস্তিকাতেও ৪ টি ভাগ একইরকম দেখতে। যুগও একরকম, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বাবা বোঝান বাচ্চারা দেখো, দুনিয়াতে কত কিইনা হচ্ছে। কেউ চাঁদে যাচ্ছে, কেউ আগুনের ওপর দিয়ে, কেউ আবার জলের উপর দিয়ে চলতে শেখে। এসবই অযৌক্তিক, এসব করে কোনো লাভ নেই। মানুষ পবিত্র হয়ে মুক্তি-জীবনমুক্তিতে তো যেতে পারে না। যা কিছুই

করুক না কেন ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। আত্মা নিজের ঘর আর বাবার ঘরকে ভুলে গেছে। আত্মা নিজেকেই ভুলে দেহ-অভিমানী হয়ে গেছে। তারপর মন্দিরে গিয়ে মহিমা করে থাকে। তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমি নীচ পাপী। নিজেকেই গ্লানি করে থাকে। বাবা কখনোই পূজারী হন না। তারপর বলে থাকে শঙ্করও চির পূজ্য। সে কখনোই পূজ্য হয়না। এখানে তার কোনো ভূমিকাই নেই। এই স্টেজে এখন ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর ভূমিকা আছে। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর কি ভূমিকা আছে, তা দুনিয়ার কেউ-ই জানে না। ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা বলে থাকে, কিন্তু অর্থ কিছুই জানে না। গেয়েও থাকে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা। কিন্তু কে তিনি তার কোনো চিত্র নেই। মুখেই বলে থাকে। শিব কে, তাও জানা নেই কারো। আত্মার বিষয়ে বলা হয়ে থাকে ব্রহ্মকৃটির মাঝখানে ঝলমলে এক নক্ষত্র.... আমি আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী। কত শরীর ধারণ করে থাকে, কিছুই জানা নেই। মানুষ কত দুঃখী, মাথা ঠুকতে থাকে - ও গড ফাদার! যখন থেকে দুঃখ শুরু হয়েছে, আহ্বান করে এসেছে। এটাও বোঝানো হয়েছে ভারতে যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছিল এমন নয় যে অন্যান্য ধর্মওরাবণ রাজ্য হয়ে গেছে। তা নয়, ওদের তো নিজেদের সময়ানুসারে সতঃ, রজঃ, তমঃতে আসতেই হবে। এই কাহিনী সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের জন্য। বাকি সবকিছু ফিক্সড। ভারত যখন তমোপ্রধান হয়ে যায় তখন সম্পূর্ণ সৃষ্টি রূপী বৃক্ষও তমোপ্রধান হয়ে যায়। ভারতকেও সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয়। ঝাড় থেকে নতুন-নতুন পাতা বেরোলে অতি শোভনীয় হয়। নতুনকেও সতঃ, রজঃ, তমঃর মধ্য দিয়ে অবশ্যই আসতে হবে। শেষে যারা আসে তাদের কিছু মূল্য থাকে। এক জন্মেই সতঃ রজঃ তমঃ অতিক্রম করতে পারে, কিন্তু তাদের কোনো মূল্য থাকে না। মূল্য তো তাদের যারা হিরো-হিরোইনদের ভূমিকা পালন করে। এমনটা বলা হয় না যে বাবাই হিরো-হিরোইনদের ভূমিকা পালন করে থাকেন। বাবার জন্য একথা বলা হয় না। তিনি তো এসে পতিতদের পবিত্র করে তোলেন। স্বয়ং পতিত হন না। তোমরা পতিত থেকে পাবন হওয়ার জন্য পুরুষার্থ কর। শ্রীমতের আধারে রাজযোগ দ্বারাই রাজ্য প্রাপ্ত করেছিল। এখন তোমরা পুনরায় নিতে চলেছ। বাবা বলেন - আমি তো রাজত্ব করিনা, তোমাদের রাজারও রাজা করে তুলি। এখন দুনিয়াতে মানুষ অনেক কিছু বলে থাকে। ভগবানুবাচ — আমি তোমাদের রাজারও রাজা করে তুলি, কিন্তু এর অর্থ না নিজে বুঝেছে, না অন্য কাউকে বোঝাতে পেরেছে। ভগবানুবাচ, যখন নিশ্চয়ই ভগবান এসেছিলেন তবেই তো বলেছেন হে বাচ্চারা, ভারতেই শিব জয়ন্তী, শিবরাত্রি পালন করা হয়। বাবা আসেন ভারত খন্ডে। ভারতই অবিনাশী খন্ড। এর মহিমা অতি প্রসিদ্ধ। যেমন বাবার মহিমা অপরম অপার, তেমনই ভারতের মহিমাও অপরম অপার। ভারতেই পরমপিতা পরমাত্মা এসে সব মানুষ মাত্রেরই সন্নতি করিয়ে থাকেন। সবাইকে সুখ প্রদান করেন। ঔনার বার্থপ্লেস ভারত। ভারতই প্রাচীন দেশ। ভগবান রাজযোগ শেখাতে ভারতেই এসেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে ভগবান বলার জন্য তাঁর মহিমা রইল না। ভগবান একজনই, তাঁকেই সঙ্গুরু বলা হয়। এছাড়া তো অসংখ্য গুরু আছে। কেউ কাজ কারবার শেখালে তাকেও গুরু বলে থাকে। আজকাল তো সবাইকে অবতার মনে করে। কিছুই বোঝেনা। যখন সম্পূর্ণ পতিত হয়ে যায় তখনই আহ্বান করে - বাবা তুমি এসে আমাদের পবিত্র করে তোলো।

বাবাই এসে প্রকৃত অমরকথা শুনিয়ে থাকেন। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা ৮৪ জন্মের মধ্যে কিভাবে আসি। প্রথমে সুন্দর জন্ম তারপর নীচে অবতরণ করবে। দুনিয়াতেও অবতরণের কলা শুরু হয়। মানুষের বুদ্ধি সতঃ, রজঃ, তমঃ হয়ে পড়ে। সত্যযুগ থেকে একটু-একটু করে অবতরণের কলা শুরু হয়ে যায়। উত্তরণের কলা সবার জন্য মঙ্গলময়। সবার সন্নতি দাতা একজনই বাবা। ঐ গুরুরা শুধুমাত্র শাস্ত্রই শোনাতে থাকে। শাস্ত্রের কথা শুনতে-শুনতে নীচেই নামতে থাকে। অসীম জগতের পিতা এসে বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমি তোমাদের এতো বিত্তবান করে তুলেছিলাম, হীরে জহরতের মহল দিয়ে গিয়েছিলাম, সেইসব কোথায় ? লৌকিক পিতা বাচ্চাদের টাকাপয়সা দিয়ে থাকে কিন্তু বাচ্চারা টাকাপয়সা নষ্ট করে ফেলে তখন বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করে এতো পয়সা কিভাবে নষ্ট করেছ ? বাচ্চাদের কাছে টাকাপয়সা থাকার কারণে উড়িয়ে (অপ্রয়োজনীয় খরচ) নষ্ট করে ফেলে। বাবা ধর্মাত্মা, বাচ্চারা বিদেশে গিয়ে লক্ষ টাকা উড়িয়ে নষ্ট করে। বাবা কিছুই করতে পারে না। বাবা ফাঁকিও দিতে পারেনা কারণ পৈতৃক সম্পত্তি। কিন্তু অন্তর্মনে দগ্ধ হতে থাকে। বাবার মৃত্যুর পরে কেউ-কেউ তো এতো জঘন্যতম হয়ে যায়, ১২ মাসের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি উড়িয়ে দেয়। ওটা হলো সীমিত দুনিয়ার কথা। এটা অসীমিত দুনিয়ার কথা। অসীম জগতের পিতা বলেন তোমরা কতো ধনবান ছিলে, বিশ্বের মালিক ছিলে। তারপর কাঙাল কীভাবে হয়েছ ? এতো ধন-সম্পত্তি কি করেছ? বাচ্চাদেরই বাবা জিজ্ঞাসা করেন — ভারতকে এতো বিত্তবান বানিয়েছিলাম, সব টাকাপয়সা কোথায় গেল? তারপর বাবাই বসে বোঝান

ভক্তি মার্গে কত খরচ করেছ, শাস্ত্র ইত্যাদির পেছনেও কত খরচ হয়েছে। মাথাও নিচু হয়ে গেল, টিপও লেপটে গেল। টাকাপয়সা ইত্যাদি যা কিছু ছিল সব শেষ হয়ে গেল, এটাই ড্রামা। আমি তোমাদের বিত্তশালী করে তুলি। রাবণ তোমাদের কাঙাল বানিয়ে ছাড়ে। ভারতবাসীদেরই তো বাবা বোঝাবেন তাইনা। ভারত ছিল সোনার পাখি, এতো ধন-সম্পত্তি ছিল যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা লুণ্ঠ করে নিয়ে গেছে। চিন্তন করো-ভারত কি ছিল ! এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। ভারতই স্বর্গ

ছিল, ভারতই নরক। এখন হল নরক, সেইজন্যই বাবা সিঁড়ি এমনই তৈরি করেছেন যে কেউ-ই বুঝতে পারবে আমরা পতিত। ছোট-ছোট বাচ্চাদেরও চিত্র দ্বারা বোঝানো যায় তাইনা। চিত্র ছাড়া বাচ্চারা কি বুঝবে। বাবাই এসে পতিত থেকে পাবন হওয়ার যুক্তি বলে দিয়ে থাকেন। সহজ থেকে সহজতর এবং কঠিন থেকে কঠিনতর। সত্যযুগে সবাই দেহী-অভিমানী থাকে। আত্মা বুঝতে পারে এখন শরীর বড় হয়ে গেছে, এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করতে হবে। ঠিক যেমন সাক্ষাত্কার হয়ে যায় — এখন আবার বাচ্চা হতে হবে, পুরানো খেলা ছেড়ে দেয়। এখানে কেউ মারা গেলে কান্নাকাটি করে। সত্যযুগে খুশি মনে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। সুতরাং খুশি উদযাপন করে থাকে। এখানে মৃত্যু হলে কত দুঃখ প্রকাশ করে থাকে। কেউ মারা গেলে বলা হয় স্বর্গে গেছে। সুতরাং এর অর্থ হলো মৃত ব্যক্তি নিশ্চয়ই নরকে ছিল। এখন তোমরা পুরুষার্থ করছ - স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য। বাবা তোমাদের স্বর্গবাসী করে তুলছেন। বাবা আসেনই জীবনমুক্তি দিতে। রাবণের বন্ধন থেকে মুক্ত করে জীবনমুক্তি দিয়ে থাকেন। বাবা বলেন - আমি পূর্ব কল্পের মতোই এসে তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি। কল্পে-কল্পে ব্রহ্মা শরীরেই আসি। তোমাদের অবশ্যই ব্রাহ্মণ হতে হবে। যজ্ঞতে ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই প্রয়োজন, তাইনা। এ'হল রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ। এই রথকে (শরীর)স্বাহা করতে হবে। অশ্ব এই রথকে বলা হয়। রাজস্ব, স্বরাজ্য অধিকারের জন্য এই অশ্বকে স্বাহা হতে হবে। আত্মা তো স্বাহা হবে না। আত্মা হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে চলে যাবে। তারপর নতুন রূপে সবার ভূমিকা শুরু হবে। একেই বলা হয় ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীর পুনরাবৃত্তি। বাবা আসেন নতুন দুনিয়া স্থাপন করে পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ঘটাতে। এটা একটাই মহাভারতের লড়াই, যা শাস্ত্রে গায়ন আছে। সুতরাং বোঝানো উচিত - এই যুদ্ধের দ্বারাই স্বর্গের গেট খুলে থাকে, সেইজন্যই এর গায়ন শাস্ত্রে আছে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পুরানো বিষয় নিয়ে কখনোই চিন্তা করা উচিত নয়। যা হয়ে গেছে, এটা নতুন কিছুই নয় এই ভেবেই ভুলে যেতে হবে।

২) এই রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞে নিজের তন-মন-ধন সবকিছু স্বাহা করে সফল হতে হবে। এই অন্তিম জন্মে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- মাস্টার ত্রিকালদর্শী হয়ে প্রতিটি কর্ম যুক্তিযুক্ত করে তুলতে সফল কর্মবন্ধন মুক্ত ভব যে সঞ্চল্লই, বলা বা কর্ম দ্বারা করে থাকো, সেটা মাস্টার ত্রিকালদর্শী হয়ে করলে কোনো কর্ম ব্যর্থ বা অনর্থ হতে পারে না। ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ সাক্ষীদ্রষ্টার স্থিতিতে স্থিত হয়ে কর্মের গুহ্য গতিক জেনে এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করলে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হবে না। প্রতিটি কর্ম করার সময় কর্মবন্ধন মুক্ত, কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করতে থাকবে।

স্লোগান:- যার কাছে সীমিত সব ইচ্ছাই অবিদ্যা, সে-ই মহান সম্পত্তিবান।

“মিষ্টি বাচ্চারা - মন্মনাভবের মন্ত্র মজবুত করাও, এক বাবাকে সদা ফলো করো - এইটাই হল বাবার সহযোগী হওয়া ”

*প্রশ্ন:- পুরুষোত্তম হওয়ার সহজ এবং শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ কি ?

*উত্তর:- হে পুরুষোত্তম হওয়ার উপযুক্ত বাচ্চারা - তোমরা সদা শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। এক বাবাকে স্মরণ করো আর কোনও কথায় ইন্টারফিয়ার করবে না। খাও দাও সব কিছু করো কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, তাহলে পুরুষোত্তম হয়ে যাবে। পুরুষোত্তম তারাই হতে পারে যাদের উপরে বৃহস্পতির দশা থাকে। তারা কখনো শ্রীমতের বিরুদ্ধে যায় না। তাদের দ্বারা কোনও উল্টো কর্ম হয় না।

*গীত:- ওম্ নমো শিবায়

ওম্ শান্তি । এই মহিমাটি কার ? এক পরম পিতা পরমাত্মার। যে সু কর্ম করে তার মহিমা অবশ্যই হয়। যে কু কর্ম-কর্তব্য করে তার নিন্দা হয়। যেমন আকবরের মহিমা ছিল, ঔরঙ্গজেবের নিন্দা ছিল। রামের মহিমা করবে, রাবণের নিন্দা করবে। ভারতেই রামরাজ্য, রাবণরাজ্য বিখ্যাত। রামরাজ্যকে বলা হবে পুরুষোত্তম রাজ্য এবং রাবণ রাজ্যকে বলবে আসুরিক রাজ্য। বাচ্চারা তো এখন সপ্তমযুগের কথা জেনেছে। এটা হলই পুরুষোত্তম যুগ। এই ভারতকে পুরুষোত্তম বানিয়েই থাকবো। যারা সেখানে থাকবে তাদেরও পুরুষোত্তম বানাতে হবে এবং যে স্থানে বাস করবে সেই স্থানকেও পুরুষোত্তম বানাতে হবে। ভারতকেই স্বর্গ বলা হয়, বসবাসকারীদের দেবী-দেবতা, স্বর্গবাসী বলা হয়। অর্থাৎ দুইই উত্তম হয়ে যায়। সবাই জানে নতুন দুনিয়া উত্তম হয় এবং পুরানো দুনিয়া কনিষ্ঠ হয়। যেমন দুনিয়া তেমন বসবাসকারী। গায়নও আছে নতুন ভারত, পুরানো ভারত। অন্য কোনও খন্ডকে এমন বলা হয় না। এমন নয় যে নতুন দুনিয়ায় নতুন আমেরিকা, নতুন চীন হয়। না, নতুন দুনিয়ায় তো নতুন ভারতেরই গায়ন আছে, তাই নিউ ইন্ডিয়া বলা হয়। নতুন ভারত নাম তো রাখা হয়, কিন্তু সবই হল অর্থহীন। নিউ ইন্ডিয়া এই সময় এলো কোথা থেকে! নিউ ইন্ডিয়া তে তো দিল্লী পরিস্থান থাকে। এখন পরিস্থান কোথায় আছে। তোমরা বাচ্চারা এখানে আসো পুরুষোত্তম হতে। উঁচু থেকে উঁচুতে হল বৃহস্পতির দশা। পুরুষোত্তম হলে বৃহস্পতির দশা বসে। তোমরা জানো যে, নতুন দুনিয়ার স্থাপন কারী অসীম জগতের পিতার দ্বারা আমরা অসীমের সুখ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করছি। সত্যযুগে তো পুরুষোত্তম হয়। পরে নীচে নেমে আসে তো মধ্যম, কনিষ্ঠ হয়। তোমরা বাচ্চারা জানো যে - এখন বাবা আমাদের সতাপ্রধান সত্যযুগী স্বর্গবাসী, পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন। এই হল খুবই সহজ। না কোনো ওষুধ খেতে হবে, না কিছু করতে হবে। শুধুমাত্র স্মরণ করতে হবে, তাই বলা হয় সহজ স্মরণ। স্মরণের দ্বারাই পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হতে হবে। এটা তো অবশ্যই যে, সবারই মুক্তি প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন যে, আমি সর্বের সদগতি দাতা তাই নিশ্চয়ই মানুষের শরীর শেষ হয়ে যাবে। বাকি আত্মাদের পবিত্র বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। বাবা প্রস্তুত করাচ্ছেন কারণ আত্মার ডানা ভেঙে গেছে অর্থাৎ আত্মা তমোপ্রধান হয়েছে। তোমরা যোগবলের দ্বারা পবিত্র হওয়ার পরিশ্রম করো। যারা করে না তাদেরকে হিসেব দিতে হবে, এতে চিন্তন করার কোনো ব্যাপার নেই। আত্মা রূপী বাচ্চাদের কাজ হল বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা বা স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করা, বাবার সহযোগী হয়ে সাহায্য করতে হবে। বাবার সহযোগ, তো বাচ্চাদেরও সহযোগ। কীভাবে সহযোগ দেবে, সেসব বাবাকে দেখে ফলো করো। সবাইকে আমার মন্ত্র দিতে থাকো - পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য। বাবা কল্পে-কল্পে এসে বলেন - পতিত থেকে পবিত্র তোমরা আমাকে স্মরণ না করলে হতে পারবে না। আমি কি কোনো গঙ্গা স্নান করাই ? শুধুমাত্র মহামন্ত্র স্মরণ করতে হবে " মন্মনাভব" । এর অর্থ হল আমায় স্মরণ করো তাহলে তোমরা পবিত্র হয়ে, পুরুষোত্তম হয়ে স্বর্গের মালিক হবে। স্ত্রী পুরুষ দুইজনেই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের মালিক হবে। বাবা এই সব কথা ডিটেলে বোঝান। তোমরা প্রাক্টিকালে হও। তোমরা জানো ভগবান এসে বাচ্চাদেরকে পুরুষোত্তম বানিয়েছেন তবে তো বলে যে, পতিতদের পবিত্র করতে পতিত-পাবন এসো। পুরুষোত্তম মাসের অনেক মহিমা শোনানো হয় তাইনা। অতএব এই পুরুষোত্তম যুগের অনেক মহিমা আছে। কলিযুগ অর্থাৎ রাতের পরে দিন অবশ্যই আসবে। দুঃখের পরে সুখ আসে। এই শব্দটিও ক্লিয়ার। স্ত্রী পুরুষ দুইজনেই উত্তম থেকে উত্তম শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হয়, কারণ প্রবৃত্তি মার্গ। সত্যযুগ তো বিখ্যাত, তারই নাম সুখধাম, তারপরে যখন দ্বাপর যুগ আসে তখন মানুষ সন্ন্যাস ধারণ করে উত্তম হয়, তাই পতিত মানুষ গিয়ে তাদের কাছে মাথা নত করে। পবিত্রের সামনে অপবিত্ররা মাথা নোয়ায়, এই কথা তো খুবই সাধারণ। পতিত-পাবন বাবাকে না জানার দরুন পতিত-পাবনী গঙ্গা-কে ভেবে নিয়েছে সেখানে গিয়ে মাথা নত করে। গঙ্গা আর সাগরেরও মেলা হয়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদেরকে খুব ক্লিয়ার করে বোঝান, তবুও বাবা বলেন - কোটিতে কেউ কেউ, কয়েকজনের

মধ্যেও কেউ এই কথা বুঝতে পারে। তাতেও আশ্চর্য হয়ে শুনন্তী, কথন্তী, ত্যাগ করে তারপর ভাগন্তী হয়ে যায়, ডিসসার্ভিস করার নিমিত্ত হয়। সার্ভিস আর ডিসসার্ভিস দুইই হতে থাকে। পালিয়ে যায় অনেকে, যারা বাবাকে জানেনা। তোমরা পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় পরিণত হও। বাচ্চারা বসে আবার বিদ্ব সৃষ্টি করে, ডিসসার্ভিস করে, সুতরাং এ'তো হল মহান পাপ। রাবণ সবাইকে মহাপাপী বানিয়ে দেয়, কিন্তু যে আত্মারা বাবার সন্তান হওয়ার পরে ডিসসার্ভিস করে তাদের জন্য টাইবুনালা বসে। ভক্তি মার্গে এমন বড় সাজা ভোগ করতে হয় না, কিন্তু এইখানে বাবার আপন হয়ে যদি ডিসসার্ভিস করে তাহলে বাবার রাইট হ্যান্ড হল ধর্মরাজ। তাই বাবা বলেন - বাচ্চারা আমার সার্ভিসে সহযোগী হয়ে পুনরায় উল্টো কর্ম করবে না, ডিসসার্ভিস করলে অবলাদের উপরে বিদ্ব আসবে। মাতাদের উপরে বাবার দয়া হয়। দ্রোপদীর চরণ সেবা ভগবান করেছিলেন তাইনা। দ্রোপদী আহবান করেছিল আমাকে বস্ত্রহীন করছে। বাবা মাতাদের শিরে জ্ঞান কলস রাখেন। প্রথমে মাতা, পরে পুরুষ। কিন্তু আজকাল পুরুষদের অহংকার অনেক, আমি স্ত্রী-র গুরু, স্বামীই ঈশ্বর, স্ত্রী আমার দাসী। এখানে বাবা নিরহংকারী হয়ে মাতাদের চরণ সেবা করেন। তোমরা ক্লান্ত হয়েছো। আমি তোমাদের ক্লান্তি দূর করতে এসেছি। মাতা'রা, তোমাদের সবাই তিরস্কার করেছে। সন্ন্যাসী নিজ স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যায়। কারো ৫-৭ টি সন্তান থাকে, লালন পালন না করতে পারলে বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যায়। রচনা করে তাদের বিভ্রান্তিতে ফেলে চলে যায়। বাবা বলেন - আমি কাউকে বিভ্রান্ত করি না। আমি তো সবার দুঃখ হরণ কর্তা, সুখ প্রদান কর্তা। মায়া এসে দুঃখী বানায়। এও হল খেলা। অজ্ঞান কালে (জ্ঞানহীন অবস্থায়) মানুষ ভাবে যে, ভগবানই দুঃখ সুখ প্রদান করেন। কিন্তু বাবা ঈশ্বর এই কর্ম কর্তব্য করেন না। এ হল কর্মের অনুসারে রচিত ড্রামা, যে যেরকম কর্ম করে তেমন ফল প্রাপ্ত করে। এই সময় হল শ্রেষ্ঠ কর্ম করার। কর্মফল ভোগ করার নয়। কেউ অসুস্থ হয়, কেউ দেউলিয়া হয় অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করে। তোমরা বাচ্চারা কতখানি সৌভাগ্যশালী হও যে ২১ জন্মের জন্য কখনও কর্মফল ভোগ করতে হবে না। কত বিশাল প্রাপ্তি। অতএব বাবার শ্রীমং অনুসারে চলা উচিত। বাবা আর কোনো কথায় ইন্টারফিয়ার করেন না। খাও দাও, যা ইচ্ছে করো, শুধু বাবাকে এবং স্বর্গের অধিকার (বর্সা কে) স্মরণ করো। তোমরা বলো আমরা পতিত, অতএব বাবা পবিত্র হওয়ার যে যুক্তি বলে দেন, সেই অনুযায়ী চলো। শুধুমাত্র স্মরণের পরিশ্রম আছে। মায়ার ঝড়কে ভয় পাবে না। এ হল গুপ্ত পরিশ্রম। জ্ঞানও হল গুপ্ত, মুরলী পড়া যদিও প্রত্যক্ষ। কিন্তু এই বাণীর দ্বারা তোমরা পবিত্র হবে না। পবিত্র হবে স্মরণের দ্বারা। অতএব অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করো এবং সহযোগীও হওয়া উচিত। রুহানী হাসপাতাল এবং ইউনিভার্সিটি খোলার পুরুষার্থও করো। কোনো ভালো স্থানে গিয়ে ভাষণ করো। তোমাদেরকে হাতে বইপত্র নিতে হবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, বোঝানোর জন্য কল্প বৃক্ষ, ত্রিমূর্তি, সৃষ্টি চক্রের রহস্য সবাইকে বোঝাতে হবে। বাবা বলেন - আমি ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করি। ব্রাহ্মণদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বিষ্ণু, সামনে (চিত্রে) রয়েছে। যিনি বানিয়েছেন উনি হলেন টিচার, উনি নিরাকার। গায়নও আছে ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালন.... কল্প পূর্বেও এমন চিত্রই বানিয়েছিলেন। দেখো, বিজ্ঞানের দ্বারা কত মিসাইল তৈরি করেছে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে পুরুষোত্তম হতে পরিশ্রম করতে হয়। কারণ জন্ম জন্মান্তরের বোঝা মাথায় আছে। সেকেন্ডে এনগেজমেন্ট হয়, তারপরে আত্মাদের নিজ বাবাকে স্মরণ করতে হয়, যাতে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যায়।

বাবা বলেন - মন্মনাভব, তোমরা হলে কর্মযোগী। স্মরণের চার্ট রাখা উচিত। তোমাদের যুদ্ধ হল মায়ার সঙ্গে। খুব কঠিন এই যুদ্ধ। তোমরা চেষ্টা করবে স্মরণে থাকার, মায়া উড়িয়ে দেবে। জ্ঞানে কোনো বাধা নেই। আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের সংস্কার ভরা আছে। এ হল অনাদি পূর্ব রচিত ড্রামা। এই চক্র আবর্তিত হতেই থাকে। কখনই থেমে যায় না। সৃষ্টির রচনা করা হয়েছে কেন, এই প্রশ্ন ওঠে না। আত্মার পরিবর্তন হবে কীভাবে? নতুন আত্মা তো আসে না। যে আত্মারা আছে তারাই থাকে, কম বেশি হতে পারে না। অ্যাক্টররা সবাই আছে। তোমরা হলে অসীম জগতের অ্যাক্টর, তোমরা যত কিছু দেখো তত অ্যাক্টররাই ড্রামাতে আছে, ততই পুনরায় থাকবে। মোক্ষ লাভ কেউ করে না। মানুষ আসা যাওয়ার (জন্ম-মৃত্যুর) এই চক্র থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু মুক্তি পায় না। যারা পার্ট প্লে করতে এসেছে তাদেরকে পুনরায় আসতে হয়। বাবা বলেন - আমাকেও এই পতিত দুনিয়ায় আসতে হয় এবং ফিরে যেতে হয়। কল্পে-কল্পে আমি আসি। যখন আমাকেও আসতে হয় তো বাচ্চাদের আগমন বন্ধ হবে কীভাবে। তোমরা ৮৪ বার শরীর ধারণ করো, আমি একবারই আসি। আমার আসা যাওয়া খুবই ওয়ান্ডারফুল, তবেই তো গায় - গতি মতি তুমিই জানো সঙ্গতি করার জন্য যে মত আছে সেই মত তোমরাই জানো, আর কেউ জানে না। তারা গান গায়, তোমরা প্রাক্টিক্যালি রয়েছে। মুখ্য কথা হল স্মরণের, তারপর অঙ্কের লাঠি হতে হবে। এটা হল পুরুষোত্তম যুগ। এই যুগ ৫ হাজার বছর পরে আসে। পুরুষোত্তম মাস তিন বছর পরে আসে। সেই সব হল ভক্তি মার্গ। তাদের যন্ত্র মন্ত্রের অনেক অনেক বইপত্র আছে। এখানে সেসবের ব্যাপারই নেই। ভক্তি যারা করে না তাদের অধর্মীক বলা হয়। তাই তাদের খুশী করার জন্য কিছু কর্ম কান্ড করতে হয়। বাবা বোঝান মিষ্টি বাচ্চারা, কখনও ডিস সার্ভিস করার পুরুষার্থ করবে না। কেউ ট্রেটর হয়ে গেলে তাকে বলা হবে অজামিল।

অজামিল, সুরদাস ইত্যাদি অনেকের কাহিনী আছে। এই সব হল ভক্তি মার্গ। তাদের চেয়েও বেশি পাপ আত্মা হল তারা, যারা এখানে এসে, আমার আপন হয়ে আমাকে ত্যাগ করে যায়। আমার নিন্দা করায়, তাদের জন্য পরে ট্রাইব্যুনাল বসে। প্রতিজ্ঞা করে তারপরে ডিস সার্ভিস করলে কঠিন দন্ড ভোগ করবে। পদ মর্যাদা উচ্চ, তাই যেকোনও ভুলের কঠিন দন্ডও আছে। সেইজন্য কখনও আঙ্গুর অবমাননা করা উচিত নয়। গায়নও আছে সঙ্কর নিন্দুক ঠাই পায় না কোথাও অর্থাৎ মূল্য লক্ষ্যটি প্রাপ্ত করে না, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার। গুরুদের কাছে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে তোমরা বলো গুরুর নিন্দুক সেই ঠাইটি কোন্টি? সেই ঠাই বা ঠিকানা তো বলে দিতে পারে না। বাবার পাগরী তারা নিজের উপরে রেখে দিয়েছে। টিচার বলবে যদি পুরো পড়াশোনা করবে না তাহলে পদ মর্যাদাও উচ্চ প্রাপ্ত হবে না। পবিত্র স্বরূপ দেবী-দেবতা হতে হবে। এখানে কেউ পবিত্র নয়। এখন সবাইকে পবিত্র হতে হবে। রাজ্য ভাগ্য ২১ জন্মের জন্য প্রাপ্ত হয়, অতএব শুধুমাত্র এই অষ্টম জন্ম পবিত্র হতে হবে, কতখানি বিশাল প্রাপ্তি! প্রাপ্তি না থাকলে এমন পুরুষার্থ কি করতে? কিন্তু মায়া এমন যে, উঁচু প্রাপ্তিতেও বিঘ্ন সৃষ্টি করে এবং পতিত বানিয়ে দেয়। অহো মম মায়া.... আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূল্য সার:-

১) কোনোরকম ডিস সার্ভিস করবে না। কোনও এমন কর্মও করবে না যাতে বাবার নিন্দা হয়। আঙ্গুর অবমাননা করবে না, পুরুষোত্তম রূপে পরিণত হবে।

২) মায়ার ঝড়ে ভয় পাবে না পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- বিস্তারকে সার রূপে সমাযিত করে নিজের শ্রেষ্ঠ স্থিতি নির্মাণকারী বাবার সমান লাইট মাইট হাউস ভব বাবার সমান লাইট, মাইট হাউস হওয়ার জন্য কোনও কথা দেখে বা শুনে তার সার অর্থ জেনে এক সেকেন্ডে সমাযিত করার বা পরিবর্তন করার অভ্যাস করো। কেন, কি এইরূপ বিস্তারে যাবে না। কারণ কোনও কথার বিস্তারে গেলে সময় ও শক্তি ব্যর্থ হয়ে যায়। সুতরাং বিস্তারকে সমাযিত করে সার রূপে স্থিত হওয়ার অভ্যাস করো - এর দ্বারা অন্য আত্মাদেরও এক সেকেন্ডে সম্পূর্ণ জ্ঞানের সার তত্ত্ব অনুভব করাতে পারবে।

স্নোগান:- নিজের বৃত্তিকে পাওয়ারফুল বানাও তাহলে সেবায় বৃদ্ধি স্বতঃতই হবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখানে শ্রীকৃষ্ণের মতো প্রিন্স হওয়ার জন্য পড়াশোনা করে থাকো। তোমাদের স্বয়ং ভগবান পড়াচ্ছেন”

*প্রশ্নঃ - বাবা যখন বলেন ভগবানুবাচ, তখন এই শব্দটি শুনে কোনো কোনো বাচ্চা বিভ্রান্ত হয়ে যায় - কেন ?

*উত্তরঃ - কারণ ভগবান হলেন গুপ্ত। তারা মনে করে হয়ত এই দাদা ভগবানুবাচ বলেছেন। কিন্তু নিরাকার ভগবানকে কথা বলার জন্য মুখ তো চাই, তাই না ? বাবা বলেন এই ওয়ান্ডারফুল বিষয়টিকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে যে কীভাবে আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদেরকে পড়াই।

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ । ভগবান কী বলেন ? এই ভগবানুবাচ কে বলেছে ? কাউকেই তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষকে ভগবান বলা যায় না। কেউ কেউ মনে করতে পারে যার মুখ থেকে নির্গত হচ্ছে, তিনিই বলছেন - ভগবানুবাচ। কিন্তু নিরাকার ভগবান বলছেন, এ কেবল তোমরাই জানো। যিনি বসে আছেন তিনি কে ? ভগবান কোথায় ? এসব তো নতুন কথা, সেই কারণে মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। কিন্তু ভগবানুবাচ তো অবশ্যই। তিনি বলেন, আমি বাচ্চাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। নর থেকে নারায়ণ অথবা কৃষ্ণ, নারীকে লক্ষ্মী বা রাধা বানানোর জন্য যোগ আর জ্ঞান শেখাই, এর বেশী আর কী চাই ! তোমাদেরকে আমি রাজাদেরও রাজা, প্রিন্সেরও প্রিন্স বানাই। প্রিন্স - প্রিন্সেসও তো মন্দিরে যায়, তাই না ? বিকারী প্রিন্স নির্বিকারী প্রিন্স শ্রীকৃষ্ণকে নমন করে। তাই আমি তোমাদেরকে প্রিন্সেরও প্রিন্স বানাই। শ্রীকৃষ্ণের মতো স্বর্গের প্রিন্স হও। নলেজ পড়াশোনা করলে তবেই তো এই রকম হতে পারবে, তাই না ? ডাক্তার বা ব্যারিস্টারই তো স্টুডেন্টকে বলবে আমি তোমাকে ডাক্তার বা ব্যারিস্টার বানাবো। কিন্তু পড়বে তবে তো হতে পারবে। বাবা বলেন বাচ্চারা, ভালো ভাবে বোঝো যে, রাজযোগ একমাত্র ভগবানই শেখান, কৃষ্ণ নয়। রাধা আর কৃষ্ণ তো আলাদা আলাদা রাজ্যের সন্তান। তাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন হয়। বিবাহের পরে নাম বদলে যায়, সেইজন্য চিত্রতেও লক্ষ্মী-নারায়ণের নীচে রাধা-কৃষ্ণকেও দেখায়। এখন বাবা খুব ভালো ভাবে বোঝান যে, এই ব্রহ্মাও নশ্বর ওয়ান ভক্ত ছিলেন। পূর্বে নারায়ণের পূজা করতেন। কৃষ্ণের ভক্তি করতেন কি নারায়ণের ভক্তি করতেন, একই ব্যাপার। কৃষ্ণই বড় হয়ে নারায়ণ হন। এখন তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছি। এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন এনার আত্মাও পড়াচ্ছেন, তারপর ভবিষ্যতে শ্রীকৃষ্ণ হবেন। বাবা বলেন বাচ্চারা - তোমরা জ্ঞান - চিত্তে বসে সুন্দর হয়ে ওঠো, তারপর আবার কাম - চিত্তে বসে শ্যামলা হয়ে গেছো। এটা হল কংস পুরী। আমি তোমাদেরকে কৃষ্ণপুরীতে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি। শ্রীকৃষ্ণই সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... এখানে কারোর মধ্যেই সর্বগুণ নেই। আমি এসেছি বাচ্চাদেরকে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বানাতে। হতে হবে যোগবলের দ্বারা। বাহুবল হল হিংসক যুদ্ধ, যা তীর - কামান এসব দিয়ে হয়। তারপর বন্দুক, তলোয়ার দিয়ে হয়। এখন তো হয় বম্বসের দ্বারা। নিজেরাই বলে আমরা এই রকম বম্বস বানাই যে, ঘরে বসেই সব শেষ করে দেওয়া যাবে। তখন মিলিটারি কিছুই করতে পারবে না। বাবা বলেন মিষ্টি বাচ্চারা, এটা হল পাঠশালা। আমি তোমাদেরকে শ্রীকৃষ্ণের মতো প্রিন্স বানাই। যে ফাস্ট প্রিন্স সত্যযুগে ছিল, সে-ই এখন ৮৪ জন্ম নিয়ে কলিযুগে বেগার হয়ে গেছে। ভারতেই তাদের রাজত্ব ছিল। আবার পুনর্জন্ম নিতে হয়, তাই না ? কৃষ্ণকে ভগবান বলা হলে ভগবান পুনর্জন্মে কীভাবে আসবে ? ভগবান তো হলেন নিরাকার ? তিনি হলেনই একজন রচয়িতা। বাদবাকি সব হল রচনা। তবেই তো বলা হয় আমরা আত্মারা সবাই হলাম ভাই - ভাই। বাবা বলেন যে, তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা সবাই নিজেদের মধ্যে হলে ভাই-বোন। তাহলে তখন ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট কী কখনো হতে পারে ? তোমরা উত্তরাধিকার এক বাবার কাছ থেকেই নিয়ে থাকো, ভবিষ্যতের জন্য। যদি পবিত্র না থাকো তবে শান্তিধাম, সুখধামে কীকরে যাবে ? আহ্নানও করে আমরা পতিত হয়ে গেছি, পবিত্র বানাতে এসো। তাই বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। এটা হল তোমাদের অস্তিম জন্ম। তোমরা সব আত্মারা এখন পুনরায় বাণপ্রস্থে যেতে পারো, সেইজন্য তোমরা হলে বাণপ্রস্থী। এই রকম কোনও গুরুই রাস্তা বলে দিতে পারবে না। এই জ্ঞান আছেই একমাত্র বাবার কাছে। তিনিই হলেন পতিত-পাবন নিরাকার। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো। অল্প কালের জন্য আমি এই তনের লোন নিয়েছি। শরীর ছাড়া আত্মা কীকরে বলতে পারে ? ভগবানুবাচ হল আমি সাধারণ বৃদ্ধের তনে প্রবেশ করে বাচ্চারা তোমাদেরকে আমি পড়াই। আমি গর্ভে আসি না। গর্ভে যারা আসে তাদেরকে পুনর্জন্মে আসতে হয়। আমি একবারই এসে থাকি। প্রকৃতির আধার আমার অবশ্যই চাই। আমি এনার মধ্যে বসে তোমাদেরকে পড়াই। ইনি তো পূর্বে নিজের হীরে জহরতের ব্যবসা করতেন। কোনো গুরু ওনাকে শেখাননি, অকস্মাৎ বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করলেন। করন-করাবনহার হওয়ার কারণে

এনার দ্বারা কর্তব্য করিয়ে থাকি। ইনিও শিখতে থাকেন। তোমরাও সাথে সাথে শিখতে থাকো। বাবা বলেন তোমাদেরকে, কিন্তু শূনি আগে আমি। আমি বাচ্চারা তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য আসি। কিন্তু এনার আত্মাও পড়তে থাকে। বাচ্চাদের রাজযোগ শেখাতে এসেছি। এইরকম কেউ কখনো পড়ায় না। এ হল পবিত্র হওয়ার বিষয়। এই সঙ্গমযুগ হলই পুরুষোত্তম হওয়ার সময়। পুরুষোত্তম ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ম্বরের পর তার ডিগ্রি কিছু কম হয়ে যায় সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অনেক। নামই হল শ্রীকৃষ্ণপুরী, একে বলা হয় কংস পুরী। বাকি কৃষ্ণ আর কংস এসব হল গল্পকথা।

বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে যে, পরিপক্ব অবস্থা হলে পড়ে ভক্তি আপনা থেকেই চলে যাবে। তোমরা কখনোই কাউকে বলবে না যে ভক্তি ক'রো না। তাদেরকে জ্ঞান প্রদান করতে হবে। বাবা তোমাদেরকে জ্ঞান প্রদান করে স্বর্গের প্রিন্স বানাতে এসেছেন। কৃষ্ণও স্বর্গের মালিক ছিল, এখন নেই। আবাবো সে রাজযোগের দ্বারা হতে চলেছে। তোমাদেরও পুরুষার্থ করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। হেভেন এর স্থাপনাকারী হলেন - হেভেনলি গড ফাদার। তিনিই এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন। তিনি করবেন তখনই যখন কলিযুগ শেষ হবে। সত্যযুগ, ত্রেতাতে আসেন না। তিনি বলেন প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে আসি। তারা কল্প শব্দটিকে বাদ দিয়ে কেবল যুগে - যুগে কথাটি লিখে দিয়েছে। তাও তো চারটি যুগ। পঞ্চম হল এই সঙ্গমযুগ। আচ্ছা তাহলে তো পাঁচ অবতার বলতে হবে? কিন্তু এত এত কচ্ছ - মচ্ছ পশুরাম অবতার হয় নাকি? এ সবই হল শাস্ত্রের কথা। ধর্মের নাম আর ভারতের নামই বদলে দিয়েছে হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুস্তান বলে দেয়। ভারতের নাম কি বদলানো উচিত? যদা যদা হি ধর্মস্য... ভারত। তাতেও ভারত শব্দটিই আসে। বাবা তোমাদেরকে বোঝান যে, তোমরা কী কেবল এক জন্ম ভক্তি করেছ নাকি? দ্বাপর থেকে করে এসেছো। ভক্তিও প্রথমে অব্যাভিচারী ছিল, কেবল শিবের ভক্তি করতো। যে শিব বাবা-ই ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছিলেন আর এখন স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছেন। পতিত শরীরে বসে আমি জানাই যে, আমি এসেছি, পতিত শরীরে, পতিত দুনিয়াতে পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। ভক্তি মার্গে তো তবুও তো আমার জন্য সুবিশাল মন্দির বানিয়ে থাকে। কতখানি ক্লিয়ার বিষয়। এনার মধ্যে বাবার প্রবেশ ঘটে, তখন থেকেই তিনি গীতা ইত্যাদি পড়া ছেড়ে দেন। ভক্তি ছুটে যায়। অনায়াসেই ছুটে যায়। তোমাদেরকে কিউ বলেনি যে ভক্তি করা ছেড়ে দাও।

এখন তোমাদেরকে বাবা বোঝান যে, পুনরায় আমি তোমাদেরকে কৃষ্ণপুরীর মালিক বানাই। কৃষ্ণের তারপর ৮ ডিনাস্টি (রাজবংশ) চলে। প্রথমে বলা হবে প্রিন্স অফ সত্যযুগ, তারপরে হয় কিং অফ সত্যযুগ। তাদের ৮ প্রজন্ম চলে। সেই সময় তো দ্বিতীয় আর কোনো রাজত্ব থাকে না। এখন বাবা বলেন, তোমরাও সত্যযুগের প্রিন্স হও। ভক্তিতে কোনো সুখ নেই। জ্ঞানের দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাও। কারো বাবার মৃত্যু হলে তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমার বাবা কোথায় গেলেন? সে বলবে স্বর্গবাসী হয়েছেন। মনে করে আত্মা আর শরীর দুটোই একসাথে চলে গেছে। কিন্তু শরীর তো এখানেই ছেড়ে গেছে, গেছে তো আত্মা। এর অর্থ হল আগে নরকে ছিল। আত্মা শরীর ত্যাগ করে স্বর্গে গেছে, তাহলে কাল্লার কী প্রয়োজন? স্বর্গ কী এখন এখানে নাকি? কিন্তু কিছুই বোঝে না। বলে দেয় ঈশ্বরের আদেশ। সুখ দুঃখ সব ঈশ্বরই দেন, সবই ঈশ্বরের রূপ। কিন্তু বাবা বলেন, আমি দুঃখ কীভাবে দিতে পারি? বাবার কাছে বাচ্চারা কী কখনো দুঃখ চায়? বাবা তো বাচ্চাদেরকে উপযুক্ত বানিয়ে প্রপাটি দিয়ে যায়। তারপর দুঃখ তো তারপর প্রত্যেকের কর্ম অনুসারেই প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন, এখন সন্তানাদি কিছুই চেও না। এখন এই সব প্রপাটি ইত্যাদি সব কিছু খতম হয়ে যাবে। তখন তোমাদের বাচ্চারা আর কী পাবে? এতটা সময়ও আর বাকি নেই যে, সন্তান তোমাদের প্রপাটির মালিক হতে পারবে! বাচ্চাদমরা বড় হবে তবে তো মালিক হবে, কিন্তু এতটা টাইম নেই। বিনাশ সামনে উপস্থিত। মানুষ তো বলে থাকে কলিযুগের এখনও প্রায় ৪০ হাজার বছর পড়ে আছে। এই ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা তো বিনাশ - বিনাশ করতেই থাকে। গল্প আছে না - বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে... শেষ পর্যন্ত এলো আর খেয়ে ফেললো। সবাই মনে করে একটু একটু করে কাল আসবে। এ তো হয়েই থাকে। কিন্তু তোমরা বলে থাকো যে, মহাকাল এসে গেছে। শিববাবা, কালেরও কার এসেছেন, যিনি সব আত্মাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তবে তো শরীর অবশ্যই ছাড়তে হবে। সেইজন্য বাবা বলেন - যোগুর দ্বারা পবিত্র হও। আত্মাদেরকে পবিত্র বানিয়ে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। যদি পবিত্র না হও তবে শেষে অনেক দন্ড ভোগ করতে হবে আর উঁচু পদও প্রাপ্ত কয়তে পারবে না। শ্রীকৃষ্ণ হলেন নম্বর ওয়ান পাশ উইথ অনার, তিনিই স্কলারশিপ প্রাপ্ত করেন। ২১ জন্ম রাজ্য লাভ করে থাকেন। কতো সহজভাবে বোঝানো হয়। বুদ্ধিতে বসেও তারপর গুম হয়ে যায়। কাউকেই তোমরা ভক্তি করতে মানা করবে না। বাবা এসেছেন - ভক্তদেরকে ভক্তির ফল দিতে। তিনি বলেন, আমি পূর্বের মতোই সেই সাধারণ তনে উসুছি। কল্পে-কল্পে এসে তোমাদেরকে পড়াই। এ হল উম্ম থেকেও উম্ম পঠন-পাঠন। তোমরা জানো যে, আমরা সতোপ্রধান ছিলাম। এখন তমোপ্রধান, আবার ভারতই সতোপ্রধান হয়ে যায়। অন্য ধর্মের লোকেরা এতখানি না সুখ দেখেছে না এতখানি দুঃখকে দেখেছে। বিদেশীদের কাছে তো অর্থ অনেক আছে, তবেই তো তারা গরীব

দেশকে ঋণ দিতে পারে। সেই বেচারাদের তো জানা নেই যে, এটা তো আসলে রিটার্ন হচ্ছে। একেবারে ঘোর অন্ধকারে কুস্কর্ণের নিদ্রায় রয়েছে। পরে তারা হায় হায় করে উঠবে। তখন তোমরা বলবে - টু লেট, কেননা তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তখন কী করবে ! খড়ের গাদায় আগুন লেগে গেলে তখন তো টু লেট হয়ে যায়। সেইজন্য বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন তাড়াতাড়ি পুরুষার্থ করতে থাকো। বাবা তোমাদেরকে বেশী কষ্ট দেন না। বাবাকে এসে ফলে, বাবা আমরা পূজা না করলে লোকে বলে আমরা নাস্তিক হয়ে গেছি। বাবা রায় দেন - সাক্ষী হয়ে বাবার স্মরণে থাকো। একটু আধটু পূজা উপর উপরে করো। এক হয়ে থাকে অন্তর থেকে করা, আরেক হল সাক্ষী হয়ে বাবার স্মরণে থাকো। কেউ যদি বিরক্ত করে তবে পূজা করে দেখিয়ে দাও, তারাও খুশী হবে। এ তো কোনো পাপ কর্ম নয়। বাবা তো অনেককেই বলেন, বিবাহের অনুষ্ঠানে যেতে হলে যাও, সব দিকেই সম্পর্ক ঠিক রাখতে হয়। সেখানে গিয়েও যদি শোনাও, কারোর না কারোর তীর লেগেই যাবে। যুক্তির সাথে চলতে হবে। বাবার ফরমান হল এখন পতিত হয়ে না। পবিত্র হলেই তুমি কৃষ্ণপুরীর মালিক হবে। শিব বাবাকে স্মরণ করো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। বাচ্চারা, এই রকম এই রকম যুক্তির দ্বারা আত্মীয় পরিজনকে বোঝাতে হবে। ওটা হল শারীরিক (তীর্থ) যাত্রা, এ হল আত্মার যাত্রা। এই আধ্যাত্মিক যাত্রা বাবা শেখান। তিনি বলেন মামেকম স্মরণ করো, তবে পবিত্র হয়ে যাবে আর সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে। কোনো বিরল ব্যক্তিই এই ব্যাপার করবে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের বাদশাহী নেবে। শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। এমনও যেন না হয় যে টাকা পয়সা বেকারই খরচ হয় যে গেল কিন্তু কোনো ফলই পাওয়া গেল না। ঘরবাড়িও সামলাতে হবে। বাচ্চাদের লালন পালনও করতে হবে। কেবল শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবার কাছ থেকে রায় নিতে হবে যে, বাবা এই অবস্থায় কী করব ? বাবা মেয়ে বলছে বিবাহ করতে চায়। বাবা বলেন বিবাহ তো দিতেই হবে, কেননা তার অংশটা (অর্থ) তো তাকে দিতেই হবে, দিয়ে দাও। বাবা কেবল বোঝান, তাও যদি কিছু জানার থাকে তবে জেনে নিয়ে শ্রীমৎ অনুসারে চলো। বাচ্চাদেরকে বাবার আশ্রয় অনুসারে চলতে হবে, এতেই কল্যাণ রয়েছে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সকল কর্ম সাক্ষী হয়ে শিব বাবার স্মরণে থেকে করতে হবে। লৌকিক, অলৌকিক উভয় দিক ঠিক রাখতে হবে। লৌকিকে যুক্তিযুক্ত ভাবে চলতে হবে।

২) এই সময় এই অন্তিম জন্মেও এ হল বাণপ্রস্থ অবস্থা। ঘরে ফিরে যেতে হবে, সেইজন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। কোনো প্রকারেরই বন্ধনে নিজেকে নতুন করে জড়াবে না।

বরদান:- পুরানো সংস্কার বা সকল বিঘ্ন থেকে মুক্তি প্রাপ্তকারী সদা শক্তি সম্পন্ন ভব
যে কোনও প্রকারের বিঘ্ন থেকে, দুর্বলতার থেকে কিম্বা সকল পুরানো সংস্কারের থেকে যদি মুক্তি চাও তবে শক্তিকে ধারণ করো অর্থাৎ অলঙ্কারী রূপ হয়ে থাকো। যে অলঙ্কারে সদা সুসজ্জিত থাকে, ভবিষ্যতে সে-ই বিষ্ণু বংশী হতে পারে, কিন্তু এখন বৈষ্ণব হয়ে যায়। তাদেরকে কোনো প্রকারের তমোগুণী সংকল্প বা সংস্কার টাচ করতে পারে না। তারা পুরানো দুনিয়া বা দুনিয়ার কোনও বস্তু এবং ব্যক্তিদের থেকে সহজেই নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে। কারণে অকারণে তাদেরকে কেউই টাচ করতে পারে না।

স্লোগান:- সকল সময় সকল কর্মে ব্যালেন্স রাখাই হল সকলের ব্লেসিংস্ প্রাপ্ত করবার উপায়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এখন হল ঈশ্বরীয় ক্ল রাড (অভিজাত রক্ত), তোমাদের এখন খুব আনন্দের সাথে ভাষণ করা উচিত, এই নেশা যেন থাকে যে, শিব বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন"

*প্রশ্ন:- তোমাদের নিজেদের এইম অক্কেট যাতে স্থায়ী থাকে তার জন্য কোন যুক্তি গ্রহণ করতে হবে ?

*উত্তর:- নিজের রাজত্বের পাসপোর্ট বের করে রাখো। নীচে সাধারণ চিত্র, উপরে রাজকীয় পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে, উপরে থাকবেন শিব বাবা, তাহলে এইম অক্কেট তোমাদের স্মৃতিতে সহজেই থাকবে। পকেটে যাতে এই পাসপোর্ট থাকে। কখনো যদি মায়ার ঝড় আসে, তখন মনে পড়বে আমার এই পাসপোর্ট তো ক্যাম্পেল হয়ে যাবে ! আমরা স্বর্গে যেতে পারব না।

*গীত:- রাতের পখিক হয়ো না ক্লান্ত, ভোর হতে আর নেই দেবী...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা তো এই গীতের অর্থ বুঝতে পেরেছে। এখন ভক্তি মার্গের ঘোর অন্ধকারের রাত শেষ হল। বাচ্চারা জানে যে, এখন আমাদের কাছে কাল আসতে পারবে না। আমরা এখানে বসে আছি, আমাদের এইম অক্কেট হল মানব থেকে দেবতা হওয়া। যেমন সল্ল্যাসীরা কাউকে বলল যে, তুমি হলে মোষ, সাথে সাথে সে মোষ হয়ে যাবে। এটা হল ভক্তি মার্গের দৃষ্টান্ত। যেমন এই রকম একটা দৃষ্টান্ত আছে যে, রামচন্দ্র বানর সেনার সাহায্য নিয়েছিল আর রাবণকে পরাজিত করেছিল। তোমরা এখানে বসে আছো, তাই তোমরা জানো যে, আমরাই ডবল মুকুটধারী দেবী-দেবতা হবো। যেমন স্কুলে যারা পড়ে তারা বলবে আমি পড়াশোনা করে ডাক্তার হবো, ইঞ্জিনিয়ার হবো। তোমরা জানো যে আমরা এই পড়াশোনার দ্বারা মানব থেকে দেবী-দেবতা হচ্ছি। এই শরীর ত্যাগ হবে আর আমাদের মস্তকে রাজমুকুট শোভিত হবে। এটা তো একেবারেই নোংরা ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। নতুন দুনিয়া হল একদম ফার্স্ট ক্লাস দুনিয়া। পুরানো দুনিয়া হল একেবারে থার্ড ক্লাস। এই দুনিয়ার সমাপ্তি তো হল বলে। আমাদেরকে বিশ্বের মালিক যিনি বানাচ্ছেন তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বের রচয়িতাই হবেন, অন্য কেউ পড়াতে পারবে না। শিব বাবাই আমাদেরকে পড়িয়ে রাজযোগ শেখান। বাবা বুঝিয়েছেন - আল্লা অভিমানী হও। আল্লা অভিমানী হওয়াতেই হল পরিশ্রম। সম্পূর্ণ আল্লা অভিমানী হয়ে গেলে বাকি আর কি চাই। তোমরা ব্রাহ্মণ তো হয়েছে। জানো যে, আমরা দেবতা হচ্ছি। নেশা থাকে যে - আমি এই রকম হচ্ছি। আগে আমরা কলিযুগী নরকে পতিত ছিলাম। অসুর আর দেবতার মধ্যে কতো পার্থক্য ! দেবতারা কতো পবিত্র। এখানে কতো পতিত মানব ! চেহারা মানবেরই কিন্তু চরিত্রকে তো দেখো কেমন ! যারা দেবতাদের পূজারী, তারাও দেবতাদের সামনে গিয়ে মহিমা কীর্তন করে - তুমি সর্ব গুণ সম্পন্ন... আমার মধ্যে কোনও গুণ নেই। এখন তোমরা চেঞ্জ হয়ে দেবতা হবে। কৃষ্ণের পূজাই এইজন্য করে যে আমরা যাতে কৃষ্ণপূরীতে যেতে পারি। কিন্তু তারা এটা জানে না যে কখন যাবে। ভক্তি করতে থাকে যাতে ভগবান এসে ফল দেবে। ভক্তির ফল হল সঙ্গতি। সুতরাং এ হল পড়াশোনা। প্রথমে তো এই নিশ্চয় চাই যে আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন। ইনি হলেন শ্রী শ্রী.... তোমরা জানো যে, বাবা আমাদেরকে শ্রীমৎ দিচ্ছেন। যাদের এটা জানা নেই, তারা শ্রেষ্ঠ কীভাবে তৈরী হবে ? আজকাল তো পরস্পরকে ব্রষ্ট হওয়ারই মত দিয়ে থাকে। ব্রষ্ট মত হল আসুরি মত। এত সব ব্রাহ্মণ বাচ্চারা শ্রী শ্রী শিব বাবার মতে চলছে। পরমাত্মার মতের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ হতে পারে। যাদের ভাগ্যে রয়েছে তাদেরই বুদ্ধিতে বসবে। নাহলে কিছুই বুঝতে পারবে না। যখন বুঝতে পারবে তখন নিজেই সহায়তা করবার জন্য উঠে পড়ে লাগবে। অনেকে তো জানেই না যে ইনি কে, সেইজন্য বাবা কারো সাথেই দেখা করেন না। তারাও আরও অন্য কোনো আসুরি মত বের করতে থাকবে। এখন সবাই মানব মতেই চলছে। শ্রীমতকে না জানার কারণে ব্রহ্মা বাবাকেও নিজেদের মত দিতে শুরু করে দেয়। এখন বাবা এসেছেনই বাচ্চারা তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ বানাতে। এখন বাচ্চারা বলে, বাবা ৫ হাজার বছর পূর্বের মতো আমরা আপনার সাথে মিলিত হয়েছি। যাদের এ'সব জানাই নেই তারা এইভাবে রেসপন্স দিতে পারবে না। বাচ্চাদের পড়াশোনার খুব নেশা থাকা উচিত। এ হলো অনেক উচ্চ পাঠ। কিন্তু মায়াও খুবই এগেন্স্ট (এর বিরুদ্ধে)। তোমরা জানো যে, আমরা সেই পাঠ পড়ি যার দ্বারা আমাদের মস্তকে দ্বি মুকুট শোভা পাবে ভবিষ্যতে জন্ম জন্মান্তর ধরে দ্বি মুকুটধারী হবো আমরা। অতএব তার জন্য এতখানি পুরুষার্থ করা উচিত। একে বলা হয় রাজযোগ। কতখানি আশ্চর্যের ব্যাপার ! বাবা সর্বদা বোঝান, লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাও। পূজারীদেরকেও তোমরা বোঝাতে পারো। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে, লক্ষ্মী-নারায়ণের এইরূপ পদ কীভাবে প্রাপ্ত হয়েছিল ? এরা বিশ্বের মালিক কীভাবে হয়েছিলেন ? গীতাতেও তো ভগবানুবাচ আছে না যে, আমি এসে তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা বানাই। তাহলে বাচ্চাদের কতখানি নেশা থাকার কথা যে, আমরা এইরকম হতে চলেছি ! নিজের ছবি আর রাজকীয় চিত্র একসাথে রূপে রাখো।

নীচে থাকবে তোমার ছবি, উপরে রাজত্বের। এতে তো তেমন কোনো খরচ নেই। রাজার পোশাক তো এখনই তৈরী করা যেতে পারে। সেই ছবি নিজের কাছে রেখে দিলে বারেবারে স্মরণে আসবে। আমরা সেই দেবী-দেবতা হতে চলেছি। উপরে শিব বাবাকে রাখো। এই রকম ছবি তৈরী করতে হবে। আমরা মানব থেকে দেবতা হই। এই শরীর ত্যাগ হওয়ার পর আমরা গিয়ে দেবতা হবো। কারণ আমরা এই রাজযোগ শিখছি। তো এই ফটো সাহায্য করবে উপরে শিব বাবা, তারপর রাজার পোশাক পড়া, নীচে তোমাদের সাধারণ চিত্র। শিব বাবার কাছ থেকে আমরা রাজযোগ শিখে দ্বি মুকুটধারী দেবতা হয়ে উঠছি। ছবি সাথে রাখ খলে কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতে পারবে। আমাদেরকে শেখান শিব বাবা। চিত্র দেখে বাচ্চাদের নেশা চড়বে। তোমার দোকানেও এই চিত্র রাখতে পারো। ভক্তি মার্গে বাবা (ব্রহ্মা) নারায়ণের চিত্র রাখতেন। পকেটে রাখতেন। তোমরাও নিজেদের চিত্র কাছে রাখলে আমরাই সেই দেবী-দেবতা হতে চলেছি। বাবাকে স্মরণ করবার উপায় খুঁজতে হবে। বাবাকে ভুলে যাওয়ার ফলেই পতন ঘটে। বিকারে পতন হলে তখন নিজেরই লজ্জা হবে যে আমরা এই রকম দেবতা হতে পারব না। হার্টফেল হয়ে যাবে যে, আমি এখন দেবতা কীভাবে হবো ! বাবা বলেন - বিকারে যারা পতিত হচ্ছে তাদের ফটো বের করো। বলো, তুমি স্বর্গে যাওয়ার উপযুক্ত নও। তোমার পাসপোর্ট শেষ। তখন নিজেও ফিল করতে পারবে - আমার তো পতন ঘটেছে ! এখন স্বর্গে কী করে যাব ! যেমন বাবা নারদের উদাহরণ দেন যে, তাকে বলা হয়েছিল নিজের চেহারা তো দেখো যে তুমি লক্ষ্মীকে বরণ যোগ্য কিনা। তো চেহারা বানরের দেখা গেলে তখন সেই মানুষেরও লজ্জা অনুভব হবে যে - আমার মধ্যে তো এই বিকার রয়েছে, তাহলে লক্ষ্মী-নারায়ণকে কী করে বরণ করতে পারবে ? বাবা তো যুক্তিও বলে দেন। কিন্তু কেউ বিশ্বাস রাখলে তবে তো ? বিকারের নেশা এলে তখন বুঝতে পারে যে, আমরা রাজারও রাজা দ্বি মুকুটধারী কী করে হবো ! পুরুষাৰ্থও তো করা উচিত, তাই না ? বাবা বোঝান, এমন এমন সুন্দর সুন্দর যুক্তি রচনা করো আর সবাইকে বোঝাতে থাকো। এই রাজযোগের দ্বারা স্থাপনা হচ্ছে। এখন বিনাশ সামনে উপস্থিত। দিন দিন ঝড় তুফানের জোর বাড়তে থাকবে। বহুস্ব ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে।

তোমরা বাচ্চারা পড়াশোনা করছো উঁচু পদ প্রাপ্ত করবার জন্য। তোমরা একবারই পতিত থেকে পবিত্র হয়ে থাকো। মানুষ কি বোঝে নাকি যে আমরা হলাম নরকবাসী, কেননা পাথরবুদ্ধি। এখন তোমরা পাথরবুদ্ধি থেকে পাথরবুদ্ধির হচ্ছে। ভাগ্যে থাকলে এক লহমায় বুঝে যাবে। নাহলে যতই মাথা ঠুকতে থাকো না কেন বুদ্ধিতে বসবেই না। বাবাকেই তো জানে না, তাহলে তো নাস্তিক অর্থাৎ অনাথ। ধনীকে অর্থাৎ নাথের হওয়া উচিত, যখন কিনা সবাই হল শিব বাবারই সন্তান। এখানে যাদের জ্ঞান রয়েছে তারা তাদের সন্তানকে বিকারের থেকে বাঁচাতে চাইবে। অজ্ঞানী লোকেরা নিজেদের মতোই বাচ্চাদেরকে বিকারের মধ্যে ফাঁসাতে চাইবে। তোমরা জানো যে এখানে বিকারের থেকে বাঁচানো হয়। কন্যাদের কে তো সবার আগে বাঁচানো দরকার। মা - বাবা তো যেন তাদেরকে বিকারের দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। তোমরা জানো যে, এ হল ব্রষ্টাচারী দুনিয়া। শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া তো সবাই চায়, কিন্তু সেটা কে বানাবে ? ভগবানুবাচ - আমি এই সাধু সন্তদেরকেও উদ্ধার করি। গীতাতেও লেখা আছে যে, ভগবানকেই সবাইকে উদ্ধার করতে হবে। এক ভগবান বাবাকেই এসে সবাইকে উদ্ধার করতে হয়। এই সময় যদি মানুষ বুঝতে পারে যে, গীতার ভগবান উপস্থিত রয়েছেন, তাহলে না জানি কি হয়ে যাবে ! কিন্তু এখনও তার কিছুটা দেরি আছে। নাহলে সব মত পথ সবার নাড়া পড়ে যাবে। সিংহাসন নড়ে যায় না ? যুদ্ধ লাগলে বোঝা যায় যে এর সিংহাসন এবার নড়ে গেলে, এখন পতন নিশ্চিত। এখন এই সব মত - পথ যদি নাড়া পড়ে, তবে চারিদিকে উখালপাখাল হতে থাকবে। পরে এই রকমই হবে। ভাষণেও তোমরা বোঝাতে পারো। যাদের সংস্কৃত জ্ঞান ভালো তারা সংস্কৃত শ্লোক শোনাতে পারে। পতিত-পাবন, সকলের সঙ্গতি দাতা স্বয়ং বলছেন, আমি ব্রহ্মা তনের দ্বারাই স্থাপনা করি। সকলের সঙ্গতি অর্থাৎ উদ্ধার করি। ভাষণ করার ক্ষেত্রে আনন্দপূর্ণ দক্ষতা দরকার। কন্যাদের হল ক্ল ব্লাড। তারা জ্ঞানের পাথর ছুড়তে পারে। এতে তারা সুদক্ষ। এখন এও হল তোমাদের ক্ল ব্লাড। তোমরা জানো যে, তারা নিজেদের কতো ক্ষতি করে ফেলছে। তোমাদের এ হল ঈশ্বরীয় ক্ল ব্লাড। তোমরা পুরানোর থেকে নতুন হচ্ছে। তোমাদের আত্মা যা কিনা এখন পুরানো আয়রন এজেড হয়ে গেছে, তা এখন নিউ গোল্ডেন এজেড হচ্ছে। সুতরাং বাচ্চাদের অত্যন্ত আগ্রহ থাকা উচিত। নেশাকে কয়েম রাখা উচিত। নিজেদের সতীর্থদেরকে (হমজিন্স) তুলে ধরা দরকার। গাওয়াও হয়ে থাকে, গুরু মাতা। মাতা গুরু কখন হয় তা তোমরা জানো। গুরু শিষ্য এ'সব এখনকার সময়ের ব্যাপার। মাতাদের উপরে বাবা এসে জ্ঞান অমৃতের কলস রাখেন। সূচনাও এইভাবেই হয়। সেন্টার গুলির বিষয়েও বলে থাকে ব্রাহ্মণী চাই। বাবা তো বলেন নিজেরাই চালাও। সাহস নেই, না বাবা, মাতার প্রয়োজন। এও ঠিক কথা তারাও মান দিয়ে থাকে। আজকাল তো মানুষ একজন আরেকজনকে ল্যাণ্ড মারতে থাকে। স্থায়ী ভাবে কেউই থাকতে পারে না। এই সময় বাচ্চারা তোমাদের স্থায়ী রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। বাবা তোমাদেরকে কতো ভাবে বোঝান। নিজেকে সব সময় হাসিখুশী রাখার জন্য অতীব সুন্দর সুন্দর যুক্তি বলে দিতে থাকেন। শুভ ভাবনা রাখা উচিত। অহো ! আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে চলেছি ! যদি কারো ভাগ্যে না থাকে তাকে আর কি যুক্তি দেওয়া যায় ! বাবা তো যুক্তি বলে দেন, যুক্তি কখনো বিফলে যায় না। তা সদা

সফল হয়। রাজধানী স্থাপন হয়ে যাবে। বিনাশও মহাভারী মহাভারতের যুদ্ধের দ্বারাই হবে। পরে গিয়ে তোমরাও জোর লাগিয়ে এগোবে তাহলে সবাই আসবে। এখন তারা বুঝবে না, কারণ তাদের রাজস্ব উড়ে যাবে যে। তোমাদের কাছে ভালো ভালো চিত্র রয়েছে। এ হল সঙ্গতি, সুখধাম। এ হল মুক্তিধাম। বুদ্ধিও এ'কথা বলে যে, আমরা সবাই হলাম নির্বাণধামের বাসিন্দা। যেখান থেকে আমরা টকি ধামে আসি। আমরা আত্মারা হলাম সেখানকার অধিবাসী। এই খেলাটা বানানো হয়েছে ভারতের উপরে। শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয়। বাবা বলেন - আমি এসেছি, পরের কল্পে আবার আসবো। ভারতই হল প্যারাডাইস। বলাও হয় থ্রাইস্টের এত বছর পূর্বে প্যারাডাইস ছিল। এখন নেই, আবার হবে। তাহলে নিশ্চয়ই নরকবাসীদের বিনাশ, স্বর্গবাসীদের স্থাপনা হওয়া প্রয়োজন। সেই কারণেই তো তোমরা স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে তোমরা। নরকের বিনাশ হয়ে যাবে। এই বোধও থাকা দরকার। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সকলের প্রতি শুভ ভাবনা রাখতে হবে। সকলকে সত্যিকারের মান দিতে হবে। সত্যযুগী রাজধানীতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবার জন্য যুক্তি খুঁজতে হবে।

২) আত্ম-অভিমানী হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। মানব মত ছেড়ে এক এর শ্রীমতে চলতে হবে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের নেশাতে থাকতে হবে।

বরদান:- রিগার্ড দেওয়ার রেকর্ডকে ঠিক রেখে, খুশীর মহাদান দিতে থাকা পুণ্য আত্মা ভব বর্তমান সময়ে চারিদিকে রিগার্ড দেওয়ার রেকর্ড ঠিক করার আবশ্যকতা রয়েছে। সেই রেকর্ডই তারপর চতুর্দিকে বাজবে। রিগার্ড দেওয়া আর রিগার্ড নেওয়া, ছোটদেরকেও রিগার্ড দাও, বড়দেরকেও রিগার্ড দাও। এই রিগার্ডের রেকর্ড এখন বের হওয়া প্রয়োজন, তবেই তোমরা খুশীর দান দেওয়া মহাদানী পুণ্য আত্মা হয়ে যাবে। কাউকে রিগার্ড দিয়ে খুশী করে দেওয়া - এটাই হল অতি বড় পুণ্যের কাজ, সেবা কার্য।

স্লোগান:- প্রতিটি মুহূর্তকে অস্তিম মুহূর্ত মনে করে চলো, তাহলে এভাররেডি থাকবে।

"সর্বশ্রেষ্ঠ নক্ষত্র - 'সফলতার নক্ষত্র'"

আজ জ্ঞান-সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা নিজের অলৌকিক তারামন্ডলকে দেখছেন। এ' হলো বিচিত্র তারামন্ডল যার বিশেষত্ব শুধু বাবা আর ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জানে। প্রত্যেক নক্ষত্র নিজস্ব রশ্মি দ্বারা এই বিশ্বকে আলো দিচ্ছে। বাপদাদা প্রত্যেক নক্ষত্রের বিশেষত্ব দেখছেন। কেউ কেউ শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান লাকি নক্ষত্র, কেউ বাবার কাছেকাছি থাকা নক্ষত্র আর কেউ কেউ দূরের নক্ষত্র। নক্ষত্র সবাই, কিন্তু বিশেষত্ব ভিন্ন-ভিন্ন হওয়ার কারণে সেবাতে অথবা স্ব-প্রাপ্তিতে আলাদা আলাদা ফলের প্রাপ্তি অনুভব করে। কেউ সদাই সহজ নক্ষত্র, সেইজন্য সহজ প্রাপ্তির ফল অনুভব করে। আর কোনো কোনো নক্ষত্র আছে যাদের পরিশ্রম করতে হয়, হয়তো বা পরিশ্রম অল্পই, অথবা হয়তো বেশি, কিন্তু তাদের অনেক পরিশ্রম অনুভবের পরে তারা ফলের প্রাপ্তির অনুভব করে। কেউ কেউ কর্মের আগে থেকেই সদা অধিকারের অনুভব করে - সফলতা জন্মসিদ্ধ অধিকার, সেইজন্য 'নিশ্চয়' আর 'নেশা'র সাথে কর্ম করার কারণে কর্মের সফলতা সহজে অনুভব করে। একে বলা হয়ে থাকে সফলতার নক্ষত্র।

সফলতার সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ নক্ষত্র, কারণ তারা সদা জ্ঞান-সূর্য, জ্ঞান-চন্দ্রমার কাছে আছে, সেইজন্য শক্তিশালীও আর সফলতার অধিকারীও। যদিও কেউ কেউ শক্তিশালী কিন্তু সদা শক্তিশালী নয়, সেইজন্য তাদের দীপ্তি সদা একরকম হয় না। ভ্যারাইটি নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা অতিশয় সুন্দর। সব নক্ষত্র সেবা করে, কিন্তু কাছের নক্ষত্ররা অন্যদেরও সূর্য, চন্দ্রমার কাছে নিয়ে আসার জন্য সেবাধারী হয়। সুতরাং প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা কর আমি কোন ধরনের নক্ষত্র ? আমি কি লাভলি নক্ষত্র, লাকি, সদা শক্তিশালী, পরিশ্রম অনুভব কর নাকি সদা সহজ সফলতার নক্ষত্র ? জ্ঞান-সূর্য বাবা সব নক্ষত্রকে অসীম জগতের আলো আর শক্তি দেন, কিন্তু কেউ কাছের, কেউ দূরের হওয়ার কারণে তারতম্য হয়ে যায়। যত কাছের সম্বন্ধ, আলো আর শক্তি ততই বিশেষ, কেননা কাছের নক্ষত্রদের লক্ষ্যই হলো সমান হওয়া।

সেইজন্য বাপদাদা সব নক্ষত্রকে সদা এই সঙ্কেত দেন - লাকি আর লাভলি তো সবাই হয়েছ, এখন নিজেকে সামনে এ'ভাবেই দেখ যে তুমি সদা কাছে আছ, সহজ সফলতা অনুভব করে কতখানি সফলতার নক্ষত্র হয়েছ ? এখন ঝরে পড়া উল্কা তো তুমি নও বা ধূমকেতুও (পুচ্ছ বিশিষ্ট) নও। পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্র তাকে বলা হয়, যে বারবার নিজের কাছে বা বাবার কাছে বা নিমিত্ত হওয়া আত্মাদের কাছে 'এটা কেন', 'এটা কি', 'এটা কীভাবে' - জিজ্ঞাসা করতেই থাকে। বারবার যারা জিজ্ঞাসা করে তারাই পুচ্ছ বিশিষ্ট নক্ষত্র (তাদের প্রতিটা প্রশ্ন একেকটা পুচ্ছ তথা লেজুড)। এ'রকম তো তোমরা নও, তাই না ? সফলতার নক্ষত্র, যাদের সব কর্মে সফলতা সমাহিত হয়ে আছে - সে'রকম নক্ষত্ররা সদাই বাবার সমীপ অর্থাৎ তারা বাবার সাথে আছে। তোমরা বিশেষত্ব শুনেছ, এখন এই বিশেষত্ব নিজের মধ্যে ধারণ করে সদা সফলতার নক্ষত্র হও। বুঝেছ, কি হতে হবে ? লাকি আর লাভলি হওয়ার সাথে সফলতা - এই শ্রেষ্ঠত্ব সদা অনুভব করতে থাক। আচ্ছা !

আজ বাবা তোমাদের সবার সাথে মিলিত হবেন। বাপদাদা আজ বিশেষভাবে এসেছেন তোমাদের সাথে মিলনের জন্য। তোমাদের সকলের বাবার সাথে মিলনের লক্ষ্য থাকে। কিন্তু বাচ্চাদের মধ্যে ওঠা তরঙ্গ দেখে সব বাচ্চাকে বাবার খুশি করতে হয়, কারণ বাচ্চাদের খুশিতে বাবার খুশি। আজ আলাদাভাবে মিলিত হওয়ার তরঙ্গ। সেইজন্য সাগরকেও সেই তরঙ্গে আসতে হয়। এই সিজনের তরঙ্গ এটাই, তাইতো রথকেও বিশেষ সকাশ দিয়ে চালাচ্ছেন। আচ্ছা !

চারিদিকের অলৌকিক তারামন্ডলের অলৌকিক নক্ষত্রদের, সদা বিশ্বকে আলো দিয়ে অন্ধকার সরিয়ে দেওয়া ঝলমলে নক্ষত্রদের, সদা বাবার কাছে থাকা সফলতার শ্রেষ্ঠ নক্ষত্রদের, অনেক আত্মার ভাগ্যের রেখা পরিবর্তন করা সেই ভাগ্যবান নক্ষত্রদের, জ্ঞান-সূর্য, জ্ঞান-চন্দ্রমা বাপদাদার বিশেষ স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

পার্সোনাল সাক্ষাৎ:-

১) 'সদা সব আত্মাকে সুখ প্রদানকারী সুখদাতা বাবার বাচ্চা' - নিজেদের এ'রকম অনুভব কর ? সবাইকে সুখ দেওয়ার বিশেষত্ব তোমাদের আছে, তাই না ! এই বিশেষত্বও ড্রামা অনুসারে তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে। এই বিশেষত্ব সবার হয় না। যে

সবাইকে সুখ দেয়, সকলের আশীর্বাদ তার প্রাপ্ত হয়। সেইজন্য নিজেকেও সদা সুখে অনুভব করে। এই বিশেষত্বের দ্বারা বর্তমানও ভালই আর ভবিষ্যতেও ভালো হয়ে যাবে। কতো ভালো পার্ট যাতে সবার ভালোবাসাও পাওয়া যায়, সবার আশীর্বাদও পাওয়া যায়। একে বলে, 'এক দেওয়া হাজার পাওয়া।' সুতরাং সেবার দ্বারা সবাইকে সুখ দেওয়ার কারণে, তোমরা সবার ভালোবাসা লাভ কর। এই বিশেষত্ব সদা কায়েম রেখ।

২) 'সদা নিজেদের সর্বশক্তিমান বাবার শক্তিশালী আত্মা' - এই রকম অনুভব কর তোমরা ? শক্তিশালী আত্মা সদা নিজেও সন্তুষ্ট থাকে আর অন্যদেরও সন্তুষ্ট করে। তোমরা কি এতখানি শক্তিশালী ? সন্তুষ্টতাই উদারতা। শক্তিশালী আত্মা অর্থাৎ সন্তুষ্টতার ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ আত্মা। এই স্মৃতি দ্বারা সদা এগিয়ে চলো। এই ভান্ডারই সবাইকে পরিপূর্ণ করে।

৩) 'বাবা সারা বিশ্ব থেকে বাছাই করে আমাদের তাঁর আপন করে নিয়েছেন' - এই খুশি তো থাকে, তাই না ! এত অগণিত আত্মার মধ্যে থেকে আমি এক আত্মাকে আপন করেছেন, কারণ পূর্ব কল্পে আমিই ভাগ্যবান আত্মা ছিলাম, এখনো আছি আর আবারও হব - এমনই ভাগ্যবান আত্মা আমি। এই স্মৃতিতে সদা অগ্রচালিত হতে থাক।

৪) 'সদা নিশ্চিত হয়ে সেবা করার বল সদা অগ্রচালিত করতে থাকে'।

এ' করেছে বা আমি করেছে - এ'রকম সঙ্কল্প থেকে তোমরা যখন নিশ্চিত থাক তখন নিশ্চিতরূপে সেবা হয় এবং তার বল সদা তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যায়। তোমরা তো নিশ্চিত সেবাদারী, তাই না ? তোমরা তোমাদের সেবা গুণ্ডি কর' না। একে বলে নিশ্চিত সেবা। সুতরাং যে নিশ্চিত হয়ে সেবা করে, নিশ্চিতরূপে অগ্রচালিত হওয়ায় তার সহজ অনুভূতি হয়। এই বিশেষত্ব বরদান রূপে তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকবে।

৫) সেবাও অনেক আত্মাকে বাবার স্নেহী বানানোর সাধন হয়েছে। যদিও দেখে মনে হয় শুধুই কর্মণা কিন্তু কর্মণার মাধ্যমে সেবা, কর্মণা সেবা মুখের সেবা থেকেও অধিক ফল দিচ্ছে। কর্মণা দ্বারা যখন কারও মন্থা পরিবর্তন করার সেবা কর তখন সেই সেবার ফল 'বিশেষ খুশি' প্রাপ্তি হয়। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় কর্মণা সেবা স্থূল কিন্তু বৃত্তিকে সূক্ষ্মভাবে পরিবর্তন করে। সুতরাং এ'রকম সেবার আমি নিমিত্ত - এই খুশিতে এগিয়ে চলো। যারা ভাষণ দেয় তারা ভাষণ কর', কিন্তু কর্মণা সেবাও ভাষণ করার সেবা থেকে অধিক কারণ এর প্রত্যক্ষ ফল অনুভব হয়।

৬) 'সদা পুণ্যের খাতা সঞ্চয়কারী আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা' - এ'রকম অনুভব হয় ? এই সেবা নামে সেবা কিন্তু পুণ্যের খাতা জমা করার সাধন। তাহলে পুণ্যের খাতা সদা পরিপূর্ণ আছে আর ভবিষ্যতেও পরিপূর্ণ থাকবে। যত সেবা কর' ততই পুণ্যের খাতা বাড়তে থাকে। সেইজন্য পুণ্যের খাতা অবিনাশী হয়ে গেছে। এই পুণ্য অনেক জন্ম তোমাদের পরিপূর্ণ করে রাখবে। সুতরাং তোমরা পুণ্য আত্মা আর সদাই পুণ্যাত্মা হয়ে অন্যদেরও পুণ্যের রাস্তা দেখাও। পুণ্যের এই খাতা অনেক জন্ম তোমাদের সাথে থাকবে, অনেক জন্ম সম্পদশালী (মালামাল) থাকবে

- এই খুশিতে সদা এগিয়ে চলো।

৭) 'সদা এক বাবার স্মরণে থাকা, একরস স্থিতির অনুভবকারী আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা' - এ'রকম অনুভব কর ? যেখানে এক বাবা স্মরণে থাকে, সেখানে আপনা থেকেই সহজভাবে একরস স্থিতি অনুভব হবে। সুতরাং একরস স্থিতি শ্রেষ্ঠ স্থিতি। একরস স্থিতির অনুভবকারী আমি শ্রেষ্ঠ আত্মা - এই স্মৃতি সদাই এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই স্থিতি দ্বারা অনেক শক্তি অনুভূত হতে থাকবে।

৮) বাপদাদার তোমরা বিশেষ অলঙ্কার, তাই না ! সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার মস্তকমনি। মনি সদা মস্তকে ঝলমল করে। সুতরাং সদা বাবার মুকুটে ঝলমল হয়ে থাকা এ'রকম মস্তকমনি কতো ভালো লাগবে। মনি সদা নিজের প্রভা দ্বারা বাবারও অলঙ্কার হয় আর অন্যদেরও আলো দেয়। অতএব, এ'রকম মস্তকমনি হয়ে অন্যদেরও সে'রকম বানানোর লক্ষ্য সদা থাকে ? সদা শুভ ভাবনা দ্বারা সকলের ভাবনাকে পরিবর্তন করতে তোমরা সক্ষম।

৯) সদা বাবাকে ফলো করে তাৎক্ষণিক দান দেওয়ার বিধিতে মহাপুণ্য অর্জন করে এগিয়ে যাচ্ছ, তাই না ! এই বিধিকে সদা সর্বকার্যে প্রয়োগ করলে সদাই বাবা সমান স্থিতির অনুভব নিজে থেকেই হয়। তাইতো সর্বকার্যে ফলো ফাদার করার

মাধ্যমে আদি থেকে অনুভবী থেকেছ, সেইজন্য এখনো এই বিধি দ্বারা সমান হওয়া অতি সহজ, কেননা তোমাদের মধ্যে সমাহিত হওয়া বিশেষত্ব তোমরা ব্যবহার করছ। নিরন্তর বাবা সমান হওয়ার বিশেষ অলৌকিক অনুভূতি করবে এবং অন্যদেরও করাতে থাকবে। এই বিশেষত্বের বরদান আপনা থেকেই তোমরা পেয়েছ। সুতরাং এই বরদান সদা কার্যে প্রয়োগ করে সামনে এগিয়ে চলো।

১০) সদা পরিবর্তনের শক্তিকে যথার্থ রীতিতে কার্যে প্রয়োগকারী তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মা, তাই না ! পরিবর্তনের এই শক্তি দ্বারা সকলের আশিস নেওয়ার যোগ্য হয়ে ওঠো। যেমন, ঘোর অন্ধকার যখন হয়, সেই সময় যদি কেউ আলো দেখায় তখন অন্ধকারে থাকা তাদের হৃদয় থেকে শুভ কামনা বের হয়, তাই না ! এইভাবে যারা যথার্থ শক্তিকে কাজে লাগায়, তাদের অনেক আত্মা দ্বারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় এবং সবার আশীর্বাদ আত্মাকে সহজভাবে সামনে এগিয়ে দেয়। সদা এই স্মৃতি বজায় রাখ আমি আত্মা আশীর্বাদ নেওয়ার কার্য করি - এই স্মৃতি সদা স্মৃতিতে যদি রাখ তবে যে কাজ করবে, তা' তোমায় আশীর্বাদ প্রাপ্ত করাবে। আশীর্বাদ প্রাপ্তই হয় শ্রেষ্ঠ কার্য দ্বারা। সুতরাং সদা এই স্মৃতি যেন থাকে - 'সবার থেকে আশীর্বাদ প্রাপ্ত আমি আত্মা।' এই স্মৃতি শ্রেষ্ঠ হওয়ার সাধন, এই স্মৃতি অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হয়ে যায়। সুতরাং স্মরণে রেখ যে পরিবর্তন-শক্তি দ্বারা সবার আশীর্বাদ নেওয়া আমি আত্মা। আত্মা !

"গ্লোবাল কো-অপারেশন প্রজেক্টের মিটিংয়ের সমাচার বাপদাদাকে

দেওয়া হয়েছে"

বাপদাদা খুশি হন, যখন তোমরা সবাই মিলেমিশে প্ল্যান বানাও এবং তা' প্র্যাকটিক্যালি নিয়ে আসছ আর আনতে থাকবে। বাপদাদা আর কী চান ! সেইজন্য বাপদাদার এটা পছন্দ। যদি কোনকিছু কঠিন হয় তাহলে বাপদাদা সহজ করে দেবেন। এই বুদ্ধি চালনাও এক বরদান। শুধু ব্যালেন্স রেখে চলো। যখন ব্যালেন্স হবে তখন বুদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি নির্ণয় করবে আর ৪ ঘন্টায় যে ডিসকাশন হয় তা' এক ঘন্টার কম সময়ে হয়ে যাবে। সবার একই রকম মতামত থাকবে। যাই হোক, এটাও ভালো, এটা একটা খেলা, কিছু গড়, কিছু ভাঙো... এতেও আনন্দ আছে। যদি বা প্ল্যান বানাও, পরে রিফাইন কর। বিজি তো থাক। শুধু কোনকিছু বোঝা অনুভব ক'র না, খেলা কর। টাইম কম, যতটা করতে পার ততটা কর। এই সেবাও চলতে থাকবে। যেমন ভাঙার (রসদাগার/রাশিঘর) বন্ধ হয় না। এও ভাঙার, অবিনাশীভাবে চলতে থাকবে। যদি কোনো কাজ হতে সময় লাগছে, তাহলে হয়তো আরও ভালো হবে, সেইজন্য দেরি হয়। যতই হোক, তোমরা পরিশ্রম করছ, অলস নও সেইজন্য বাপদাদা দোষ দেবেন না। আত্মা !

বরদান:- সদা একরস সম্পন্ন মুডে থাকা পুরুষার্থী তথা প্রালঙ্কের প্রতিমূর্তি ভব বাপদাদা বতন থেকে দেখেন যে অনেক বাচ্চার মুড খুব বদল হয়, কখনো বিস্মিত (আশ্চর্যবত) মুড, কখনো কোশ্চেন মার্কের মুড, কখনো বা কনফুজের মুড, আবার কখনো টেনশন কখনো অ্যাটেনশনের দোলায়... কিন্তু সঙ্গমযুগ হল প্রালঙ্কের যুগ, পুরুষার্থী নয়, সেইজন্য যা বাবার গুণ সেটাই বাচ্চাদের, যা বাবার স্টেজ সেটা বাচ্চাদের - এটাই সঙ্গমযুগের প্রালঙ্ক। সুতরাং সদা একরস এবং একই সম্পন্ন মুডে থাকো, তবেই বলা হবে বাবা সমান অর্থাৎ প্রালঙ্কের প্রতিমূর্তি।

স্লোগান:- বাপদাদার হাতে বুদ্ধিরূপী হাত যদি থাকে তাহলে পরীক্ষা রূপী সাগরে নড়বে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যোগবলের দ্বারাই তোমাদের নিজেদের বিকর্মের উপর বিজয়প্রাপ্ত করে বিকর্মাভীত হতে হবে"

*প্রশ্ন:- কোন চিন্তা পুরুষার্থী বাচ্চাদেরও পুরুষার্থীন করে দেয় ?

*উত্তর:- যদি কোনো পুরুষার্থীর এই খেয়াল আসে যে এখনও তো অনেক সময় পড়ে আছে, পরে দ্রুত (গ্যালপ) করে নেব। কিন্তু বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, মৃত্যুর সময় কি নিশ্চিত হয়ে আছে নাকি! কাল-কাল করে মারা গেলে তখন উপার্জন কি করবে ! সেইজন্য যতখানি সম্ভব পারো শ্রীমতে চলে নিজের এবং অপরের কল্যাণ করতে থাকো। সময়কে ভেবে(সময় হলে হয়ে যাবে) পুরুষার্থীন হয়ে না।

*গীত:- ওম নমঃ শিবায়ঃ....

ওম শান্তি । এ তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে, নিরাকার সাকার ব্যতীত কোনো কার্য সম্পন্ন করতে পারে না। তাঁর ভূমিকা পালন করতে পারেন না। আত্মিক পিতা এসে ব্রহ্মার দ্বারা আত্মা-রূপী বাচ্চাদের বোঝান। যোগবলের দ্বারাই সতোপ্রধান হতে হবে আর বিশ্বের মালিক হতে হবে। এ তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে কল্প-কল্প ধরে বাবা এসে রাজযোগ শেখান -- ব্রহ্মার দ্বারা। আর আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন অর্থাৎ মানুষকে দেবতায় পরিনত করেন। মানুষ যারা দেবী-দেবতা ছিল, পবিত্র ছিল, তারাই এখন পরিবর্তিত হয়ে ৮৪ জন্ম পরে অপবিত্র হয়ে গেছে, ভারত যখন পারশপুরী ছিল তখন পবিত্রতা, সুখ, শান্তি সব ছিল। এ হলো ৫ হাজার বছরের কথা। তিথি-তারিখ সহ বাবা সব হিসেব-নিকেশ বোঝান। এঁনার থেকে উঁচু কেউ নয়। সৃষ্টি বা বৃক্ষ যাকে কল্পবৃক্ষ বলা হয়, তার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাবা-ই বসে বোঝান। ভারতের যে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, তা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল চিত্র তো অবশ্যই রয়েছে। ভারতবাসীরা জানে যে সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। যদিও শাস্ত্রে ভুল করে দিয়েছে যে কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। বাবাই এসে বিস্মৃতদের পথ বলে দেন। ওঁনাকে বলা হয় মুক্তি-জীবনমুক্তির গাইড। সকলকে মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদানকারী একজনই। ভারত যখন জীবনমুক্ত তখন বাকি সব আত্মারা মুক্তিধামে থাকে। সেইজন্যই ওঁনাকে বলা হয় মুক্তি-জীবনমুক্তিদাতা। রচয়িতা একজনই। সৃষ্টিও এক, ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফীও এক, যা পুনরাবৃত্ত হয়। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ.... তারপর হয় সঙ্গমযুগ। কলিযুগ হলো পতিত, সত্যযুগ হলো পবিত্র। সত্যযুগ হবে, তাহলে তার পূর্বে অবশ্যই কলিযুগের বিনাশ হবে। বিনাশের পূর্বে স্থাপনা হবে। সত্যযুগে স্থাপনা হবে না। ভগবান আসবেন তখন যখন পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে। এখন বাবা সহজ যুক্তি বলেন যে দেহ-সহ দেহের সর্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা হলেন ভক্তদের ফল প্রদানকারী। ভক্তদের জ্ঞান দান করেন -- পবিত্র হওয়ার জন্য। সকলকে পবিত্র করে যোগ। জ্ঞান-সাগর এসে মুখ দ্বারা জ্ঞান শোনান। পতিতদের পবিত্র করেন। এইসময় সকল আত্মারা পতিত হয়ে গেছে, সেইজন্যই বাবাকে ডাকে কারণ বাবা ছাড়া কেউ পবিত্র করতে পারবে না। যদি গঙ্গা পতিত-পাবনী হয় তবে পতিত-পাবন সীতারাম বলে কেন ডাকো! বুদ্ধি বলে, পরমপিতা পরমাত্মা অবশ্যই পুনরায় নতুন দুনিয়ার স্থাপনা আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশের জন্য আসবেন। কল্পবৃক্ষের আয়ুও হয়, যে জিনিস জরাগ্রস্ত হয়ে যায় তাকেই তমোপ্রধান বলে। নিউ ওয়ার্ল্ড বলবে না, এ হলো আয়রন এজেন্ডা ওয়ার্ল্ড। এ'সমস্ত কথা বুদ্ধিতে বসানো হয় অন্যান্যদের বোঝানোর জন্য। ঘরে-ঘরে সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। এ'ভাবে বলা উচিত নয় যে পরমাত্মা এসেছেন। যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে, বলা -- দুজন বাবা আছে লৌকিক এবং পারলৌকিক। দুঃখের সময় পারলৌকিক বাবাকেই স্মরণ করা হয়। সুখধামে পরমাত্মাকে কেউ স্মরণ করে না। সত্যযুগ, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে সুখ, শান্তি, পবিত্রতা সবকিছু ছিল। বাবার থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে গিয়ে তারপরেও ডাকে কেন ? ওখানে সুখই সুখ। বাবা দুঃখের জন্য দুনিয়া রচনা করেন নি। এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, যাদের পার্ট পরে রয়েছে, তারা ২-৪ জন্ম নেয়, বাকি সময় শান্তিধামে থাকবে। এছাড়া খেলার (ড্রামার) থেকে কেউ বেরিয়ে যাবে তা হতে পারে না। এক-দুটি জন্ম নিয়ে বাকি সময় যেন মোক্ষলাভ হয়েছে, আত্মা হলো পার্টধারী। কারোর ভূমিকা উঁচু, কারোর কম। গাওয়াও হয়, ঈশ্বরের অন্ত কেউ পেতে পারে না। ঈশ্বরই এসে রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। বাবা বোঝান যে আমি সাধারণ তনেই প্রবেশ করি। আমি যে শরীরে প্রবেশ করি সেও তার নিজের জন্মকে জানে না। আমি এঁনার ৮৪ জন্মের কাহিনী শোনাই, কোনও পার্টেরই পরিবর্তন হতে পারে না। এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত খেলা। তা কারোর বুদ্ধিতে বসে না। বুদ্ধিতে তখনই বসবে যখন পবিত্র হয়ে বুঝবে। ভালভাবে বুঝবার জন্য ৭ দিন ভাড়াতে পড়ো। ভাগবত (পাঠ) ইত্যাদিও ৭ দিনের জন্য রাখা হয়। কেউ ৭ দিনেই ভালভাবে বুঝে যায়, কেউ আবার বলে দেয় যে আমাদের বুদ্ধিতে কিছুই বসে নি। উচ্চপদ যদি

না পাওয়ার হয় তবে বুদ্ধিতে কিভাবে বসবে। আচ্ছা, তবুও কল্যাণ তো হয়েছে, তাই না! প্রজা তো এভাবেই হয়, এছাড়া রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করে পরিশ্রমের দ্বারা। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে। এখন করো বা না করো। কিন্তু বাবার ডায়রেকশন হলো, প্রিয় বস্তুকে স্মরণ করা হয়, তাই না! ভক্তিমার্গেও বলা হয়, হে পতিত-পাবন এসো। এখন ওঁনাকে পেয়েছো। বলাও হয়, আমায় স্মরণ করো তবেই জং উঠে যাবে। রাজস্ব কি এভাবেই পাওয়া যাবে নাকি! স্মরণেই একটু পরিশ্রম আছে। অধিক স্মরণকারীরাই কর্মজীত অবস্থা প্রাপ্ত করে। পুরোপুরি স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। যোগবলের দ্বারাই বিকর্মজীত হতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ এত পবিত্র কিভাবে হয়েছিলেন? যখন কলিযুগের অন্তে কেউই পবিত্র নয়। এইসময় গীতা জ্ঞানের এপিসোড রিপিট হচ্ছে। শিব ভগবানুবাচ, ভুলও তো সকলেরই হয়ে থাকে। আমি এসে সকলকে নির্ভুল করে দিই। ভারতের যেসকল শাস্ত্র রয়েছে, তা হলো ভক্তিমার্গের। বাবা বলেন -- আমি যা বলেছিলাম তা কারো জানা নেই। যারা আমার থেকে শুনেছিল তারা ২১ জন্মের প্রালম্ব পেয়েছে তারপর এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তোমরাই আবর্তন করে পুনরায় এই জ্ঞান শুনছো। তোমরা জানো যে, আমরা চারাগাছ রোপন করছি, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। এ হলো দৈবী-বৃক্ষের চারা। ওরা তো ওই বৃক্ষের কলম লাগাতে থাকে। বাবা এসে বৈসাদৃশ্যগুলি (কনট্রাস্ট) বলে দেন। তোমরা দেখিয়েও থাকো যে ওদের কি পরিকল্পনা, তোমাদের কি পরিকল্পনা। ওরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে যাতে দুনিয়া (জনসংখ্যা) বৃদ্ধি না পায়। বাবাও অত্যন্ত ভালো কথা বলেন যে অনেক ধর্মের বিনাশ হয়ে যাবে এবং দেবী-দেবতা ধর্মের পরিবার স্থাপনা হয়ে যাবে। সত্যযুগে একটিই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের (যৌথ) পরিবার ছিল এবং অনেক পরিবার ছিলই না। এইসময় ভারতে দেখো কত পরিবার। গুজরাটি পরিবার, শিখ পরিবার..... বাস্তবে ভারতের পরিবার একটাই, অনেক পরিবার হলে তখন অবশ্যই খটখটি হয়। তারপর সিভিল ওয়ার (গৃহযুদ্ধ) শুরু হয়ে যায়। পরিবারেও গৃহযুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন খ্রিস্টানদের পরস্পরের যে পরিবার রয়েছে সেখানেও ওদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মিলমিশ হয় না। দ্বন্দ্ব হয়ে যায়। জলও ভাগাভাগি হয়। শিখ ধর্মাবলম্বীরা মনে করে, আমরা আমাদের ধর্মের পরিবারকে অধিক সুখ প্রদান করবো। অস্তির হয়ে পড়ে, তাই না! মাথা চাপড়াতে থাকে। এখন অস্তিম সময় আগত তবেই তো পরস্পর লড়াই করতে থাকে। বিনাশ তো হবেই। অনেক বোমা তৈরী করতে থাকে। ভীষণ যুদ্ধ যখন শুরু হয়েছিল তখন দুটি বোমা নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছিল। এখন তো অনেক তৈরী করেছে। এ তো বুম্বার মতন বিষয়, তাই না! তোমাদের বোম্বাতে হবে যে এ হলো সেই মহাভারতের যুদ্ধ। বড়-বড় লোকেরাও বলে যে লড়াই বন্ধ না করতে পারলে তখন সমগ্র দুনিয়ায় আগুন লেগে যাবে। তোমরা জানো যে আগুন তো লাগবেই। বাবা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেন। রাজযোগ হলোই সত্যযুগের জন্য। যে দেবতা ধর্ম প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে তাকেই পুনরায় স্থাপন করেন। এখন কলিযুগ এরপরে সত্যযুগ চাই। এখন কলিযুগের বিনাশের জন্য এটাই হলো অতি ভারী মহাভারতের যুদ্ধ। এ'সকল ভালভাবে ধারণ করে বোম্বাতে হবে কারণ মানুষ হলো আসুরীয় সম্প্রদায়ের সেইজন্য সতর্ক থাকতে হবে। কল্প-পূর্বের মতনই যে বিঘ্ন ঘটেছিল তা অবশ্যই ঘটবে। এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা। আমরা এর বন্ধনে আবদ্ধ। স্মরণের যাত্রাকে কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়। গান আছে, তাই না -- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়ে যেয়ো না..... এর অর্থ কেউ বুম্বতে পারে না। রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিবস আগত। অর্ধেক কল্প সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন সুখ শুরু হবে। বাবা 'মন্বনাভব'-র অর্থও বুঝিয়েছেন, কেবল গীতায় কৃষ্ণের নাম লেখায় সেই শক্তি আর থাকে না। কৃষ্ণকে সর্বশক্তিমান বলতে পারা যায় না। তিনি সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নিয়েছেন সেইজন্য গীতায় সেই শক্তি আর থাকে না। এখন আমরা সকলে মানুষমাত্রেরই কল্যাণসাধন করছি। যে কল্যাণকারী হবে সে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। স্মরণের যাত্রা ব্যতীত কল্যাণ হতে পারে না। এইসময় সকলেই বিপরীত-বুদ্ধিসম্পন্ন। বলে যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী। তোমাদের বোম্বাতে হবে যে ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। অসীম জগতের পিতার থেকেই ভারতবাসীরা অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে। ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছে। বাস্তবে এখন তোমরা দেখছো যে জ্ঞান তোমরা শুনতেই থাকো। দিনে-দিনে তোমাদের কাছে অনেক নতুন নতুনরা আসতে থাকবে। এখনই যদি বড়-বড় লোকেরা আসে তখন আর দেরী লাগবে না। তৎক্ষণাৎ আওয়াজ ছড়িয়ে পড়বে। গোল্ডগোল হয়ে যাবে সেইজন্য যুক্তির দ্বারা ধীরেসুস্থে এগিয়ে যেতে থাকে। এটাই হলো গুপ্ত জ্ঞান, কেউ জানেই না যে এরা কি করছে। ভক্তিতে হলো দুঃখ, জ্ঞানে হলো সুখ। রাবণের সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ কেমন ধরণের তা তো তোমরাই জানো আর কেউ তো জানতে পারে না। ভগবানুবাচ, তোমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হলে আমায় স্মরণ করো তবেই পাপ বিনাশ হয়ে যাবে। পবিত্র হলে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। মুক্তি তো সকলেই পারে। সকলেই রাবণ-রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তোমরা বলো যে শিবশক্তির, ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাই শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া স্থাপন করবে। পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতে পূর্ব-কল্পের মতনই। ৫ হাজার বছর পূর্বে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া ছিল, তা বুদ্ধিতে বসানো উচিত। মুখ্য পয়েন্টগুলি যখন বুদ্ধিতে ধারণ করবে তখনই স্মরণের যাত্রায় থাকতে পারবে। কেউ মনে করে এখনও সময় রয়েছে, পরে পুরুষার্থ করে নেব। কিন্তু মৃত্যুর কোনো নিয়ম আছে নাকি! কাল মারা গেলে তখন! সেইজন্য এরকম মনে কোরোনা যে শেষে গ্যালপ করে নেব। এই ভাবনা আরোই পতন ঘটিয়ে দেবে। যতখানি সম্ভব পুরুষার্থ

করতে থাকো। শ্রীমতানুসারে প্রত্যেককে স্ব-কল্যাণ করতে হবে, নিজেকে যাচাই করতে হবে যে বাবাকে কতখানি স্মরণ করি আর কতখানি বাবার সার্ভিস করি। তোমরা হলে ঈশ্বরের আত্মিক সহযোগী, তাই না! তোমরা আত্মাদের মুক্ত করো। আত্মা পতিত থেকে পবিত্র হবে কিভাবে, তার যুক্তি বলে দেন। কৃষ্ণকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে না। তিনি তো প্রিন্স ছিলেন, তিনি প্রালব্ধ(ফল) ভোগ করেছেন, তার মহিমারও প্রয়োজন নেই। দেবতাদের মহিমা কি আর করবে! হ্যাঁ, জন্মদিন সকলেই পালন করে। এ হলো সাধারণ কথা। তাছাড়া তিনি কি করেছেন ! সিঁড়িতে তো নেমেই এসেছেন। ভাল বা খারাপ মানুষ তো হয়ে থাকে। প্রত্যেকের স্ব-স্ব ভূমিকা রয়েছে। এ হলো অসীম জগতের কথা। মুখ্য শাখা-প্রশাখাই গোনা হয়ে থাকে। এছাড়া পাতা তো অগণিত। তোমরা আর কত পর্যন্তই বা তার গণনা করতে থাকবে। বাবা বোঝাতে থাকেন, বাচ্চারা পরিশ্রম করো, সকলকে বাবার পরিচয় দাও, তবেই বাবার সঙ্গে বুদ্ধিযোগ জুড়ে যাবে। বাবা বলেন -- সকলকে বলো -- পবিত্র হলে তবেই মুক্তিধামে চলে যাবে। দুনিয়ার কি কিছু জানা আছে নাকি যে মহাভারতের যুদ্ধের জন্য কি হবে! এই যজ্ঞ রচিত হয়েছে কারণ নতুন দুনিয়া চাই। আমাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হলে তখন সব এই যজ্ঞে স্বাহা হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ঈশ্বরের প্রকৃত সহায়তাকারী হয়ে সমস্ত আত্মাদের মুক্ত করার সেবা করতে হবে। সকলের কল্যাণ করতে হবে। সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে।

২) অতি প্রিয় বস্তুকে(বাবা) প্রেম-পূর্বক স্মরণ করতে হবে। পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামার প্রতি অটল থাকতে হবে। বিঘ্ন এলে ভয়ভীত হবে না।

বরদান:- 'আমিষ'-ভাবের বোঝাকে সমাপ্ত করে প্রত্যক্ষফলের অনুভবকারী বালক তথা মালিক ভব যখন কোনো প্রকারের আমিষভাব আসে তখন মাথায় বোঝা চলে আসে। কিন্তু যখন বাবা এসে বলছেন যে সব বোঝা আমাকে দিয়ে দাও, তোমরা কেবল নাচো, ওড়ো..... তখন এই প্রশ্ন কেন যে -- সার্ভিস কিভাবে হবে, ভাষণ কিভাবে দেবো -- তোমরা কেবল নিমিত্ত মনে করে কানেকশন পাওয়ার হাউজের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বসে পড়ো, ভগ্ন-হৃদয় হয়ে যেও না, তবেই বাপদাদা সবকিছু স্বতঃ করে দেবেন। বালক তথা মালিক মনে করে শ্রেষ্ঠ আসনে স্থিত হও তবেই প্রত্যক্ষ ফলের অনুভূতি করতে থাকবে।

স্লোগান:- জ্ঞান দানের সাথে-সাথে গুণগানও করো তবেই সফলতা প্রাপ্ত হবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের পূজারী থেকে পূজ্য বানাতে এসেছেন, পূজ্য থেকে পূজারী আর পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার সম্পূর্ণ কাহিনী তোমরা বাচ্চারা জানো"

- *প্রশ্ন:- কোন বিষয়টি দুনিয়ার কাছে অসম্ভব মনে হয়, আর তোমরা সহজেই তা জীবনে ধারণ করো ?
- *উত্তর:- দুনিয়ার মানুষ মনে করে গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকা - এ তো সম্পূর্ণ অসম্ভব, আর তোমরা সহজেই তা ধারণ করে নাও, কেননা তোমরা জানো যে, এতে স্বর্গের বাদশাহী পাওয়া যায় । তাহলে এ তো খুব সম্ভব সওয়া হলো, তাই না ।
- *গীত:- এ আজ কে এলো ভোরে.....

ওম শান্তি । অন্ধকার আর প্রভাত, দুনিয়ার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক । সে তো সাধারণ । বাচ্চারা, তোমাদের প্রভাত হলো অসাধারণ । দুনিয়া জানেই না যে, অন্ধকার আর প্রভাত কাকে বলা হয় । বাস্তবে এই অন্ধকার আর প্রভাত কল্পের এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগের সময়ই হয় । এখনই অস্ত্রান অন্ধকার দূর হয় । এমন মহিমাও আছে যে - জ্ঞান সূর্য প্রকট হয়েছে । ওই সূর্য তো আলো প্রদান করে । এ হলো জ্ঞান সূর্যের কথা । ভক্তিকে অন্ধকার আর জ্ঞানকে আলোর প্রকাশ বলা হয় । তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে, প্রভাত হচ্ছে । ভক্তিমাগের অন্ধকার শেষ হয়ে যায় । ভক্তিকে অন্ধকার বলা হয় কেননা যাঁর ভক্তি করে, তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞান নেই । ফলে সময়ের অপচয় হয় । পুতুলের পূজা হতে থাকে । অর্ধেক কল্প ধরে এই পুতুল পূজা হতে থাকে । যাঁর পূজা করা হয়, তাঁর সম্বন্ধে জ্ঞানও তো সম্পূর্ণ থাকা চাই । দেবী - দেবতাদের হলো পূজ্য ঘরানা । সেই পূজ্যরাই আবার পূজারী হয়, পূজ্য থেকে পূজারী আর পূজারী থেকে পূজ্য হওয়ার কতো লম্বা - চওড়া কাহিনী । মানুষ তো পূজ্য - পূজারীর অর্থও বোঝে না । পরমপিতা পরমাত্মা আসেনই এই সঙ্গমে, যখন অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যায় । তিনি প্রভাত করতে আসেন কিন্তু ওরা কল্পের সঙ্গম যুগের পরিবর্তে যুগে - যুগে লিখে দিয়েছে । যখন চার যুগ সম্পূর্ণ হয়, তখন পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে আবার নতুন দুনিয়া শুরু হয় । তাই একে বলা হবে কল্যাণকারী সঙ্গম যুগ । এই সময় সকলেই নরকবাসী । যখন কারোর মৃত্যু হয় তখন বলা হয় -- স্বর্গে গেছে, তাহলে অবশ্যই নরকে ছিল । এটা কেউই বোঝে না যে আমরা নরকে আছি । রাবণ সকলের বুদ্ধিতে একদম তালা লাগিয়ে দিয়েছে । সকলের বুদ্ধির একদম মৃত্যু হয়েছে । বাবা বোঝান যে - ভারতবাসীদের বুদ্ধি সবথেকে বিশাল । তারপর যখন সম্পূর্ণ পাথর তুল্য বুদ্ধির হয়ে যায়, তখনই দুঃখ পায় । ড্রামা প্ল্যান অনুসারে এমন অবস্থা হতেই হবে । মায়া এমন অবস্থা বানায় । পূজ্যকে বুদ্ধিমান আর পূজারীকে অবস্থা বলা হয় । মানুষ বলেও থাকে -- আমরা নীচ আর পাপী, কিন্তু কবে বুঝদার ছিলো, তা জানতেই পারে না । রাবণ রূপী মায়া সম্পূর্ণ পাথর বুদ্ধির বানিয়ে দেয় । এখন তোমরা বুঝতে পেরেছো যে, আমরাই পূজ্য ছিলাম তারপর পূজারী হয়েছি । বাচ্চারা, তোমরা এখন খুশী হও । অনেক দিন থেকে তোমরা চিৎকার করে এসেছো যে, আমরা যেন শান্তি পাই, অথবা জন্ম - মরণ থেকে মুক্তি পাই কিন্তু এই মায়ার শৃঙ্খল থেকে কিভাবে মুক্তি হবে, এই জ্ঞানও কারোর বুদ্ধিতে নেই । তোমরা জানো যে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে । সত্যযুগে তবুও তো ধীরে ধীরে নামতে থাকে, সময় লাগে । সুখের সিঁড়ি নামতে সময় লাগে । দুঃখের সিঁড়ি দ্রুত নামতে থাকে । সত্যযুগ আর ত্রেতাতে ২১ জন্ম, দ্বাপর আর কলিযুগে ৬৩ জন্ম, তখন আয়ু কম হয়ে যায় । তোমরা এখন জানো যে, তোমাদের এই চড়তি কলা এক আগুলের তুড়িতেই হয়ে যায় । এমন মহিমাও আছে যে, জনক রাজা এক সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন । মানুষ কিন্তু এই জীবনমুক্তির অর্থ বোঝে না । এক জনক জীবনমুক্তি পেয়েছিলেন, নাকি সম্পূর্ণ দুনিয়া পেয়েছিলো ? তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলে গেছে । কারোর বুদ্ধি যদি নিস্তেজ বা টিলে হয়, তাহলে বলে থাকে, পরমাত্মা একে সুবুদ্ধি দাও । সত্যযুগে এমন কোনো কথা থাকে না । যে আত্মারা অনেককাল পরমাত্মার থেকে আলাদা থাকে, তাদেরও হিসেব থাকে । বাবা যখন পরমধামে থাকেন, সেই সময় যে আত্মারা তাঁর সঙ্গে মুক্তিধামে থাকে, যারা পরের দিকে আসে, তারা অনেক সময় ধরে সাথে থাকে । আমরা তো অল্প সময় ওখানে থাকি । প্রথম - প্রথম আমরাই বাবার থেকে আলাদা হই, তাই গায়ন আছে যে - আত্মা - পরমাত্মা আলাদা থাকে বহুকাল... তাদেরই এখন মেলা হয়, যারা অনেক সময় ধরে বাবার থেকে আলাদা থাকে । যারা অনেক সময় ধরে বাবার সাথে ওখানে থাকে, বাবা তাদের সঙ্গে মিলিত হন না । বাবা বলেন - আমি বিশেষ করে তোমাদের মতো বাচ্চাদের পড়াতে আসি । আমি তোমাদের মতো বাচ্চাদের সঙ্গে থাকি, তখনই সকলের কল্যাণ হয় । এখন সকলেরই হলো শেষ সময় । এখন সবাই তাদের হিসেব - নিকেশ শোধ করে চলে যাবে । বাকি তোমরা রাজ্য - ভাগ্য পাবে । এই কথা কারোর বুদ্ধিতে নেই । মানুষ গেয়েও থাকে - ও গড ফাদার, লিবারেটর (উদ্ধারকর্তা), গাইড । তিনি আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার

করে শান্তিধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাইড হন। তিনি সুখধামে গাইড হন না। তিনি আত্মাদের শান্তিধামে নিয়ে যান, সে হলো নিরাকারী দুনিয়া -- যেখানে আত্মারা থাকে, কিন্তু ওখানে কেউ যেতে পারে না, কেননা সবাই পতিত, তাই পতিত পাবন বাবাকে ডাকতে থাকে। বিশেষ করে ভারতবাসীরা যখন উল্টো বুদ্ধির হয়ে যায়, তখন অসীম জগতের বাবাকেই কুকুর - বিড়াল, নুড়ি - পাথরের মধ্যে নিয়ে যায়। এ তো আশ্চর্য, তাই না। নিজেদের থেকেও আমাকে নীচে নিয়ে যায়। এই ড্রামাও পূর্ব রচিত। কারোরই কোনো দোষ নেই, সকলেই ড্রামার বশীভূত। তারা ঈশ্বরের বশ নয়। ঈশ্বরের থেকেও ড্রামা তীক্ষ্ণ। বাবা বলেন - আমিও ড্রামা অনুসারে নিজের সময়ে আসবো। আমার আসা এই একবারই হয়। ভক্তিমার্গে মানুষ কতো ধাক্কা খেতে থাকে। তোমরা বাবাকে পেয়েছো। বাবার থেকে তোমাদের এক চুটকিতে উত্তরাধিকার নিতে হবে। উত্তরাধিকার পেয়ে গেলে ধাক্কা খাওয়ার আর দরকার নেই। ভগবান নিজেই বলেন, আমি এসে সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলি। প্রথমে সত্যখণ্ড ছিলো, তারপর মিথ্যাখণ্ড কিভাবে হলো, একথা কেউই জানে না। গীতা কে শুনিয়েছেন, তাও ভারতবাসী জানে না। ভারতেই ছিলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। দেবী দেবতা ধর্মের মানুষরাই যখন সত্যোপপ্রধান পূজ্য থেকে তমোপ্রধান পূজারী হয়ে যায়, তখনই দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যায়, তখনই বাবা এসে আবার ওই ধর্মের স্থাপনা করেন। চিত্রও আছে, আবার শাস্ত্রও আছে। ভারতবাসীদের হলো একই শাস্ত্র শিরোমণি গীতা। প্রত্যেকেই তার নিজের ধর্মকে ভুলে গেছে, তাই হিন্দু নাম রেখে দিয়েছে। এও ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে। আত্মাই পুনর্জন্মে এসে তমোপ্রধান হয়ে যায়, খাদ পড়ে যায়। তোমরা জানো যে, আমরা প্রকৃত গয়না ছিলাম, এখন মিথ্যা হয়ে গেছি। গয়না এই শরীরকে বলা হয়। আত্মা শরীরের দ্বারাই ভূমিকা পালন করে। আমরা কতো বড় ৮৪ জন্মের পার্ট পেয়েছি। দেবতা -- ক্ষত্রিয়, তোমরাই পূজ্য আবার তোমরাই পূজারী তৈরী হও। আমিই যদি পূজ্য থেকে আবার পূজারী হই, তাহলে তোমাদের কে পূজ্য বানাবে। আমি তো চির পবিত্র, জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন। তোমরাই পূজ্য এবং পূজারী হয়ে দিন থেকে রাতে আসো, কিন্তু ওরা তা জানে না। বাবা বোঝান যে, দুনিয়াই মিথ্যা হয়ে গেছে, তাই বসে এতো মিথ্যা কাহিনী বানানো হয়েছে। ব্যাসও জাদু করেছিলেন। এখন ব্যাস তো ভগবান নন। ভগবান তো এসে ব্রহ্মার দ্বারা বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়েছেন। ওরা ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দিয়ে দিয়েছে। এখন ভগবান কোথায়? এমন তো হয় না যে, বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা নির্গত হয়েছেন। তাই বিষ্ণু বসে শাস্ত্রের সার বানিয়েছেন। তা নয়, ব্রহ্মার দ্বারা বোঝানো হয়েছে। ত্রিমূর্তির উপরে হলেন শিব বাবা, তিনি বসেই ব্রহ্মার দ্বারা সার বুঝিয়ে বলেন। যাঁর দ্বারা বোঝাবেন, সেই আবার পালনা করবে। তোমরা তো হলে ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। ব্রাহ্মণ বর্ণ হলো উঁচুর থেকেও উঁচু। তোমরা এখন হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমরা ঈশ্বরের রচিত যন্ত্রের রক্ষা করো। এই জ্ঞান যন্ত্রের দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়া স্বাধা হয়ে যাবে। এর নাম রাখা হয়েছে -- রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যন্ত্র। রাজস্ব প্রাপ্ত করার জন্য বাবা এই যন্ত্রের রচনা করেছেন। ওরা যখন যন্ত্র রচনা করে, তখন মাটির শিব, শালগ্রাম বানায়। তৈরী করে, পালনা করে তারপর তা বিসর্জন দেয়। দেবতাদের মূর্তিও এমনভাবেই করে থাকে। ছোটো বাচ্চারা যেমন পুতুল খেলা করে, তেমনই এরা করে থাকে। এখন বাবার জন্য বলা হয়, স্থাপনা, পালনা তারপর বিনাশ করেন, প্রথমে হলো স্থাপনা।

এখন তোমরা এই মৃত্যুলোকে অমরলোকের জন্য পড়াশোনা করছো। এ হলো তোমাদের মৃত্যুলোকের অন্তিম জন্ম। বাবা আসেন অমরলোকের স্থাপনা করতে। এক পার্বতীকে কথা শোনালে কি হবে। ওরা শঙ্করকে অমরনাথ বলে, আর তাঁর পাশে পার্বতীকে রেখে দিয়েছে। এখন শঙ্কর - পার্বতী কিভাবে স্থূল বতনে আসতে পারে? যেখানে তাঁদের সূক্ষ্ম বতনে দেখানো হয়েছে। তোমাদের এখন বোঝানো হয়েছে যে, জগদম্বা, জগৎপিতা হয়। বাস্তবে জগদম্বা হলেন পুরুষাথী, এরপর লক্ষ্মী হলেন পাবন প্রালব্ধ। কার বেশী মহিমা? জগদম্বার দেখো কতো মেলা হয়। কলকাতার কালী বিখ্যাত। কালী মাতার পাশে কালো পিতা কেন বানায়নি? বাস্তবে জগদম্বা এবং আরো অনেক দেবী জ্ঞান চিতায় বসে কালো থেকে সুন্দর হয়। প্রথমে জ্ঞান - জ্ঞানেশ্বরী, তারপর রাজ - রাজেশ্বরী হয়। তোমরা এখানে এসেছো ঈশ্বরের থেকে জ্ঞান অর্জন করে রাজ - রাজেশ্বরী হতে। লক্ষ্মী - নারায়ণকে কে রাজস্ব দিয়েছিলেন? ঈশ্বর দিয়েছিলেন। অমরকথা, সত্যনারায়ণের কথা বাবাই শোনান, যাতে সেকেণ্ডে নর থেকে নারায়ণ হওয়া যায়।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের কপাট খুলে গেছে যে -- কাম হলো মহাশত্রু। মানুষ বলে থাকে, গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকা অসম্ভব। তোমাদের বোঝানো হয় - বাবা যেহেতু স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে তিনি নিশ্চই তাঁর বাচ্চাদের স্বর্গের বাদশাহী উপহার দেবেন। তাই এই স্বর্গের বাদশাহী পাওয়ার জন্য এক জন্ম তো পবিত্র থাকতেই হবে। এ তো সস্তা উপার্জন হলো, তাই না। ব্যবসায়ী মানুষ এই বিষয়কে ভালোভাবে নেবেন, কারণ ব্যবসায়ীরা দানও করেন। ধার্মিকরাও আসে। বাবা বলেন -- এই উপার্জন বিশেষ কেউ করে। এ কতো সস্তা ব্যবসা। তবুও এমন কেউ আছে যারা উপার্জন করে আবার তালাক দিয়ে দেয়। এই জ্ঞান বাবা ছাড়া আর কেউই বোঝাতে পারে না। জ্ঞানের সাগর একজনই, তিনিই বোঝান।

যাঁরা পবিত্র এবং পূজ্য ছিলেন, তাঁরাই ৮৪ জন্মের অন্তে পূজারী হয়েছেন। আমি এনার তনে প্রবেশ করেছি। প্রজাপিতা তো এখানে থাকবেন, তাই না। তোমরা এখন পুরুষার্থ করে ফরিস্তা তৈরী হচ্ছে। এখন ভক্তিমার্গের রাতের পরে জ্ঞান অর্থাৎ দিন হবে। তিথি - তারিখ তো নেই। শিব বাবা কবে এসেছেন, কেউই জানে না। মানুষ ধুমধাম করে কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করে। শিব জয়ন্তীর সম্পূর্ণ কথা কেউই জানে না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই কল্যাণকারী সঙ্গম যুগে এক বাবার কাছ থেকেই প্রকৃত সত্যনারায়ণের কথা, অমর কথা শুনতে হবে। বাকি এতদিন যা কিছু শুনেছো, তা ভুলে যেতে হবে।

২) সত্যযুগী বাদশাহী নেওয়ার জন্য এই এক জন্ম পবিত্র থাকতে হবে। ফরিস্তা হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ- বালক তথা মালিক ভাবের স্মৃতির দ্বারা সর্ব সম্পদের অধিকারী, প্রাপ্তি সম্পন্ন ভব
আমরা বাবার সর্ব সম্পদের বালক তথা মালিক, ন্যাচারাল যোগী, ন্যাচারাল স্বরাজ্য অধিকারী। এই স্মৃতির দ্বারা সর্ব প্রাপ্তি সম্পন্ন হও। এই গীত সদা গাইতে থাকো যে -- 'যা পাওয়ার ছিলো, তা পেয়ে গেছি। 'হারাও - পাও, হারাও - পাও' -- এই খেলা ক'রো না। পেতে চলেছি, পেতে চলেছি -- এটা অধিকারীর বাণী নয়। যে সম্পন্ন বাবার বালক, সাগরের সন্তান, সে সেবকের মতো পরিশ্রম করতে পারে না।

স্লোগানঃ- যোগবলের দ্বারা কর্মযোগের উপর বিজয় প্রাপ্ত করা -- এই হলো শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য ---- "রাজঋষি সত্যযুগী হয়"

মানুষ যে বলে, দ্বাপরে রাজঋষি ছিলেন, যারা বসে এই বেদ শাস্ত্র রচনা করেছিলেন, কেননা তারা ত্রিকালদর্শী ছিলেন। বাস্তবে আমরা রাজঋষি সত্যযুগেই বলতে পারি। কেননা ওখানে যারা থাকেন, তারা সম্পূর্ণ বিকারজিৎ, অর্থাৎ কমল ফুল সমান জীবনমুক্ত অবস্থায় থেকে রাজত্ব চালান। বাকি এই যে, দ্বাপরে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার জন্য তপস্যা করা ঋষি আছেন, যারা বেদ শাস্ত্রের রচনা করেছিলেন, সত্যযুগে তো বেদ শাস্ত্রের প্রয়োজনই থাকে না, না আমরা তাদের ত্রিকালদর্শী বলতে পারি। আমরা যখন ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করকে ত্রিকালদর্শী বলতে পারি না, তাহলে এই দ্বাপর যুগের রজঃগুণের সময়ের ঋষি, মুনিরা কিভাবে ত্রিকালদর্শী হতে পারেন। ত্রিকালদর্শী অর্থাৎ ত্রিমূর্তি, ত্রিনেত্রী কেবল এক পরমাত্মা শিবকেই বলা যেতে পারে, যিনি স্বয়ং এই কল্পের অন্তিমে এসে সম্পূর্ণ রচনার অন্ত করে দেন। ওখানে সত্যযুগে প্রালব্ধ ভোগ করতে হবে, ওখানে এই জ্ঞান থাকে না যে, আমরা ব্রহ্মাবংশী ব্রাহ্মণরাই কেবল মাস্টার ত্রিনেত্রী, ত্রিকালদর্শী হই, বাকি সম্পূর্ণ কল্পের ভিতর কেউই জ্ঞান পায় না, যাতে না দেবতাদের, আর না মানুষকে ত্রিকালদর্শী বলা যায়। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

"মিষ্টি বাচ্চারা — এই অন্তিম জন্মে ঘর পরিবারে থেকে কমল পুষ্পের মতো পবিত্র হও, এক বাবাকেই স্মরণ করো, এটাই হল গুপ্ত পরিশ্রম"

*প্রশ্নঃ - জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হতেই কোন্ বৈপরীত্য অনুভব হয় ?

*উত্তরঃ - ভক্তি মার্গে ভগবানকে পাওয়ার জন্য কত দরজায়-দরজায় বিভ্রান্তিতে ছুটে বেড়িয়েছি, কত ধাক্কা খেতে হয়েছে। এখন তাঁকে পেয়ে গেছি। ২- সেই সাথে দয়া হয় বেচারার মানুষ এখনো পর্যন্ত বিভ্রান্তিতে ছুটে বেড়াচ্ছে, পথ খুঁজে চলেছে। বাবা আমাদের ছুটে বেড়ানো থেকে মুক্ত করেছেন। আমরা বাবার সাথে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি।

*গীতঃ- আজ মানুষ অন্ধকারে...

ওম্ শান্তি । একদিকে ভক্তরা স্মরণ করছে। অন্যদিকে আত্মাদের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে অর্থাৎ আত্মারা বাবার পরিচিতি লাভ করেছে। ওরা বলে আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি (ভগবানকে পাওয়ার জন্য)। এখন তোমরা তো আর ছুটে বেড়াচ্ছ না। কত পার্থক্য। বাবা তোমরা বাচ্চাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করছেন। মানুষ গুরু, তীর্থযাত্রা, মেলা ইত্যাদির পিছনে কত দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তোমাদের দৌড়ানো এখন বন্ধ হয়ে গেছে। বাচ্চারা জানে বিভ্রান্তের মতো ছুটে বেড়ানো থেকে মুক্ত করতেই বাবা এসেছেন। যেমন কল্প পূর্বে বাবা এসে ঈশ্বরীয় শিক্ষা প্রদান করেছিলেন বা রাজযোগ শিখিয়েছিলেন, হুবহু সেভাবেই পড়াশোনা করাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে আমরা ৫ বিকারের উপর জয়লাভ করছি। বলাও হয়ে থাকে মায়াকে যে জয় করতে পারে সে জগতকেও জয় করতে পারে। ৫ বিকারগ্রস্ত রাবণকেই মায়া বলা হয়। মায়া হচ্ছে শত্রু। ধন সম্পত্তিকে মায়া বলা হয় না। লিখেও থাকে ৫ বিকার রূপী রাবণ বা মায়া... সুতরাং মানুষ এর অর্থ কিছুটা বোঝে। তা না হলে বুঝতে পারত না। মায়াজীৎ জগতজীৎ। এখানে যাদব, কৌরব বা অসুরদের বা দেবতাদের কোনো বিষয় নয়। স্থূল লড়াই হয়না। গাওয়া হয় যোগবল দ্বারা মায়া রাবণকে পরাজিত করতে পারলে জগৎ জয়ী হওয়া যায়। বাচ্চারা তোমরা জানো— জগৎ বলা হয় বিশ্বকে। বিশ্বকে জয়ী করার জন্য বিশ্বের মালিকই আসেন। তিনিই সর্বশক্তিমান। বাচ্চাদের বোঝান হয়েছে - বাবাকে স্মরণ করলেই পাপ ভস্ম হয়ে যায়। প্রধান বিষয়ই হলো স্মরণ। স্মরণ করলে তোমাদের দ্বারা কোনো বিকর্ম হবে না আর খুশিতে থাকতে পারবে। পতিত-পাবন বাবা আসেন পবিত্র করে তুলতে, সুতরাং আমরা বিকর্ম কেন করব ! নিজে সতর্ক থাকা উচিত। বুদ্ধি তো মানুষের আছে না ! এর মধ্যে লড়াই, ঝগড়া করার কোনো কথা নেই, শুধুমাত্র ৫ বিকারকে জয় করার জন্য বাবাকে স্মরণ করা অতি সহজ। তবে হ্যাঁ, এতে পরিশ্রম আছে, সময় লাগবে। মায়া প্রদীপকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য বারবার তুফান আনবে। আর এর মধ্যে লড়াইয়ের কোনও বিষয় নেই। সত্যযুগ হলো দেবতাদের রাজ্য। ওখানে কোনো অসুর থাকে না। আমরা ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। যে ব্রাহ্মণ নিজ কুলের হয় সে-ই নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করে। রুহানী বাবা বসে আমরা রুহদেরকে (আত্মা) জ্ঞান প্রদান করেন। জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন সঙ্গতি দাতা একজনই। তিনিই এসে স্বর্গ স্থাপনা করেন। তোমরা বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত। বিদেশিরাও জানবে, এরা তো সিঙ্কুর ব্রহ্মাকুমার কুমারী যারা বলে শ্রীমত অনুসারে প্যারাডাইস স্থাপন করে দেখাব। আত্মাই বলে না — শরীর দ্বারা। আত্মা শোনে আর বাবার ডায়রেকশন অনুযায়ী চলে। কল্পে-কল্পে বাবাই এসে যুক্তি বলে দেন। বাবা হলেন গুপ্ত, কেউ-ই জানতে পারে না। কত অসংখ্য মানুষকে বোঝান হয় কিন্তু কোটিতে কেউ-কেউ বোঝে। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝেছ আমাদের অলরাউন্ড ভূমিকা পালন করতে হয়। বাবা এসে বুঝিয়েছেন তোমরাই রাজ্য প্রাপ্ত করে থাকো আর কেউ নিতে পারে না, তোমরা ভারতবাসীরা যারা নিজেদের হিন্দু বলে থাকে। আদমসুমারীতেও হিন্দু লিখে থাকে। যা কিছুই নাম দেওয়া হোক না কেন, বাস্তবে আমরা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। সেই দৈবী ধর্ম ভ্রষ্ট, কর্ম ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে নিজেদের হিন্দু বলে থাকে। হিন্দু নাম কেন হয়েছে — এটাও কেউ জানেনা। জিজ্ঞাসা করা উচিত তোমাদের হিন্দু ধর্ম কে স্থাপন করেছে বোলে। এটা তো হিন্দুস্তানের নাম। কেউ-ই কিন্তু বলতে পারবে না। বাচ্চারা তোমরা জানো এখন ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয় ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। বলাও হয়ে থাকে ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতা নমঃ। ব্রাহ্মণ নম্বরানুসারে সর্বোত্তম। বাস্তবে সত্যযুগকেই স্বর্গ বলা হয়। রামচন্দ্রের রাজ্যকেও স্বর্গ বলা যায় না। অর্ধকল্প রামরাজ্য, অর্ধকল্প আসুরি রাজ্য। এসবই অন্তর্মনে ধারণ করতে হবে। এখন আমাদের স্বর্গে যাওয়ার জন্য কি করতে হবে? পবিত্র তো অবশ্যই থাকতে হবে। বাবা বলেন - বাচ্চারা কাম হলো মহাশত্রু, এর উপরেই জয় লাভ করে পবিত্র হতে হবে সেইজন্যই কমল ফুলের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। ঘর পরিবারে থেকেও কমল

ফুলের মতো হতে হবে। এই দৃষ্টান্ত তোমাদের জন্যই। হঠযোগীরা ঘর পরিবারে থেকে কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকতে পারে না, সেইজন্যই ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়। তোমরা দুই-ই সন্ন্যাসীদের সাথে দেখা করতে পার। প্রবৃত্তি মার্গবাসীদের জন্য গায়ন আছে। বাবা বলেন - ঘর পরিবারে থেকে শুধুমাত্র এই একটা অস্তিম জন্ম সাহসিকতার সাথে কমল ফুলের মতো পবিত্র থাকো। নিজের ঘর পরিবারেই থাকো। ঐ সন্ন্যাসীরা তো ঘর পরিবার ছেড়ে চলে যায়। অনেক সন্ন্যাসী আছে যাদের ভোজন করাতে হয়। প্রথমে ওরাও সতোপ্রধান ছিল, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ড্রামাতে এটাই ওদের ভূমিকা। আবারও এমনটাই হবে। বাবা বোঝান এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ তো হবেই। এখানে ছোট-ছোট বিষয়েই একে অপরকে ধমক দিয়ে থাকে। যদি এমনটা না হয় তবে বড়ো লড়াই শুরু হয়ে যাবে। বাচ্চারা তোমরা বুঝেছ কল্প প্রথমেও এমনটা হয়েছিল। শাস্ত্রে লিখেছে পেট থেকে মুসল বেড়িয়েছে, এই হয়েছে.... তারপর হোলিতেও সাজসজ্জা তৈরি করে। বাস্তবে এই হলো মিসাইল যার দ্বারা বিনাশ করবে। বাচ্চারা এটাও জানে যা কিছু অতীত হয়ে গেছে তা পুনরায় হবে। সবই পূর্ব নির্ধারিত.....এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ রহস্য আছে। কাউকে দোষারোপ করতে পার না। ড্রামাতে ওটাই ভূমিকা। তোমাদের শুধুমাত্র বাবার পরিচয় দিতে হবে। এই ড্রামা অনাদি অবিনাশী। ভবিষ্যতে কি হবে, তাও তোমরা জেনেছ। এটা কলিযুগের শেষ আর সত্যযুগের প্রারম্ভিক সঙ্গম যুগ অতি প্রসিদ্ধ। একেই পুরুষোত্তম যুগ বলা হয়। আজকাল বাচ্চাদের পুরুষোত্তম যুগে যথার্থ রীতিতে বোঝানো হচ্ছে। এই যুগ হলো উত্তম পুরুষ তৈরি হওয়ার জন্য। সবাই সতোপ্রধান উত্তম তৈরি হবে। এখন হলো তমোপ্রধান কনিষ্ঠ। এই শব্দগুলোকেও তোমরা বুঝেছ। কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে সত্যযুগ আসবে তারপর জয়-জয়কার হবে। কাহিনী শোনানো হয় তাইনা! এটা অতি সহজ থেকে সহজতর।

মিথ্যা কাহিনী তো অনেক আছে। এখন বাবা স্বয়ং বোঝাচ্ছেন, ভক্তি মার্গে তোমরা আমার কত মহিমা করে এসেছ। এখন প্র্যাকটিক্যাল তোমাদের পথ বলে দিই- সুখধাম আর শান্তিধামের। সন্নতিকে সুখ, দুর্গতিকে দুঃখের গতি বলা হয়। কলিযুগে হলো দুঃখ, সত্যযুগে সুখ। বোঝালে সবাই বুঝবে। পরে গিয়ে আরও বুঝতে পারবে। সময় অতি অল্প, লক্ষ্য অনেক উচ্চ। কলেজে গিয়ে তোমরা বোঝালে যথার্থ রীতিতে বুঝবে। প্রকৃতপক্ষে এই চক্র ঘুরতেই থাকে অন্য কোনো দুনিয়া নেই। ওরা মনে করে উপরে কোনো দুনিয়া আছে সেইজন্যই গ্রহ, নক্ষত্রের দিকে যায়। বাস্তবে ওখানে কিছুই নেই। গড ইজ ওয়ান, ক্রিয়েশন ইজ ওয়ান। মনুষ্য সৃষ্টি এখানেই। মানুষ তো মানুষই শুধুমাত্র দেহের অনেক ধর্ম। কত ভ্যারাইটি। সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল, তাকে বলা হয় সুখধাম। কলিযুগ হলো দুঃখ ধাম। সুখ আর দুঃখের খেলা তাইনা। বাবা বাচ্চাদের দুঃখ দেন না। বাবা এসে দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। যিনি দুঃখ হরণকারী তিনি কিভাবে কাউকে দুঃখ দিতে পারেন। এটা হলো রাবণ রাজ্য। মানুষের মধ্যে ৫ বিকার প্রবেশ করায় একে রাবণ রাজ্য বলা হয়। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীর রহস্য এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এসেছে। রোজ শুনছ, অনেক উচ্চ মার্গের পড়াশোনা। সুতরাং বাবা বসে বোঝান সময় খুব অল্প। এর মধ্যেই বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার গ্রহণ কর। ধীরে-ধীরে মানুষও বুঝতে পারবে প্রকৃতপক্ষে এটাই ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথ। দুনিয়াতে আর কেউ ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ বলে দেয়না। ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ ঈশ্বরই বলে দেন। তোমরা ওঁনার বাচ্চারা সবাইকে এই সংবাদ পৌঁছে দিয়ে থাক। কল্প পূর্বেও যারা নিমিত্ত হয়েছিল তারাই আবারও হবে আর সবাইকে প্রচার করবে। বাচ্চাদের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। আলোচনা করা উচিত - বাবা আমাদের মনে হচ্ছে এরকম চিত্র হলে মানুষ ভালোভাবে বুঝতে পারবে। বাবা চিত্র কম কেননা কিছু-কিছু সেন্টার খুব ছোট। ৫-৭ দিনের জন্য চিত্র রাখা মুশকিল হয়ে পড়ে।

বাবা বলেন ঘরে-ঘরে গীতা পাঠশালা হোক। এমনও অনেকেই আছে একটা রুমেই সবকিছু চালায়। মুখ্য চিত্র রাখলেই মানুষ বুঝতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে ভগবান কাকে বলে, তাঁর কাছ থেকে কি পাওয়া যায়? ভগবানকে বাবা বলা হয়। বাবুলনাথকে বাবা বলা হয়না। রুদ্র বাবাও বলা যায় না। শিববাবা হলেন প্রসিদ্ধ। বাবা বলেন এটা পূর্ব কল্পের মতোই জ্ঞান যন্ত। অসীম জগতের পিতা শিব এই যন্ত রচনা করেছেন। ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেছেন। ব্রহ্মা শরীরে প্রবেশ করে স্থাপনা করেছেন। এ'হলো জ্ঞান, রাজযোগের। এই সেই যন্ত যেখানে সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়াকে আছতি দিতে হয়। তিনি বাবা, টীচার, সদ্ধরু এবং জ্ঞানের সাগর। এমন আর কেউ নেই। আজকাল যন্ত হলে তার চারদিকে শাস্ত্র রাখা হয়। আছতির জন্য একটা কুন্ডও তৈরি করা হয়। বাস্তবে এটাই সেই জ্ঞান যন্ত, যা ওরা কপি করেছে। এখানে স্থূল কোনো জিনিসের কাজ নেই। এখন বাচ্চারা তোমরা অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছ, অনন্ত জ্ঞান প্রাপ্ত করেছ আর কেউ-ই তা জানে না। তোমরা জান এই অলৌকিক যন্তে পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। খুশি তো হওয়া উচিত যে রামরাজ্য স্থাপন হোক, খুব ভালো হবে। কিন্তু যে স্থাপনা করবে সে তো তার নিজের জন্যই করবে তাইনা। পরিশ্রম (পুরুষার্থ) নিজের জন্যই করবে। তোমরা জানো এই মহাভারতের যুদ্ধও এই যন্ত দ্বারাই প্রস্থলিত হয়েছে। কোথায় ঐ সীমিত লৌকিকের যন্ত আর কোথায় এই অসীমের যন্ত। তোমরা নিজেদের জন্যই পুরুষার্থ করছ। যতক্ষণ বাবাকে না জানবে উত্তরাধিকার

প্রাপ্ত হতে পারে না। বাবাই এসে আত্মাদের শিক্ষা প্রদান করেন। তোমাদের সবকিছু গুপ্ত। আত্মা যে হিংসাত্মক হয়ে উঠেছে, তাকে অহিংসক হতে হবে। কারো প্রতি ক্রোধ করা উচিত নয়। ৫ বিকারকে দান করলে তবেই গ্রহণ ছাড়বে, এরজন্যই কালো হয়ে গেছে। এখন পুনরায় সর্বগুণসম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ কিভাবে হবে, বাবা বসে তাই বুঝিয়ে থাকেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে কে এমন তৈরি করেছেন ? কোনো গুরু পেয়েছিল ? এরা তো বিশ্বের মালিক ছিল। নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে শ্রেষ্ঠ কর্ম করেছিল তবেই সুন্দর জন্ম হয়েছে। ভালো কর্ম করলে ভালো জন্ম পাওয়া যায়। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর কানেকশনও প্রয়োজন। এক সেকেন্ডে ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু। মানুষ থেকে দেবতা হয়ে ওঠে, সেকেন্ডে জীবনমুক্তি একেই বলা হয়। বাবার হওয়া মাত্রই জীবনমুক্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছে। জীবনমুক্ত তো রাজা প্রজা সবাই। যেই আসবে তাকে জীবনমুক্ত হতে হবে। বাবা তো সবাইকেই বোঝান। উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থই সবকিছুর আধার। কেন পুরুষার্থ করব না উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য। বাবাকে খুব স্মরণ করলে বাবার অন্তরাসনে বসতে পারবে। বাবা কোনো পরিশ্রম করান না। অবলাদের দিয়ে কিইবা পরিশ্রম করাবেন। বাবাকে স্মরণ সেটাও গুপ্ত। জ্ঞান তো প্রত্যক্ষ হয়ে যায়। বলা হয় এনার ভাষণ তো খুব ভালো, কিন্তু যোগে কতটা এগিয়ে ? বাবাকে স্মরণ করে ? কত সময় স্মরণ করে ? স্মরণ দ্বারাই জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই স্পীরিচুয়াল নলেজ কল্পে-কল্পে রুহানী শিববাবাই এসে দিয়ে থাকেন। আর কেউ-ই এই জ্ঞান প্রদান করতে পারে না। আত্মা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অবিনাশী ডামার রহস্য বুদ্ধিতে ধারণ করে কাউকেই দোষারোপ করা উচিত নয়। পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে।

২) ডবল অহিংসক হওয়ার জন্য কখনও কারো প্রতি ক্রোধ করা উচিত নয়। বিকারকে দান করে সর্বগুণসম্পন্ন হয়ে ওঠার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- বিশ্ব পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ কার্যে নিজের অঙ্গুলি দানকারী মহান এবং নির্মাণ ভব যেমন কোনো স্থূল বস্তু তৈরি করতে তার মধ্যে সমস্ত জিনিস দেওয়া হয়, কোনো সাধারণ একটু মিষ্টি বা লবণও যদি কম হয়ে যায়, তবে সেটা যত উপাদেয়ই হোক, গ্রহণ যোগ্য হয় না। তেমনই বিশ্ব পরিবর্তনের এই শ্রেষ্ঠ কার্যের জন্য প্রত্যেক রক্তের আবশ্যিকতা রয়েছে। সবার অঙ্গুলি (সহযোগ) প্রয়োজন। সকলেরই নিজ-নিজ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, শ্রেষ্ঠ মহারথী তারা। সেইজন্যই নিজের কার্যের শ্রেষ্ঠত্বের মূল্যকে বোঝো, সবাই তোমরা মহান আত্মা। সুতরাং যতটা মহান ততটাই নির্মাণ হয়ে ওঠে।

স্লোগানঃ:- নিজের নেচারকে ইজি (সরল) বানাও, সব কাজই ইজি (সরল) হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন এটা হল রাবণ রাজ্য। পুরানো দুনিয়ার সমাপ্তি হয়ে নতুন দুনিয়া আসছে। সেইজন্য শ্রীমৎ অনুসারে চলে পবিত্র হও, তবে শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা হবে"

*প্রশ্ন:- বাবা বাচ্চাদেরকে সত্য নারায়ণের কথা শোনান, সেই কথার রহস্য কী ?

*উত্তর:- তার রহস্য হল - বাদশাহী নেওয়া আর হারিয়ে ফেলা। প্রথম ব্যক্তি (অক্ষ) পরমাত্মাকে পেলে, তাই ব্যবসার গদি ছেড়ে দিল। যিনি বিশ্বের মালিক ছিলেন তিনিই ৮৪ জন্ম নিয়ে রাজস্বকে হারিয়ে ফেলে, তারপর আবার বাবা তাকে রাজস্ব দেন। পতিত থেকে পবিত্র হওয়া, গদি ছেড়ে রাজস্ব নেওয়া - এটাই হল সত্য নারায়ণের কথা, যা বাবা শোনাচ্ছেন।

*গীত:- অবশেষে সেই দিন এল আজ...

ওম্ শান্তি । ওম্ শান্তির অর্থ তো আধ্যাত্মিক বাবা বোঝাচ্ছেন । ওম্ মানে হল অহম্ আত্মা আর আমার শরীর আছে । আত্মাকে তো দেখতে পাওয়া যায় না। এটা বুঝতে পারা যায় - আমি হলাম আত্মা, এটা হল আমার শরীর। আত্মাতেই মন - বুদ্ধি রয়েছে। শরীরে বুদ্ধি নেই। আত্মাতেই খারাপ সংস্কার বা ভালো সংস্কার থাকে। মুখ্য হল আত্মা। সেই আত্মাকে কেউ দেখতে পায় না। শরীরকে আত্মা দেখতে পায়, আত্মাকে শরীর দেখতে পায় না। বুঝতে পারে যে, আত্মা বেরিয়ে যায় আর শরীর জড় হয়ে যায় । আত্মাকে দেখা যায় না, শরীরকে দেখা যায়। ঠিক তেমনি আত্মার যে ফাদার, যাকে ও গড ফাদার বলে ডাকে, তাঁকেও দেখতে পাওয়া যায় না। তাঁকে বুঝতে পারা যায়, জানতে পারা যায়। আত্মারা সবাই হল ব্রাদার্স। শরীরে এলে তখন ভাই - বোন বলা হবে। আত্মাদের বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা । জৈবিক ভাই - বোন একে অপরকে দেখতে পায়। আত্মাদের বাবা সকলের এক, তাঁকে দেখতে পাওয়া যায় না। বাবা এসেছেন পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাতে। নতুন দুনিয়া সত্যযুগ ছিল, এই পুরানো দুনিয়া হল কলিযুগ। একে এখন বদলাতে হবে। যেমন পুরানো বাড়ি নষ্ট হয়ে গেলে নতুন বাড়ি বানানো হয়। সেই রকমই এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। সত্যযুগের পরে ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ তারপর সত্যযুগ অবশ্যই আসে। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হতে হবে। সত্যযুগে হয়ে থাকে দেবী-দেবতাদের রাজ্য । অর্ধ কল্প চলে সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী। তাকে বলা হয় লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজস্বকাল (ডিনায়েস্টি)। তাহলে এটা সহজ হয়ে গেল না ! তারপরে দ্বাপর, কলিযুগে অন্য ধর্ম আসে। তারপর দেবী-দেবতার

যারা পবিত্র ছিল, তারা অপবিত্র হয়ে যায়। একে বলা হয় রাবণ রাজ্য। রাবণকে প্রতি বছর জ্বালায়, তাও সে জ্বলে না । সে হল সকলের বড় শত্রু। সেইজন্য তাকে জ্বালানোর প্রথা চালু রয়েছে। ভারতের নম্বর ওয়ান শত্রু হল রাবণ আর নম্বর ওয়ান বন্ধু সর্বদা সুখ দিতে থাকা ভগবান (খোদা)। খোদাকে দোস্ত বলা হয় না ! এর ওপরে একটা গল্পও আছে খোদা হল দোস্ত। রাবণ হল শত্রু। খোদা দোস্তকে কখনো জ্বালাবে না মানুষ। রাবণ হল শত্রু, সেইজন্য দশ আনন যুক্ত বানিয়ে প্রতি বছর দহন করে। গান্ধীজীও বলতেন আমাদের রাম-রাজ্য চাই। রাম রাজ্যে রয়েছে সুখ, রাবণ রাজ্যে হল দুঃখ। এখন এ'সব কে বসে বোঝাচ্ছে ? পতিত পাবন বাবা, শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা । বাবা সবসময় সঠিকটাই বলেন - বাপদাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো সকলের হবে, তাকে বলা হয় অ্যাডম। ওঁনাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। মানুষ য সৃষ্টিতে তিনি হলেন প্রজাপিতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়ে ওঠে। দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে যায়। এনাকে বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা, মানুষ সৃষ্টির মধ্যে সবার বড়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কতো কতো সন্তান। বাবা বলতে থাকেন। ইনি হলেন সাকার বাবা । শিব বাবা হলেন নিরাকার বাবা। গাওয়াও হয়ে থাকে প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচিত হয়। এটা হল পতিত দুনিয়া, রাবণ রাজ্য। এবার রাবণের আসুরিক দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তার জন্য হল এই মহাভারতের যুদ্ধ। তারপর সত্যযুগে এই রাবণকে কেউ দহন করবেই না। রাবণ তো থাকবেই না। রাবণই এই দুঃখের দুনিয়া বানিয়েছে। এমন নয় যে যার কাছে অনেক টাকা পয়সা আছে, বড় বড় বাড়ি গাড়ি আছে, তারা স্বর্গে আছে। বাবা বোঝান যে, যদিওবা কারো কাছে কোটি কোটি টাকা রয়েছে, কিন্তু শান্তি নেই। টাকা পয়সা সবই তো মাটিতে মিশে যাবে। নতুন দুনিয়ায় আবার নতুন নতুন খনি বের হবে, যা দিয়ে নতুন দুনিয়ার প্রাসাদ, মহল সব বানানো হবে। এই পুরানো দুনিয়ার এখন শেষ হতে হবে। সত্যযুগে হল ভাইসলেস সম্পূর্ণ নির্বিকারী । সেখানে যোগবলের দ্বারা সন্তানের জন্ম হয়। বিকার সেখানে হয়ই না। না দেহ-অভিমান, না ক্রোধ, না কাম। ৫ বিকার থাকেই না, সেইজন্য সেখানে কখনোই রাবণকে দহন করতে হয় না। এখানে তো হল রাবণ রাজ্য, সেইজন্যই সবাই আহ্বান করে হে পতিত-পাবন এসো। তিনি

তো লিবারেটরও। সকলের দুঃখহতা। এখন সবাই রাবণ রাজ্যে রয়েছে। বাবাকে এসে মুক্ত করতে হয়। এখন বাবা বলেন তোমরা পবিত্র হও। এই পতিত দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। যারা শ্রীমৎ অনুসারে চলবে, তারা শ্রেষ্ঠ দেবী-দেবতা হবে। বিনাশ তো হবেই। সব খতম হয়ে যাবে। বাঁচবে তবে কারা ? যারা শ্রীমৎ অনুসারে পবিত্র থাকে, তারাই বাবার মত অনুসারে চলে বিশ্বের বাদশাহীর উত্তরাধিকার পায়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন তো হল রাবণ রাজ্য, যা বিনাশ হয়ে যাবে। সত্যযুগী রাম-রাজ্য স্থাপন হবে। সেই রাম, রাম-সীতার রাম নয়। শাস্ত্রে তো অনেক ফালতু কথা লিখে দিয়েছে। লক্ষা হল এই সমগ্র দুনিয়া, এতে রাবণের রাজত্ব চলছে। ভারত সোনার পাখী ছিল সত্যযুগে। যখন দ্বিতীয় আর কোনো রাজত্ব ছিল না। বাবা ভারতে এসে পুনরায় ভারতকে সোনার পাখী স্বর্গে পরিণত করছেন। বাকি অন্য যে সকল ধর্ম রয়েছে সব বিনাশ হয়ে যাবে। সমুদ্রও ভয়ঙ্কর উত্তাল হয়ে ওঠবে। বশ্বে কী ছিল ? একটা ছোট গ্রাম ছিল। এখন সত্যযুগ স্থাপন হবে, তারপর বশ্বে ইত্যাদি কোনো কিছুই থাকবে না। সত্যযুগে জনসংখ্যা খুব কম থাকে। ক্যাপিটাল হবে দিল্লি, যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব থাকে। দিল্লি সত্যযুগে পরীক্ষান ছিল। দিল্লিই ছিল কেন্দ্র স্থান। রাম-রাজ্যেও দিল্লি ক্যাপিটাল। কিন্তু রাম-রাজ্যে হিরে জহরতের মহল ছিল, অগাধ সুখ ছিল। বাবা বলেন তোমরা বিশ্বের রাজত্বকে হারিয়েছো, আমি পুনরায় তোমাদেরকে দিচ্ছি। তোমরা আমার মত অনুসারে চলো। শ্রেষ্ঠ হতে হলে কেবল আমাকেই স্মরণ করো। আর কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না। নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে, তোমাদের পিতাকে স্মরণ করো, তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে, তোমরা আমার কাছে চলে আসবে। তোমরা আমার গলার মালা হয়ে তারপর বিষ্ণুর গলার মালা হয়ে যাবে। মালাতে আমি উপরে থাকি, তারপর হল যুগল ব্রহ্মা-সরস্বতী। তারাই সত্যযুগে মহারাজা মহারানী হয়। তাদেরই তখন সম্পূর্ণ মালা হয়, নশ্বর ক্রমে যারা সিংহাসনে বসে। আমি ভারতকে এই ব্রহ্মা-সরস্বতী আর ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বর্গ বানাই। যারা পরিশ্রম করে পরে তাদেরই স্মরণিকা তৈরী হয়। আত্মাদের থাকার স্থান হল পরমধাম, যাকে ব্রহ্মানন্দও বলা হয়। আমরা সব আত্মারা সেই সুইট হোমে থাকি - বাবার সাথে। সেটা হল শান্তিধাম। মানব চায় - আমরা যাতে মুক্তিধামে যেতে পারি। কিন্তু কেউই ফিরে যেতে পারে না। সবাইকে পাটে আসতেই হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত বাবা তোমাদেরকে তৈরী করাতে থাকেন। তোমরা তৈরী হয়ে গেলে সেখানে যত আত্মারা থাকে সবাই চলে আসবে, তারপর এখানকার সমাপ্তি। তোমরা নতুন দুনিয়াতে গিয়ে রাজত্ব করবে। তারপর নশ্বর অনুসারে চক্র চলতে থাকবে। গীতও তো শুনলে তোমরা না - অবশেষে সেই দিন এল আজ। ভক্তি মার্গে ধাক্কা খেতে থাকে। বাবা হলেন জ্ঞান সূর্য। জ্ঞান সূর্য প্রকট হলেন অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ...। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান রয়েছে। তোমরা জানো যে, ভারতবাসী এখন নরকবাসী, এরপর স্বর্গবাসী হবে। বাকি এত সব আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে। বোঝাতে খুব অল্পই হবে, অল্ফ হল বাবা, বে হল বাদশাহী। অল্ফ এর দ্বারা বাদশাহী প্রাপ্ত হয়ে যায়। গদাই (বিনাশী সম্পদ) এর আর প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তার কাহিনী বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। সেটাই হল সত্যিকারের সত্য-নারায়ণের কথা। বাকি সব হল দন্ত কথা। বাবা-ই নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য জ্ঞান শোনাচ্ছেন। হিন্দি - জিওগ্রাফি আছে না ! লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব কবে শুরু হয়েছে, কবে পর্যন্ত চলেছে। তাহলে সেটা কথাই হল, তাই না ! যারা বিশ্বে রাজত্ব করতেন, তারা ৮৪ জন্ম নিয়ে একেবারেই তমোপ্রধান হয়ে গেছে।

এখন বাবা বলেন - আমি সেই রাজ্য পুনরায় স্থাপন করি। তোমরা কীকরে পতিত থেকে পবিত্র, পবিত্র থেকে পতিত হয়ে যাও - সেই সব হিন্দি জিওগ্রাফি বোঝাই। সবার প্রথমে সূর্যবংশীর রাজত্ব, তারপর চন্দ্রবংশীদের... এর পরে অন্যরা বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রিস্টান সব আসে। তখন এই দেবী-দেবতা ধর্ম যেটা ছিল সেটাই লুপ্ত হয়ে গেল। পুনরায় ওয়ার্ল্ডের হিন্দি জিওগ্রাফি রিপোর্ট হবে। শাস্ত্রে ব্রহ্মার আয়ু ১০০ বছর দেখানো হয়েছে। এ যে ব্রহ্মা, যার মধ্যে বাবা বসে অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন, তার শরীরও ত্যাগ হবে। আত্মাদেরকে বসে, যিনি আত্মাদের পিতা, তিনিই এ'সব শোনান, তিনিই হলেন পতিত পাবন। মানুষ মানুষকে পবিত্র বানাতে পারবে না। যে নিজেই মুক্ত হতে পারে না, সে অন্যদেরকে কীভাবে মুক্ত কীভাবে করবে ? সে তো ভক্তি শেখানোর গুরু সবাই। কেউ বলবে অমুকের ভক্তি করো, কেউ বলবে শাস্ত্র শোনো। অনেক অনেক মত মতান্তর রয়েছে, সেইজন্যই সবাই অবুঝ হয়ে গেছে। এখন বাবা এসে বুঝদার বানাচ্ছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, বুঝদার, বিশ্বের মালিক ছিলেন না ! এখন কতখানি কাণ্ডাল হয়ে গেছে ! তারপর শিব বাবা এসে নরকবাসী থেকে স্বর্গবাসী বানান। বাবা কতো ভাবে ভাবে বোঝাতে থাকেন যাতে এখানে সবার ভাগ্য জেগে ওঠে। সবাই যে পতিত, দুঃখী। সবাই গ্রাহী গ্রাহী করে বিনাশ হয়ে যাবে। সেইজন্য বাবা বলেন গ্রাহী গ্রাহী করবার পূর্বে বেহদের বাবার কাছ থেকে কিছুটা বর্সা নিয়ে নাও। এই যে দুনিয়াতে যা কিছু দেখছো সব শেষ হয়ে যাবে। ফল অফ ভারত (ভারতের পতন) আর রাইজ অফ ভারত (ভারতের উত্থান)। এটা হল ভারতেরই খেলা। রাইজ হবে সত্যযুগে। এখন কলিযুগে ফল হতে হবে। এ সব হল রাবণ রাজ্যের আড়ম্বর। এখন এর বিনাশ হবে। ফল অফ ওয়ার্ল্ড, রাইজ অফ ওয়ার্ল্ড। সত্যযুগে কারা কারা রাজত্ব করতেন, সে'সব বাবা এখন বসে বোঝাচ্ছেন। রাইজ অফ ভারত, দেবতাদের রাজ্য। ফল অফ ভারত

রাবণের রাজ্য। এখন নতুন দুনিয়ার নির্মাণ হচ্ছে। পুরানো দুনিয়ার অবসান হয়ে যাবে। তার পূর্বে তোমরা পড়ছো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। কতখানি সহজ। এ হল মানব থেকে দেবতা হওয়ার পঠন-পাঠন। সন্ন্যাসীদের হলই নিবৃত্তি মার্গ। সেই ধর্মই আলাদা। তারা তো ঘর গৃহস্থকে ছেড়ে চলে যায়। তাদের হল দেহের সন্ন্যাস। তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস করে তারপর এখানে আর আসতে হবে না। এটাও খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে, কোন্ কোন্ ধর্ম কখন কখন আসে। দ্বাপরের পরেই আরও অনেক ধর্ম আসে। আগে সুখ ভোগ করে তারপর দুঃখ। এই সম্পূর্ণ চক্রকে বুঝিতে বসাতে হয়। যখন থেকে তোমরা চক্রতে আসো, মহারাজা মহারানী হও। কেবল অক্ষ আর বেকে বোঝাতে হবে।

বাবা কাউকেই বিদেশে যেতে মানা করেন না। এমনিতাই তো সকলেই চায় যে আমার মৃত্যু যেন নিজের দেশেই হয়। এখন বিনাশ তো হবেই। এতো হাস্যামা শুরু হয়ে যাবে যে বিদেশ থেকে তখন ফিরতে পারবে না। সেইজন্য বাবা বোঝাচ্ছেন যে, ভারত ভূমি হল সব থেকে উত্তম, যেখানে বাবা এসে অবতার নেন। শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়। কেবল কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়ার ফলে সব মহিমাই নষ্ট হয়ে গেছে। সকল মানবই এখানে এসে অবতার নেয়। গড ফাদারই এসে লিবারেট করেন। তাই এমন বাবাকে নমন করা উচিত। ঔনার জয়ন্তী পালন করা উচিত। কিন্তু কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়ার ফলে সমস্ত ভ্যালু নষ্ট করে দিয়েছে। নাহলে তো ভারত সব থেকে উচ্চ তীর্থ ছিল। সেই পিতা এখানেই এসে সকলকে পবিত্র বানান, এটা তো হল তবে সব চেয়ে বড় তীর্থ। সেই বাবাই এখানে এসে সবাইকে পবিত্র বানান, তাহলে তো এটাই সবচেয়ে বড় তীর্থ হয়ে গেল, তাই না ! সবাইকে দুর্গতি থেকে মুক্ত করে সন্নতি প্রদান করেন। এই ড্রামা রচিত হয়ে রয়েছে। এখন তোমরা আত্মারা জানো, আমাদের বাবা তাঁর এই শরীরের দ্বারা এই রহস্যকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারা শুনি। আত্ম-অভিমানী হতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে আত্মার মরচে দূর হয়ে যাবে আর পবিত্র হয়ে তোমরা বাবার কাছে চলে যাবে। যত বেশী স্মরণ করবে, ততই পবিত্র হবে। অন্যদেরকেও নিজ সম বানালে অনেকের আশীর্বাদ পাবে। উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে। সেইজন্য গাওয়া হয়েছে যে, এক সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার গলার মালা হয় বিষ্ণুর গলায় গাঁথা হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ সতোগ্রহান হতে হবে। এক বাবার মতেই চলতে হবে।

২) এমনভাবে সেবা করতে হবে যাতে অনেক আত্মাদের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়। গ্রাহী গ্রাহী শুরু হয়ে যাওয়ার পূর্বে বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিয়ে নিতে হবে।

বরদানঃ:- রাজমুকুট আর রাজতিলককে ধারণ করে বাপদাদার সহযোগী হওয়া হৃদ-সিংহাসনাসীন ভব যখন কেউ সিংহাসনে বসে, তখন রাজতিলক আর রাজমুকুটই তার চিহ্ন হয়। এই রকমই যে হৃদ-সিংহাসনাসীন হয়, তার ললাটে সর্বদা অবিদ্যার স্থিতর তিলক দূর থেকেই জ্যাজ্বল্যমান হবে। সকল আত্মাদের কল্যাণের শুভ ভাবনা তার নয়ন থেকে মুখ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। তার প্রতিটি সংকল্প, বোল আর কর্ম বাবার সমান হয়ে থাকে।

স্নোগানঃ:- স্মরণ সরল হয়ে যায় তার জন্য সরলতার গুণকে ধারণ করো, সংস্কারকে সরল বানাও।